সাঁওতালী কথা

(The traditions and institutions of the old Santhals)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক, এম.এ., বি.এল্. বি. সি. এস্, (অবসরপ্রাপ্ত),
(এডভোকেট)

[শঙ্করাচার্য্য, উপনিষদ্ Vol. I, Vol II—(English),
"Beuties of Sex" (Englsih) প্রভৃতি প্রণেতা

প্রণীত

১৩৫৫

প্রকাশক
গ্রন্থকার
(ভৌমিক লাইব্রেরী)
২০০।১এ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড,
কলিকাতা-২৬

[দ্বিতীয় সংস্করণ]
২৯।৯।১৯৫৫
১২।৬।১৩৬২

প্রিণ্টার—শ্রীবামাচরণ মণ্ডল
রাণীশ্রী প্রেস
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলি-৬

উৎসর্গ

(১ম সংস্করণ)

—:(*):—

পরমারাধ্য পূজনীয় অগ্রজ

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রমোহন ভৌমিক বি, এল,

মহোদয়ের

করকমলে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

হৃদয়ের ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার

নিদর্শন স্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক

১০।১।১৯২৮

[আজ তিনি পরলোকগত

. ২৯। ৯। ১৯৫৫]

সূচনা

(প্রথম সংস্করণ)

এই গ্রন্থ "মারে হাপ্ড়ামকোরেয়াঃ কথা" নামক সাঁওতালী গ্রন্থের অনুবাদ। আমি সাঁওতালী ভাষা পড়িবার সময় এই গ্রন্থখানি অনুবাদ করেছিলাম। আজ আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুত বাবু আশুতোষ ধরের সৌজন্যে এগ্রন্থ প্রকাশিত হল। এগ্রন্থে সাঁওতাল জাতির ইতিবৃত্ত সঙ্কলণ করা হয়েছে—তাহাদের বিবাহ, ধর্ম্ম, আচার, রীতিনীতি, শিকার প্রভৃতি জাতীয় পুরাবৃত্ত বিবৃত করা হয়েছে। আশা করি এই বই পড়ে পাঠকগণ অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন। ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক

১০।১।১৯২৮

মুখবন্ধ

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

৺ মা ভবানীর কৃপায় আজ "সাঁওতালী কথার" দ্বিতীয় সংস্করণ বের হল। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্ব্বে এই বইখানা আমার বন্ধু শ্রীযুত আশুতোষ ধর "আশুতোষ লাইব্রেরী" হইতে প্রকাশ করেন। অনেক দিন যাবত বইখানা আর মুদ্রিত হয় নাই। আমি ১৯১৯ সালে যখন কাঁথিতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম তখন সাঁওতালী ভাষা পরীক্ষা পাশ করে ১০০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলাম; তখনই এই বইখানির সূচনা হয়। প্রথম সংস্করণ অল্পদিন মধ্যেই নিঃশেষিত হয়। এই গ্রন্থখানির ভিতরে অনেক পৌরাণিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সেজন্য দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে সাহসী হলাম। আশা করি সুধী পাঠকগণ এই বইখানা পাঠ করে উপকৃত হইবেন। ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক

ইং ২৯.৯।১৯৫৫, ১২।৬.১২৬২ সন

সাঁওতালী কথা

(প্রাচীন সাঁওতালদিগের কথা)

—০◯✻◯০-

১

(আদিম কাল থেকে মানুষের বিবরণ)

যেদিকে সূর্য্য উদয় হয়, সেদিকেই মানুষের জন্ম হয়েছিল। সর্ব্ব-প্রথমে কেবল জল ছিল। কিছুদিন পরে পরমেশ্বর কাঁকড়া, হাঙ্গর, কুমীর, রাঘব-বোয়াল, বড় 'ইচা' মাছ, কেঁচো, কচ্ছপ প্রভৃতি জলচর জন্তু সৃষ্টি করেন। তারপর "ঠাকুর" (ঈশ্বর) বললেন, "এখন আর কি সৃজন করিব? এবার মানুষ সৃজন করিব।" এই ব'লে তিনি মাটির দুটি মূর্ত্তি সৃষ্টি করলেন; সেগুলিতে তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হ'লে আকাশ থেকে একটি দিব্য ঘোটক নেমে এসে উহাদিগকে পদদলিত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চলে গেল। সেজন্য ঠাকুর অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তারপর ঠাকুর বললেন, "এবার মাটির তৈরি করব না, এবার পাখী তৈরি করব।" এই বলে তিনি "হাঁস-হাঁসিল" নামক দুটি পাখী নিজের বক্ষঃস্থল উন্মোচন করে সৃষ্টি করলেন এবং তাদের হাতে বসা'লেন; তাহাতে তাহাদের অতি সুন্দর দেখাল। তারপর তিনি ফুঁ দিয়ে

তা'দের জীবন দিলেন ; এরাও আকাশে উড়ে গেল এবং উড়ে উড়ে আকাশে বেড়াতে লাগল ; কোথায়ও বসবার স্থান না পেয়ে এরা ঠাকুরের হাতে এসে বসল। তারপর দিব্য ঘোটক জলপান করবার জন্যে অতি সুন্দর সূক্ষ্ম সূতায় নেমে এল, জলপান করবার সময় মুখের ফেণা ফেলে গেল ; জলেতে সেই ফেণা ভাসতে লাগল ; সেই হতে জলেতে ফেণার সৃষ্টি।

তারপর ঠাকুর পাখী দুটিকে বললেন, "এবার তোমরা ফেণার উপরে গিয়ে বস ;" তারাও ফেণার উপরে গিয়ে বসল এবং 'গোটা' সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে লাগলো ; ফেণা একখানা জাহাজের মত ওদের নিয়ে এদিক সেদিক ঘুরতে আরম্ভ করল। আরপর তারা ঠাকুরকে বলল, "আমরা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। খেতে ত পাচ্ছিনা।"

তারপর ঠাকুর কুমীরকে তলপ দিলেন ; কুমীর হাজির হয়ে ঠাকুরকে বলল, "আমাকে কেন ডেকেছেন ঠাকুর ?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মাটি তুলতে পার ?" কুমীর বলল, "আপনি হুকুম করলে পারি ;" এই বলে জলে নেমে মাটি তুলতে লাগল, কিন্তু সব মাটি গ'লে গেল।

তারপর ঠাকুর 'ইচা' মাছকে ডাকালেন; 'ইচা' মাছ হাজির হয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর, আমাকে কেন ডেকেছেন ?" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "মাটি তুলতে পারবে ?" ইচামাছ উত্তর করলে "আপনি বললে তুলতে পারি;" এই বলে জলে নেমে গিয়ে মাটি তুলতে লাগল, কিন্তু সব মাটি গ'লে গেল।

তারপর ঠাকুর রাঘব-বোয়ালকে তলব দিলেন ; সে এসে হাজির হয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুর, আমাকে কেন ডেকেছেন ?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মাটি তুলতে পার ?" রাঘব-বোয়াল জবাব দিল, "আপনি বললে তুলতে পারি ।" জলে নেমে মাটি কামড়িয়ে কতক

মুখে ও কতক পিঠে আনছিল, কিন্তু সব মাটি গ'লে গেল। (সেই সময় হইতে বোয়াল মাছের পিঠে আঁস নাই।)

তারপর ঠাকুর পাথর-কাঁকড়াকে তলব দিলেন; সে এসে হাজির হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুর আমাকে কেন ডেকেছেন?" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "মাটি তুলতে পারবে?" কাঁকড়া উত্তর করল, "আপনি বললে তুলতে পারি; এই বলে জলে নেমে মাটি কামড়ে আনছিল, কিন্তু সমস্ত মাটি গ'লে গেল।

তারপর ঠাকুর কেঁচোকে ডাকল; কেঁচো হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুর, আমাকে কেন ডেকেছেন?" ঠাকুর বললেন "মাটি তুলতে পারবে?" কেঁচো বললে "আপনি বললে তুলতে পারি, কিন্তু কচ্ছপের জলের উপর দাঁড়িয়ে থাকা চাই।"

তারপর ঠাকুর কচ্ছপকে ডাকালেন, কচ্ছপ এসে হাজির হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুর আমাকে কেন ডেকেছেন?" ঠাকুর বললেন, "দেখ, কেউই মাটি তুলতে পারেনি; কেঁচো মাটি তুলতে স্বীকার হয়েছে যদি তুমি জলের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পার।" কচ্ছপ বললে, "আপনি হুকুম দিলে থাকতে পারি।" কচ্ছপ জলের উপর স্থির হয়ে দাঁড়াল; ঠাকুর তার চারি পায়ে চারি কোণে শিকল দিয়ে বাঁধলেন, এবং কচ্ছপ একেবারে স্থির হ'য়ে জলের উপর দাঁড়াল। আর কেঁচো মাটি তুলতে নেমে গিয়ে মাটির লাগাল পেল। সে কচ্ছপের উপর লেজ রেখে দিল এবং মুখ দিয়ে নীচে মাটি খেতে লাগল আর উপরে কচ্ছপের পিঠে মাটি বে'র করে দিতে লাগল, মাটিগুলি সরের মত বসে গেল; এই রকম ভাবে তুলতে তুলতে গোটা পৃথিবী ভরে গেল, তারপর সে থামল।

তারপর ঠাকুর মই দিয়ে মাটি সমান করে দিলেন; সমান করতে করতে যে ভাগ উঁচু রহল, তাই পর্ব্বত হ'ল। মাটি উঠান ও সমান হ'লে

পর জলের উপরে ভাসমান ফেণা উহাতে "লটকে" গেল; আর এই ফেণাতে ঠাকুর বেনার বীজ বু'নে বেনাগাছই প্রথম সৃষ্টি করলেন। বেনা গাছের পর তিনি দুর্ব্বাঘাস জন্মা'লেন, দুর্ব্বাঘাসের পর কড়মগাছ, তারপর শালগাছ, আসনগাছ, বক্র মউলগাছ, আর যতরকম গাছ সব সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী শক্ত হয়ে উঠল; যেখানে যেখানে জল ছিল সেখানে চাপা দিলেন, আর যেখানে জল ভেদ করে উঠছিল, সেখানে পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করলেন।

তারপর বেনাঝোপে পাখী দুটি বাসা নিয়ে দুটি ডিম প্রসব করল; মাদীটি ডিমে তা দিতে লাগল; আর নরটি খাবার খুঁজে আনে। এই ভাবে দুটি ডিম হ'তে দুটি বাচ্চা হ'ল; ওমা! দুটি মানুষ জন্মাল, একটি ছেলে একটি মেয়ে! তখন পাখী দুটি গান ধরল;—

হায়, হায়, জালাপুরীতে, (সমুদ্রে)
হায়, হায়, এই মানুষ দুটি
হায়, হায়, জন্মেছে!
হায়, হায়, এই দুটিকে,
হায়, হায়, কোথায় রাখব।
হায়, হায়, দাও ব'লে দাও,
হায়, হায়, ঠাকুর বলে দাও,
হায়, হায়, এই যে জন্মেছে,
হায়, হায়, এ দুটি মানুষ,
হায়, হায়, কোথায় রাখব।

তারপর তারা ঠাকুরকে মিনতি করে বললে, "কি করে আমরা এই মানব শিশু দুটিকে প্রতিপালন করব?" ঠাকুর তাদের তুলো দিয়ে বললেন, "তোমরা যে যে জিনিষ খাও, তাহার রস নিংড়ে তুলাতে

ভিজিয়ে এদের মুখে চুষতে দিও।" এই প্রকারে চুষে খেতে খেতে শিশুদুটি বড় হয়ে হাঁটতে শিখল। তাদের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাখী-দুটিরও ভাবনা বাড়তে লাগল—"বড় হ'লে এদের কোথায় রাখব ?"

তারপর তারা আবার ঠাকুরের কাছে কাকুতি মিনতি করায় ঠাকুর বললেন, "এদের বাসস্থান ঠিক করতে উড়ে চলে যাও।" তারা যেদিকে সূর্য্য অস্ত যায় সেদিকে উড়ে চলে গেল এবং "হিহিড়ি পিপড়ি" নামক একটি স্থান পেল। ফিরে এসে তারা ঠাকুরকে খবর দিল ; ঠাকুরও বললেন, "সেদিকেই নিয়ে যাও।" তারপর তারা পিঠে করে ব'য়ে এদের সেখানে নিয়ে রেখে দিলে। "হাঁস-হাঁসিল" কোথায় গেল প্রাচীন সাঁওতালেরা এ বিষয়ে কিছু বলে যায় নাই। সেজন্য আমরাও জানি না।

এই দুটি আদি মানুষের নাম "হারাম" বুড়ো আর "আয়ও" বুড়ী ; ইহাদিগকে কেহ কেহ "পিলচু-হারাম" আর "পিলচু বুড়ী"ও বলে থাকে। হিহিড়ি পিপড়িতে এরা "সুমতুবুক" ঘাসের দানা ও সামঘাসের শিষ খেয়ে খেয়ে বাড়তে লাগল। তাদের কোন আচ্ছাদন না থাকায় উলঙ্গ হয়ে থাকৃত ; তবুও তাদের কোন লজ্জা ছিল না, আর তারা বেশ শান্তিতে ছিল।

একদিন লিটা (সয়তান) এসে এদের বল্‌লে, "ওহে নাতি, কোথায় গেলে, কেমন আছ ? আমি তোমাদের ঠাকুর দাদা, তোমাদের দেখতে এসেছি। দেখছি, তোমরা ভালই আছ, কিন্তু তোমরা একটি বড় আমোদ ভোগ করতে পারছ না ; তোমরা 'হাঁড়ি' (মদ) তৈয়ার করে খাও, সে ভারি মিষ্টি।" এই বলে তাদের বাখর তৈরি করতে শিখিয়ে দিল। তারপর তিন জনেই বনে চলে গেল। লিটা তাদের মূল দেখিয়ে দিল, আর

মানুষের প্রথম পাপে পতন বিষয়

তারা মূল খুঁড়ে নিয়ে এল। মূল আনার পর লিটা পিলচু-বুড়ীকে বল্ল, "তুমি আমাদের জন্য চাল ভিজিও।" সে চাল ভিজাল; চাল ভিজায়ে গুঁড়ি কুটল; তারপর মূলগুলিকে পিষে রস নিংড়ে গুঁড়ির সঙ্গে মিশাল; মিশিয়ে গুলি করল; গুলি ক'রে খড় দিয়ে ঝুড়িতে ভরে রেখে দিল। ভোর হলে পর যে সময়ে তারা গুলি করেছিল ঠিক সেই সময়ে তারা গুলিগুলো খুলল; খড়গুলি ফেলে দিল; আর কুলোতে মেলে শুকা'তে দিল; মেলাতে শুকিয়ে গেল; তারপর ঘরের ভিতর রেখে দিল। তারপর ঘাসের দানা ও শীষ একত্র করে কুটল ও চাল সিদ্ধ করে ভাত রান্না করল; ভাত ঠাণ্ডা করল; ঠাণ্ডা করে সেই বাখরের সঙ্গে মিশিয়ে দিল; তারপর সেগুলো জমা করে পাতা দিয়ে বেঁধে রাখল। পাঁচদিন পরে সেগুলো সিদ্ধ হল। সন্ধ্যার সময় জল ঢেলে দিল। তারপর লিটা বললো "এবার তোমরা তোমাদের প্রধান ঠাকুরের নামে কিছু উৎসর্গ করে পান করে ফেল; আমি আবার কাল আসব।"

পরে তারা দুজনে তিনটি পাতার বাটি বানাল; তিনটি বাটিতে মদ পূর্ণ করে এক বাটি তাদের দেবতার নামে উৎসর্গ করল, আর দু'বাটি তারা নিজেরা পান করে ফেলল। পান কর্‌তে কর্‌তে দুইজনে আমোদ-আহ্লাদ কর্‌তে লাগল; এই রকম ঠাট্টা তামাসা ও আমোদ প্রমোদ করতে করতে হাঁড়ি (মদ) পান করে সব শেষ করল, ও খুব মাতাল হ'য়ে পড়ল। রাত্রি হ'ল আর দু'জনে এক সঙ্গে ঘুমাল। রাত্রি প্রভাত হলে পর লিটা এসে এদের ডেকে বলল, "ওহে নাতিরা, জেগেছ কি? এখন বেরিয়ে এস।" তারা জেগে নিজেদের উলঙ্গ দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে উত্তর করল, "ওগো, ঠাকুর দা, কি ক'রে আমরা বে'র হ'তে পারি? আমাদের বড় লজ্জা বোধ হচ্ছে; এখনও আমরা উলঙ্গ; কালরাত্রে হাঁড়ি খেয়ে মাতাল হ'য়ে কি কুকাজই করেছি!"

[বাইবেলের লিখিত আদম ও ইভের গল্প মনে করুন; এই ভাবে মানুষ প্রথম পাপ করতে সুরু করে।]

তারপর লিটা তাদের বলল "কিছু ভেবো না" এবং মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে চলে গেল। পিলচু-হারাম ও পিলচু-বুড়ী বটগাছের পাতা দিয়ে নিজেদের শরীর ঢেকে লজ্জা নিবারণ করল। এদের আবার ছেলেপিলে হ'ল—সাতটি ছেলে সাতটি মেয়ে। বড় ছেলের নাম হ'ল "সান্দ্রা" ; তার ছোটটির নাম হ'ল "সান্ধম" ; তার ছোটটির নাম "চারে" ; তারপরটির নাম "মানে" ; আর সকলের ছোটটির নাম হ'ল 'আচারে ডেলহু" ; বড় মেয়ের নাম হ'ল "ছিতা", তারপরটির "কাপু" ; তারপর "হিসি" আর একটির নাম "ডিমনি"। অবশিষ্ট কয়জনের নাম আমরা ভুলে গেছি।

ক্রমে তারা একত্রে বাস করে যোগ্য হল। হারামবুড়ো ছেলেদের নিয়ে একদিকে শিকার করতে চলে যায়। আর বুড়ী মেয়েদের নিয়ে শাকপাতা তুলতে অন্য দিকে যায়; সন্ধ্যার পর সকলে ঘরে ফিরে একত্রিত হয়। একদিন ছেলেরা একা "খানদেরার" বনেতে শিকার করতে যায়, আর মেয়েরা একেলা "সুড়ুকু" বনে শাক পাতা তুল্‌তে যায়; তুলতে তুলতে মেয়েরা ক্লান্ত হ'য়ে চাপাকিয়া বটগাছের নীচে বেরিয়ে পড়ল এবং গাছের "ব"তে ঝুলে ঝুলে খেলতে লাগল, আর তাহারা নাচ্‌তে আরম্ভ করল। তারপর গান ধরল :—

পিপ্‌ড়ে পিপ্‌ড়ে যেমন পাল্‌কে পাল হয়, মাগো,
চাপাকিয়া-বটের নীচে ডালেতে পাল্‌কে পাল, আমরা গো।

যুবকেরা শিকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একটা "বরবিন্দি হরিণ" সঙ্গে নিয়ে আসছিল; যুবতীদের গান শুনে বললে "ওরে, শুনরে শুন, কারা গান গাইছে!" আর হরিণটিকে ছেড়ে দিল, তারা মেয়েদের নিকট এসে তাদের সঙ্গে খেলতে লাগল। খেলতে খেলতে খুব আমোদ সুরু করল; বড়ছেলে বড়মেয়েকে আর ছোট ছেলে ছোট মেয়েকে বেছে নিল। আর সকলেও সেরূপ বেছে নিল। তারপর

বড়ছেলে ও বড়মেয়ে হরিণ দেখতে চলে গেল; তখন বাকী কয়জনে গান ধরল ঃ—

বটগাছের নীচেতে হরিণ শিশু,
মাগো, দেখ, 'বয়বিন্দ' হরিণ শিশু।

তারপর নিজেরা নিজেরা জোড়া হ'য়ে গেল। এইসব দেখে বুড়োবুড়ী বললে, "এরা নিজে নিজে আসক্ত হয়ে পড়েছে, এদের এখন বিয়ে দেওয়া যাক।" একখানা ঘর তৈরি করে তারমধ্যে সাতটি কামরা করলে; কামরাতে হাঁড়ি (মদ) রেখে দিল; ছেলেমেয়েরা সকলেই হাঁড়ি পান করল; পান করার পর হারাম-বুড়ী সাতকামরার এক এক কামরায় তাদের এক এক জোড়া রেখে দিল—বড়ছেলে বড়মেয়ের সঙ্গে, ছোট ছেলে ছোটমেয়ের সঙ্গে, এই রকম সকলকে; এইভাবে তাদের বিবাহ হ'য়ে গেল।

তারপর এদের ছেলেপিলে হ'ল। এই রকমে বংশবৃদ্ধি হ'তে লাগল। তাতে হারামবুড়া বলল, "যখন কেউ ছিলনা, তখন আমরা দুটি কেবল জুড়ী হয়েছিলাম; তারপর সাত ছেলে সাত মেয়ের জন্ম দিয়ে বংশবৃদ্ধি করলাম; এদের ভাইবোনে বিয়ে দিয়েছি; এবার এদের সম্প্রদায় করে ভাগ করে দিব যেন ভাইবোনে আর বিবাহ না হয়।" তারপর তাদের জাতিভাগ করে দিল; বড় ছেলের বংশের নাম হল "হাসডা"; তারপরটির বংশের নাম হ'ল "মুরমু",; তারপর "কিস্কু," তারপর "হেম ব্রম" তারপর "মারণ ডি," তারপর "সরেন" তারপর "টুডু।" তারা দুজনে এদের বললে "তোমরা দেখবে বিবাহের সময় যেন এক বংশে বিবাহ না হয়; এক বংশের মেয়ে হ'লে ছেলে অন্যবংশের হবে। এইভাবে তারা রইল; এই ভাবে থাকৃতে থাকৃতে তাদের বংশ বেড়ে গেল।

পরে তারা খোজকামান দেশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে মানুষ মহিষ মহিষীর ন্যায় অত্যন্ত বদ্ হয়ে উঠল এবং কেউ কেউকে চিনতে চাইল না। এই সব দেখে ঠাকুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ঠিক করলেন যে, যদি মানুষ তাঁর কাছে না ফিরে আসে, তবে তাদের বিপদ নিশ্চিত।

খোজকামান দেশ; মানুষের পতন ও বিনাশ।

তারপর ঠাকুর এদের খোঁজ নিয়ে বললেন, "এস মানব, এখনও আমার নিকট ফিরে এস;" কিন্তু মানব তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। তখন ঠাকুর পিলচু-হারাম ও পিলচু-বুড়ীকে (কেহ কেহ বলেন ইহারা "হিহিড়ি পিপড়িতে মারা গেছিল") অথবা এক জোড়া পুণ্যাত্মা বুড়োবুড়ীকে ডেকে এনে বললেন, "মানব আমার কথা শুনলে না। সেজন্য আমি তাদের মেরে নিঃশেষ করব। তোমরা দুজনে হারাতা পর্ব্বতের গুহায় গিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে বাঁচবে।"

এই দুইজন ঠাকুরের কথা শুনল ও পর্ব্বতের গুহায় প্রবেশ করল। তাদের প্রবেশ করবার পর ঠাকুর সাতদিন সাতরাত্রি আকাশ হ'তে অগ্নিবৃষ্টি (কোন কোন গুরু বলেন স্বর্গের জল) বর্ষণ করে জগতের সমস্ত মানুষ ও জীবজন্তুকে বিনষ্ট করলেন্; কেবল যে দুজন হারাতা পর্ব্বতের গুহায় প্রবেশ করেছিল; তারাই কেবল অবশিষ্ট বেঁচে রইল। এবিষয়ে এরূপ গান আছে :—

হারাতা পর্ব্বত।

সাত দিন সাতরাত্রি হ'ল অগ্নিবৃষ্টি,
সাত দিন সাতরাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি;
কোথায় ছিলে তখন তুমি হে মানুষ,
কোথায় নিয়েছিলে আশ্রয় হে মানুষ (দুটি)।

আছে আছে হারাতা পাহাড়,
আছে আছে পর্ব্বত কন্দর ;
তথায় ছিনু মোরা দু'জনা,
তথা নিলুম আশ্রয় দু'জনা।

তারপর বৃষ্টি থেমে গেল ; বৃষ্টি থাম্‌লে লোকদুটি পর্ব্বতের গুহা হতে বের হয়ে দেখল যে একটা মহিষী মৃত পড়ে আছে ; আরও দেখলে যে সেরকম একটি গাভীও কারকে গাছের গুড়ির নীচে পড়ে আছে, গাভীটির একপাশ পুড়ে গিয়ে চাম উঠে গিয়েছিল, আর এক পাশ ভাল ছিল। গান আছে :—

জ্বলন্ত আগুনে গাভীপাশ গিয়াছে পুড়ে।
ভস্মের মাঝেতে মহিষী মৃত রয়েছে পড়ে।

আরও নানাপ্রকার জন্তু দেখিতে পাইল। গুহা হতে বের হবার পর ঠাকুর তাদের কাপড় দিলেন। হারাতা পাহাড়ের নিকট তারা ঘর তৈরি করল। সেখানে তাদের অনেক সন্তান-সন্ততি হ'ল ও বংশ অনেক বেড়ে গেল।

হারাতা পাহাড় হইতে তারা সাসাংবেদ নামক এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে চলে গেল ; তথায় তারা অনেক দিন বাস করল, এবং সেখানে তাদের জাতিভাগ হল। আদি 'পারিসে'র মত এই দুজন হারামবুড়োবুড়ী তাদের জাতি ভাগ করে দিল ; যথা, হাসডা, মুরমু, কিস্‌কু, হেমব্রম, মারণ দি, সরেণ, আর টুডু। এই সাত সম্প্রদায় ছাড়া আরও পাঁচটি সম্প্রদায় হ'ল ; যথা, বাস্‌কে, বেস্‌রা, পাঁউরিয়া, চোড়ে, আর এক বংশ লোপ পেয়েছে ; তাদের নাম ছিল "বেড়েয়া"। গান আছে :—

হিহিড়ি পিপড়িতে জন্মেছিলুম মোরা,
খোজকামানে মোদের খোঁজ নিছিলেন খোদা, (ঠাকুর)

হারাতা পাহাড়ে বেড়েছিলুম মোরা,
সাসাংবেদে হয়েছিল মোদের জাতভাগ।

সাসাংবেদে জাতিভাগ হয়ে আদি পুরুষেরা জারপি নামক দেশে এল। সেখানে থাকতে থাকতে, কে জানে কেন, তারা সেখানে না টিকতে পেরে সেখান থেকে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে একটা উঁচু পাহাড়ের নিকট এসে পৌঁছল। পথ হাটতে হাটতে ও পার হবার পথ খুঁজতে খুঁজতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; পথ না পেয়ে তারা বলল, "এই পর্ব্বতের দেবতা নিশ্চয়ই আমদের পথ বন্ধ করেছেন। এস আমরা ইঁহাকে কিছু মানত করি, যেন ইনি আমাদের রাস্তা ছেড়ে দেন।" তারা স্বীকার হয়ে এরকম মানত করল, "হে পর্ব্বতদেব! আমাদের রাস্তা ছেড়ে দেও, আমাদের দেশ খুঁজে পেলে তোমাকে পূজা দিব।" দেখ! কিছুক্ষণ পরে সকালবেলা তারা পার হবার রাস্তা পেল এবং দেখতে পেল যে ভোর হওয়া মাত্র সূর্য্যদেব উঠে পড়েছেন; নতুবা পথ খুঁজতে খুঁজতে সূর্য্যদেবও অনেক বিলম্বে উঠছিলেন। এই বহির্দ্বারকে সাঁওতালেরা "সিংদুয়ার" বলে থাকে। এবিষয়ে গান আছে:—

জারপি দেশ।

জারপি দেশ থেকে
সিংদুয়ার, বাই দুয়ার দিয়ে
দেশের লোক বের হয়ে এসেছে।

তাদের পার হতে কতদিন যে গেছিল তা বলা যায় না। বাইদুয়ার দিয়ে বের হয়ে তারা 'আয়রে' দেশ পেল; সেখানে থাকতে থাকতে "কায়েন্দে" দেশে উঠে আসতে লাগল। "কায়েন্দে" দেশ হইতে কে জানে কেন তারা 'চায়' দেশে এল; সেখানে তারা অনেকদিন রইল, এবং

আয়রে. কায়েন্দে, চায়চম্পা।

তাদের সংখ্যাও বেড়ে গেল। সেখানে টিকতে না পেরে সেখান থেকে সাতনদীর দেশ চম্পাদেশে পালিয়ে গেল; তাহার দুটি দুয়ার ছিল,—একটির নাম "চায়দুয়ার", অপরটির নাম "চম্পাদুয়ার"।

চম্পাদেশে বসতি

চম্পাদেশে তারা অনেক গড় নির্ম্মাণ করলে, যেন কোনও প্রকারে কোন শত্রু তাদের পরাজয় না করতে পারে; একটির নাম হ'ল "খায়রি" গড়—একটি হেমব্রম বংশের গড়; একটির নাম "কোয়েন্দা" গড়—এটি কিস্‌কুবংশের; একটির নাম "চম্পা" গড়—এটি মুরমুবংশের; একটির নাম "বাদোসি" গড়—এটি মারণদি বংশের; আর একটির নাম "সিম" গড়—এটি টুডুবংশের গড়। আরও ছিল, তাদের নাম ভুলে গেছি।

চাম্পাদেশে তারা অনেক কাল ছিল। আর সেখানে তারাই প্রধান ছিল। সে সময়ে তারা কারও পায়ের তলায় ছিলনা। কিস্‌কুবংশ রাজবংশ ছিল। মুরমুবংশ প্রথম হইতেই পুরোহিত ছিল, সেজন্য তাদের মুরমুঠাকুর বলা হয়। সরেণ বংশ ক্ষত্রিয়; লড়াইর জন্য তারা সিপাহি ছিল। হেমব্রমবংশ কুমার, মারণদিবংশ ধনী মহাজন; আর টুডুবংশ ঢাকঢোল বাজাত ও মিস্ত্রীর মত লোহার যতরকম কাজ করত। বাস্‌কে বংশ বণিক, ক্রয়বিক্রয় করত, আর অবশিষ্ট লোক কি করত তা ঠিক জানা যায় নাই।

গ্রামের জাহের বী দে

চম্পাদেশে বাস করবার সময় তারা প্রধান পর্ব্বতকে (মারাংবুরু) "মোঁরে"কে, "তুরুই"কে, আর জাহেরদেবীকে গ্রামের প্রান্তভাগে রাস্তার মোড়ে স্থাপিত করে পূজা করতে থাকে। সূর্য্যদেবকেও পাঁচবৎসর পর পর সূর্য্যোদয়ের সময় পূজা দিতে লাগল।

প্রাচীন সাঁওতালেরা বলে যে এরূপ প্রবাদ আছে যে, পুরাকালে

রামরাজার সময় যত সাঁওতাল রাবণরাজাকে পরাজিত করতে রাম রাজার সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে তাঁর সাহায্য করেছিল। এজন্য সে সময় হইতে অনেক দিন পর্য্যন্ত হিন্দুদের সহিত ইহাদের কোন যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না। হিন্দুরা ময়দানে সমতলভূমিতে থাকত, আর সাঁওতালেরা বনে ও পাহাড়ে থাকত।

রামরাজা

কিন্তু হিন্দুদের সহিত এদের অনেক যুদ্ধ হয়। হিন্দুদের সহিত আজ পর্য্যন্ত এদের সদ্ভাব নাই। এরা জঙ্গল কেটে যে সব দেশ পরিষ্কার করত, হিন্দুরা সে সব দেশ কেড়ে নিত। তবুও যদি সাহেবেরা হিন্দুদের সাহায্য না করত তবে এরা তাদের গঙ্গাপারে তাড়িয়ে দিত; ইংরেজেরা হুলের সময় হিন্দুদের সাহায্য না করলে সাঁওতালেরা গঙ্গানদীকে সীমানা স্থির করে নিত। পুরাকালে গঙ্গানদীর এপার ওপার উহাদের দখলে ছিল। গান আছে :—

গঙ্গানদী পরিপূর্ণ,
সরানদী ভরপূর ;
ওহে মিরু, ফিরে যাও।
কি দেখে ফিরে যাব,
বন্ধুই আমার প্রাণ,
বন্ধুই আমার বল।
ভগিনি, আমার গোঁসাই হে,
গঙ্গানদী ভরপুর,
ভগিনি, আমার গোঁসাই হে,
সরানদী ভরপূর।
ভগিনি, আমার গোঁসাই হে,
সূতার জাল বুনবো মোরা,

ভগিনি, আমার গোঁসাই হে,
রাণকি (বড়) জাল বুনবো মোরা।
ভগিনি, আমার গোঁসাই হে,
(বড়) "গলদা" চিংড়ি পড়বে জালে,
ভগিনি, আমার গোঁসাই হে,
তরুণ মাগুড় পড়বে জালে।

চম্পাদেশে হিন্দুরা এদের পরাজিত করে চম্পাগড় দখল করেছিল, কিন্তু উহারা পুনরায় যুদ্ধ ক'রে জিতিয়া দুর্গ অধিকার করে। সে সময়ে দুজন হিন্দুভ্রাতা তাদের ভগ্নীর সহিত এরূপ আলাপ করেছিল ;

দাদারে ইনদানসিং মানদান সিং
দাদারে ছুটালং চম্পাকা গড়।
বহিন গো, না কান্দ না খিজ,
বহিন গো হাতেকা শাঁখা বিচং,
বহিন গো কাণেকা সোণা বিচং,
বহিন গো, তব হোনা লিব চম্পাকা গড়।

সাঁওতালেরা নিজেরা নিজেরাও কাটাকাটি করে মরছিল। গান আছে,

উঠ, উঠ, উঠ, বন্ধু হে,
হুসিয়ার, হুসিয়ার বন্ধু হে ;
কোয়েন্দাবাসী কাটাকাটি ক'রে মরছে।
উঠ, উঠ, উঠ, বন্ধু হে,
হুসিয়ার হুসিয়ার, বন্ধু হে,
বাদালবাসী কাটাকাটি ক'রে মরছে

কিসের লাগি কাটাকাটি করে মরছ, বন্ধু হে,
কিসের লাগি মারামারি করছ, বন্ধু হে,
কিসের লাগি বিবাদ ক'রে মরছ, বন্ধু হে,
সীমার লাগি কাটাকাটি করছি, বন্ধু হে,
সীমার লাগি মারামারি করছি, বন্ধু হে,
সীমার লাগি বিবাদ করছি, বন্ধু হে!

"খারয়ার" জাত

চম্পাদেশে সাঁওতাল, মুণ্ডা, বনমানুষ, কুড়মী প্রভৃতি জাতি 'খারয়ার' নামে অভিহিত হইত। বনমানুষদিগকে জানি না কেন—হয়ত বানর খাওয়ার জন্য—জাতিচ্যুত করা হয়। মুণ্ডারাও সেখানে পৃথক হয়ে পড়ে, আর "কুড়মী"রা হিন্দুদের সহিত মিশতে আরম্ভ করে। কতক 'খারয়ার হিন্দু' সিংহবংশীদের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করে তাদের বশীভূত হ'য়ে—"সিংহ" উপাধি ধারণ করে। এখন পর্য্যন্তও প্রাচীনদেশে সিংহবংশীয়েরাই রাজা আছে। বনমানুষের মধ্যেও কেহ কেহ "সিংহ" হয়েছে। এদের মধ্যেও কেহ কেহ পুরাণ দেশে রাজা আছে। পুরাকালে এরূপ প্রবাদ আছে যে একজন সিংহবংশীয়-যুবকের সহিত কিস্‌কুবংশীয়া একটি মেয়ের অবৈধ

মান্দসিং

প্রণয় হয়। মেয়েটি একটি জারজ সন্তান প্রসব করে বনে ফেলে আসে। ধনী মারণদিবংশীয়েরা এই শিশুটিকে কুড়িয়ে নিয়ে আসে। এদের আশ্রয়ে ছেলেটি পূর্ণযৌবন লাভ ক'রে "মান্দসিং" নাম ধারণ করে। এই যুবক বড় হ'য়ে ঝড়ের মত একজন অতি পরাক্রান্ত পুরুষ হয়েছিলেন, বুদ্ধিতে কিংবা যুদ্ধ-বিদ্যায় কেহই ইঁহার সমকক্ষ ছিল না। ইনি কিস্‌কুবংশের দেওয়ান নিযুক্ত হন। একদিন তিনি রাজাকে বললেন, "আমাকে বিয়ের জন্যে একটি মেয়ে খুজে দিন।" রাজা পাঁচজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন,

কিন্তু জারজ বলে কেহই ইহাকে মেয়ে দিতে রাজী হল না। ইহা শুনে মান্দসিং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন, "তোমরা যদি মেয়ে না দেও, তবে জোরপূর্ব্বক আমি সমস্ত যুবতীদের কপালে সিঁদুর দিয়ে তাদের ইজ্জত নষ্ট করব।" দেশের লোক এই কথা শুনে অত্যন্ত ভীত হয়ে বলল, "এস, আমরা পালিয়ে যাই।" দেশের অধিকাংশ লোক পালিয়ে যায়, কেবল কয়েকজনমাত্র কর্ত্তৃত্বের লোভে রয়ে গেল।

মুসলমান ও সাঁওতাল

কেহ কেহ বলেন, এরূপ প্রবাদ আছে যে, এই মান্দসিং অথবা অন্য কোন সিং মুসলমানদের বন্ধু ছিল। সাঁওতালদের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত মুসলমানদের এরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হয় যে, কথায় বলে, অনর্গল তীরবর্ষণে সূর্য্যদেব ঢাকা পড়েছিলেন। তার'পর সূর্য্যদেবের প্রকাশে আলো হওয়ায় মুসলমানেরা ক্রোধান্বিত হ'য়ে বলেছিল, "দেখ, আমাদের চেয়ে কে এক বড় বীর আসছে, এস আমরা একে কেটে ফেলি।" তারা উহাকে ধরবার জন্য একে অন্যের কাঁধে উঠতে লাগল; কিন্তু সূর্য্যদেব এদের পদদলিত করায় এরা দুম-দাম করে পড়ে যায়। সে সময় থেকে মুসলমানদের মাথায় চুল নাই; কেবল দাঁড়ীতে চুল থাকে। সকল জাতি অপেক্ষা মুসলমানদের উপরে সাঁওতালদের বেশী রাগ ও ঘৃণা।

তোড়ে, পাথরি, বাহা, বান্দেলা।

চম্পাদেশ হইতে সাঁওতালেরা তোড়ে-পাথরি-বাহা বান্দেলা দেশে পালিয়ে যায়। সেখানে তারা অনেকদিন থাকে। তখন কি কারণে জানি না, হিন্দুরা ও অনেকে সমতল ভূমিতে এসে প্রবেশ করে। তারপর দেশের লোক একত্র হয়ে শালগাছে, আসনগাছে, মহুলগাছের নীচে পদ্মপাতায় আসন

করে এবং "কেরে" ঝরণার জল পান করতে করতে বার বৎসর কি বারদিন বিচার ক'রে ঠিক করলে যে "আজ থেকে নার্তার (অশৌচ-সংস্কার) দিন, নামাকরণের দিন, বিবাহের দিন, মৃত্যুর দিন, আমরা আমাদের সব মালী-মোকদ্দমা বিচার মীমাংসা করব।" এইখানে প্রাচীন সাঁওতালেরা তাদের পুরাতন রীতিনীতি পরিবর্ত্তন ক'রে ফেলে। পুরাকালে সাঁওতালেরা শবকে কখনও দাহ করত না, অথবা গঙ্গায় নিয়ে যেত না; ইহাকে পুঁতিয়া কবর দিত। বিবাহের সময় মেয়েদের সিঁদুর দেওয়ার প্রথা ছিল না। এসকল আচার রীতিনীতি ইহারা হিন্দুদের নিকট শিখেছে। সেখান থেকে তারা উঠে "তোড়ে-পাথরি-বাহা-বান্দেসর" ভিতর দিয়ে পিড়ির উপরে অথবা পদ্মপাতায় বসে ভাসতে ভাসতে পুরুষেরা "ইচা" গাছের মূলে, আর মেয়েরা মহুল গাছের মূলে এসে হাজির হয়। তারা দেখে যে তাদের পায়ের আলতাও মুছে নাই, অথবা পদ্মপাতাও ভিজে নাই; সেজন্য তারা বলতে লাগল যে, "আমরা ভাল বিচারই করেছি; আমাদের আচার বিচার যুগোপযোগী হয়েছে; এখন থেকে ইহাই প্রচলিত হউক।"

বিচার মীমাংসা।

তার পর কে জানে কেন, সেখান হইতে তারা পালিয়ে যায়,—কেহ কেহ বলে মুসলমানদের ভয়ে। যেতে যেতে তারা "বারি বাড়োবা" বন দেখতে পায়; কিন্তু কেহ অগ্রসর হইতে সম্মত হয় না; তখন তারা বলল, "আমাদের কেহ অগ্রগামী হবে না, এখন আমরা সারি সারি হয়ে চলে গিয়ে বন পার হই।" বন থেকে বের হয়ে তারা জোনাজশপুর মাঠে একত্রিত হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করল, "আমরা সকলে বের হয়ে এসেছি কিনা?" এখানে কিছুদিন থেকে কোনও কারণে সেখান থেকে ও পালিয়ে যায়

জোনাজশপুর মাঠ

এবং খাসপাল বেলাংজাতে এসে হাজির হয়। এখানে থাকতে থাকতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যার যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চলে যায়; কতক 'শির' দেশে গেল; কতক 'শিখাও' দেশে এবং কতক 'নাগপুর' দেশে চলে গেল। এই সময়ে এরা হিন্দুদের অনেক নীচে পড়ে যায়। যে সকল খারোয়ার কিংবা বনমানুষ হিন্দুদের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়—কেবল তাদেরই এখন রাজ্য আছে। এদের 'খারোয়ার' নাম কেন লুপ্ত হয় কেহ জানে না। অনেকে বলে, এরা শিখারের পরপারে সাত দেশেতে অনেক দিন অতিবাহিত করায় এদের নাম সাঁওতাল হয়েছে।

খাসপাল বেলাংজা, শির, শিখাও, নাগপুর

এরা শিখার রাজার সমস্ত বন জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে এবং তাহার অধীনে এদের অনেকে গ্রামের মণ্ডল নিযুক্ত হয়। কিন্তু সেখান থেকেও হিন্দুরা তাদের তাড়িয়ে দেয় ও তাদের ঘরবাড়ী কেড়ে নেয়। শিখার রাজার কাছে এরা ছাতাপরব শিখেছে (a Hindu festival observed on the last day of Bhadra)।

শিখার হইতে অনেক সাঁওতাল টুণ্ডিতে যায়—কোথায় থাকবে কোন ঠাঁই মিলল না। প্রাচীনেরা এদের নিষেধ করে বলেছিল, "অজয় নদী পার হয়ো না, যদি কেহ পার হও, তবে তার গর্ভের ছেলেটিকে পর্য্যন্ত চিমটি কেটে দাগ করে দিবে, কেননা সেটাও ভণ্ড মুসলমানদের রাজ্য।" কিন্তু এরা প্রাচীনদের কথা না শুনে পেটের জ্বালায় এসে পড়ে। তারপর ক্রমে ক্রমে সাঁওতাল পরগণায় এসেছে। এখানে রেশম পোকার মত এরা আস্তে আস্তে এসেছে, এখনও আছে; হয়ত আর কোন দিন এখান থেকেও চলে যাবে। কতক সাঁওতাল রাজমহল পার হ'য়ে গঙ্গার ওপাশে চলে গেছে; জানি না কেন ভগবান এদের এমন শাস্তি করেছেন।

টুণ্ডি-সাঁওতাল পরগণা

ছাতিয়ার (জন্মসংস্কার)

সন্তান পিতার উপাধিতে পরিচিত হয়, মাতার উপাধিতে নয়। যে গ্রামে সন্তানের জন্ম হয় সে গ্রামে অশৌচ হয়; সেজন্য অশৌচ না যাওয়া পর্য্যন্ত কোন দেব-পূজা সম্পন্ন হইতে পারে না। যে পরিবারে সন্তানের জন্ম হয় সে পরিবারের অশৌচ হয়, সেজন্য অশৌচ না 'মেটা'' পর্য্যন্ত গ্রামের কেহই সে ঘরে পান-ভোজন করে না।

পুত্রসন্তান জন্মিলে পাঁচ দিনে ক্ষৌরকর্ম্ম হয়। আর কন্যাসন্তান হইলে তিন দিনে হয়। ক্ষৌরকর্ম্মের দিন সন্তানের পিতা গ্রামের দীনদুঃখী সকলকেই ক্ষৌরকার্য্যের জন্য ডেকে আনে; সকলে তাহার ঘরে একত্রিত হলে একজন নাপিত তাহাদের সকলকে কামাইতে আরম্ভ করে। নাপিত প্রথমে পুরোহিতকে কামায়, তারপর সহকারী পুরোহিতকে, তারপর মাঁঝিকে, পারাণিককে, জগ-মাঝিকে, জগ-পারাণিককে, পেয়াদাকে, তারপর গ্রামের অবশিষ্ট লোকজনকে, এবং সর্ব্বশেষে সন্তানের পিতাকে কামাইয়া থাকে।

সন্তানের ক্ষৌরি বিষয় ও জলের ঘাটে নেওয়া। বিষয়

পরে নাপিত সদ্যজাত শিশুর খোঁজ করে। ধাইবুড়ী ইহাকে কেলে করে দুটি পাত্র সহ দুয়ারে আসে—একটি পাত্র জল রাখিবার জন্য, আর একটি পাত্র চুল রাখিবার জন্য। তারপর নাপিত শিশুকে কামায়; কামানের পরে ধাইবুড়ী চুলগুলি পাত্রে রেখে দেয়; পরে যে তীরদ্বারা ছেলের নাভী কেটেছিল সেই তীরের সঙ্গে দুটি সুতা বেন্ধে দেয়; ছেলের বাপ একটা পাত্রে তিল নিয়ে গ্রামের সকল পুরুষদের ডেকে স্নানের ঘাটে নিয়ে যায়। সকলে সেখানে স্নান করে। এরা

মাঁঝি—Headman. পারাণিক—Asst. Headman. জগমাঁঝি—An official who looks after the works of Santal youths

স্নান করে এলে পর ধাইবুড়ী তেল, হলুদ, আর সূতাবদ্ধ তীরসহ গ্রামের মেয়েদিগকে স্নানের জন্য পুকুরের ঘাটে নিয়ে যায়। তাহারা সকলে ঘাটে উপস্থিত হলে ধাইবুড়ী একটি সূতা ছেলের চুলের সঙ্গে বেন্ধে ভাসিয়ে দেয় এবং পাঁচকোটা সিঁদুর দিয়ে জলের ঘাটে ফোঁটা দেয়। ইহাকে ঘাট-কেনা বলে। সকলের স্নান হলে অন্য সূতাগাছি ও তীরখানা ধু'য়ে ঘরে নিয়ে আসে। ফিরে এসে ধাইবুড়ী তীর ও সূতা হলুদে মাখিয়ে ছেলের "ঘুন্সী" (কোমরের ডোরা) বানিয়ে দেয়। তারপর ছেলের মা ছাঁচের নীচে ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে এবং আসন গাছের পাতা কোলে নেয়।

তারপর ঘরের চালে ধাইবুড়ী গোবর জল গুলে রেখে দেয়; সেই জল ছাঁচ থেকে ছেলের মার উপরে পড়ে; ছেলের মা বামহাতে সেইজল নিয়ে কতক মাথায় মুখে দেয় এবং খানিকটা গণ্ডূষ করে খায়। তারপর ছেলের মা ছেলেকে ঘরে এনে খাটিয়ায় শোয়াইয়া রাখে। তারপর ধাইবুড়ী চাউলের গুঁড়ি জলেতে গুলে তিনটা পাতার পাত্রে রাখে; একপাত্র গুঁড়িজল ছেলের খাটিয়ার চারি পায়াতে ছিটাইয়া দেয় এবং পাত্রটাকে ফেলে দেয়; আর একপাত্র গুঁড়িজল গ্রামের প্রধান পুরোহিতের, সহকারী পুরোহিতের, গ্রামের মাঁঝির, পারাণিকের, জগমাঁঝির, জগপারাণিকের, ও পেয়াদার ছাতিতে ছিটাইয়া দেয়; তারপরে গ্রামের অন্যান্য পুরুষদের ছাতিতে গুঁড়িজল ঢেলে দেয়। অবশিষ্ট গুঁড়িজল প্রথমে পুরোহিতের স্ত্রীর, তারপর সহকারী পুরোহিতের স্ত্রীর, তারপর মাঁঝির স্ত্রীর, পারাণিকের স্ত্রীর, জগমাঁঝির স্ত্রীর, জগপারাণিকের স্ত্রীর, পেয়াদার স্ত্রীর, ছাতিতে ঢেলে দেওয়া হয়। সর্ব্বশেষে গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের ছাতিতেও জল ছিটাইয়া দেওয়া হয়।

গোময়জল গুঁড়িজল

তারপর সেই পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ জিজ্ঞাসাবাদ করে,—"এ ছেলেকে

কার নাম দিব? যদি পুত্রসন্তান হয় তবে পিতার নাম দিব, আর কন্যা সন্তান হলে মাতার নাম দিব।" প্রথম ছেলে হইলে পিতামহের নামানুসারে তাহার নাম রাখা হয়, আর প্রথম মেয়ে হইলে পিতামহীর নামানুসারে তাহার নামাকরণ হয়। দ্বিতীয় ছেলে হইলে মাতামহের নামানুসারে নামাকরণ হয়, আর দ্বিতীয় মেয়ে হইলে মাতামহীর নামানুসারে নামাকরণ হয়। তার পরবর্ত্তী সন্তানদের কাকা, কাকী, কিংবা মামা, মামীর নামানুসারে নামাকরণ করা হয়। তারপর ধাইবুড়ী বাইরে এসে সকলকে নাম ব'লে দেয় এবং প্রণাম ক'রে বলে, "আজ থেকে ইহাকে—যদি পুত্রসন্তান হয় তবে শিকার কালে, আর যদি মেয়ে সন্তান হয়, তবে জল তুলিবার সময়, অমুক নামেতে ডাকিবে।"

ছেলের নামাকরণ

তারপর একটা পাত্রে নিমজল (rainwater soaked with fri-d nim-leaves) আনা হয়। প্রথমে পুরোহিতকে, তারপর সহকারী পুরোহিতকে, মাঁঝিকে, পারাণিককে, জগমাঁঝিকে, জগপারাণিককে, পেয়াদাকে এবং তারপর গ্রামের সকল পুরুষেদের দেওয়া হয়। তারপর পুরোহিতের স্ত্রী, মাঁঝির স্ত্রী প্রভৃতিকে ও গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের দেওয়া হয়। এই প্রকারে অশৌচের নিবৃত্তি হয় ও সন্তানকে সমাজে গ্রহণ করা হয়। পাঁচদিন পরে পুনরায় কেবল নাপিত ও ধাইবুড়ো কামিয়ে দেয়। এইখানেই শেষ হয়।

নিমজল

ধাইবুড়ীর প্রাপ্য দুইপ্রকার—ছেলে হইলে তিনহাত পরিমিত একখানা পরিধেয় বস্ত্র, একমুড়ি (প্রায় একমণ) ধান, আর নাড়ীকাটার জন্য একটা বালা (কিংবা শাখা) পায়; আর মেয়ে হইলে একখানা তিনহাত পরিমিত বস্ত্র, দুইমণ ধান, আর নাড়ীকাটার জন্য একগাছা বালা পেয়ে থাকে।

ধাইবুড়ীর প্রাপ্য

জারজ সন্তান

কোন কুমারী কন্যার সন্তান হলে তাহার পিতা ও ভ্রাতা গ্রামের মাঁঝির ও প্রামাণিকের নিকট গিয়ে সংবাদ দেয়। তাঁরা গ্রামের সকল লোককে খবর দিয়া বৈঠক করে; সকলে হাজির হলে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, "এ ছেলের পিতা কে?" মেয়েটি যে ছেলের নাম করে গ্রামের পাঁচজন তাকেই দোষী সাব্যস্ত করে; সে প্রতিবাদ করলেও কেহ গ্রাহ্য করে না। কিন্তু সে যদি প্রমাণ করতে পারে যে আরও লোক ইহাতে সংশ্লিষ্ট আছে, তবে সন্তানটী জারজ-জাত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু যদি সে কেবল একা দোষী সাব্যস্ত হয় তবে তাহাকে মেয়েটিকে গ্রহণ করতে হয়। একাধিক লোক প্রমাণিত হইলে তাহাদের জরিমানা দিতে হয় এবং জগমাঁঝির নামে ছেলেটির মস্তক মুণ্ডন করা হয়, এবং ছেলেটি জগমাঁঝির বংশের উপাধি প্রাপ্ত হয়; অথবা যদি জগমাঁঝি ইহার কুটুম্ব হয় তবে জগপ্রামাণিকের নামে কিম্বা অন্য কাহারও নামেই ইহার মস্তক মুণ্ডন করা হয়। দোষী যুবকদের দণ্ড জরিমানার টাকা কতক ছেলের মা ছেলেকে সাবালক করিবার জন্য (অর্থাৎ ছেলের শিক্ষার জন্য) পায়, কতক টাকা যাহার নামে চুল কাটা হয় সে পায়। আর অবশিষ্ট গ্রামের পাঁচজনে ভাগ করে নেয়। যদি ছেলের মা পিতার নাম না বলতে পারে কিংবা যদি তাহার বাপ ভাই কোন জামাই টাকা দিয়া না কিনতে পারে তবে সে ছেলেটি জারজ হয়। যদি জামাই কেনা হয়, তবে তাহার বংশানুসারে ছেলের নাম হয় এবং তাহার নামেই ছেলের মস্তক মুণ্ডন করা হয়। জামাই কিনতে এককুড়ি টাকা লাগে। যাহাকে জামাই স্থির করা হয় সে-ই এই টাকাটা পায়। যদি কোন জামাই স্থির করা না যায় তবে সন্তান জারজ হয় ও জগমাঁঝি, জগপ্রামাণিক, কিংবা গ্রামের অন্য কারও নামে উহার চুল কাটান হয় এবং সে তাহারই বংশের

উপাধি পায়। এসময়ে মেয়ের বাপ-ভাইকে টাকা দিতে হয় এবং যার নামে সন্তানের চুল কামান হয় সে-ই টাকাটা পায়। টাকা প্রচলন হবার পূর্ব্বে একজোড়া বলদ, একটি ধেনুগাই (সবৎসা গাভী) আর এক "পুড়া" ধান লাগিত। ইহাও সেই নির্দ্দিষ্ট জামাইর প্রাপ্য ছিল।

যদি কোন সাঁওতাল যুবতীর সঙ্গে অপর কোন জাতির যুবকের কিংবা অপর জাতির কোন যুবতীর সঙ্গে কোন সাঁওতাল যুবকের ব্যভিচার দোষে কোনও সন্তানের জন্ম হয়, তবে সেইসকল সাঁওতাল যাবজ্জীবন সমাজচ্যুত হয় ও তারা সমাজ হইতে পালিয়ে যায়।

চাচো ছাটিয়ার (শুদ্ধি)-[A ceremony which is observed any time before marriage. It seems to be the admission of the child to full privileges as a member of the Santhal community. At the same time there is the idea of purification connected with it. At the close of ceremony the following formula is repeated "we appeal to you five men ; we were black like crows now we are white as white paddy birds, you five men are our witnesses." (Campbell)] "চাচো ছাটিয়ার" ক্রিয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই ; বিবাহের পূর্ব্বে যে কোন সময়ে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। এই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত না হইলে ছেলেমেয়েদের কাহারও বিবাহ হইতে পারে না। কাহারও বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ে থাকিলে সে তাদের সকলের জন্য একবার মাত্র "চাচো ছাটিয়ার" ক্রিয়া সম্পন্ন করে। চাচো ছাটিয়ারের পূর্ব্বে কোন ছেলে মৃত হইলে তার শবদাহ হয় না কিংবা তার অস্থিও নদীতে নেওয়া হয় না। ছেলের "চাচো ছাটিয়ার" করতে হ'লে প্রথমে হাঁড়ি মদ তৈয়ার করতে হয় ; এবং গ্রামবাসীদের জন্য তেল ও হলুদের জোগাড় রাখতে হয়।

প্রথমে মাঁঝি ও পারাণিককে ডেকে এনে তাঁহাকে হাঁড়ি খেতে দেওয়া হয় ; তারা জিজ্ঞাসা করে, "ওহে এ কিসের হাঁড়ি দিতেছ ?" কর্ম্মকর্ত্রী বলে, "বাবা এটা জানহাঁড়ি, আমি সঙ্কল্প করেছি যে, ছেলেদের এবার চাচো ছাটিয়ার করব।" এটা সকালবেলা হয়। মাঁঝি ও প্রামাণিক প্রথমে হাঁড়ি পান ক'রে গ্রামবাসীদের ডাকবার জন্যে পেয়াদা পাঠিয়ে দেয়। গ্রামের লোক সব একত্রিত হ'লে পর মেয়েরা প্রথমে পুরোহিত ও পুরোহিতের স্ত্রীকে, পাটিয়ে বসিয়ে তেল-হলুদ মাথায় ; তারপর সহকারী পুরোহিত ও তাঁর স্ত্রীকে তেল মাখান হয়। তারপর মাঝি ও তাঁর স্ত্রী, পারাণিক ও তাঁর স্ত্রী জগমাঝি ও তাঁর স্ত্রী, জগপারাণিক ও তাঁর স্ত্রী, পেয়াদা ও তাঁর স্ত্রী, আর তারপর গ্রামের যাবতীয় মেয়েদের তেল মাখান হয়। এরপর সকলকে হাঁড়ি (মদ) বিতরণ করা হয়। প্রথমে মাঝি পারা-ণিককে, তারপর অপর সকলকে একবার হাঁড়ি দেওয়া হইলে সকলে ছেলের পিতাকে জিজ্ঞাসা করে "এ হাঁড়ি ক'জন ছেলের জন্য হয়েছে ?" ছেলের পিতা বলে "এত ছেলের।" তারপর যত ছেলের জন্য "ছাটিয়ার" করা হয় ততবার চার চার পাত্র হাঁড়ি প্রত্যেককে দেওয়া হয়। এরপর সকলে ছেলের বাপকে জিজ্ঞাসা করে "তোমার কত ইরি ও কত এর্ব্বা (অর্থাৎ ছেলেমেয়ে) পেকেছে ?" সে বলে "এত ছেলে এত মেয়ে।" তাহারা প্রত্যুত্তরে বলে "তুমি বেশ ভাগ্যবান্।"—আবার তাহারা জিজ্ঞাসা করে, "কোন্ কোন্ দেশে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিবে ?" ছেলের বাপ তখন যে দেশে ছেলেমেয়েদের ঠাকুরদাদা কিংবা ঠাকুরমা আছেন সেই দেশের নাম বলে। তারপর তারা সম্বন্ধের হাঁড়ি চায় ; তখন পাত্রপাত্রীদের ঘর থেকে আনিত হাঁড়ি পাঁচজনকে দেওয়া হয়। পাঁচজন তখন গান গায় ও নাচে।

এইযে এইযে এ দিকে নীলগাইয়ের পদচিহ্ন।
এইযে এইযে এ দিকে পেছন পায়ের চিহ্ন।

খোঁজ খোঁজ নীলগাইয়ের পায়ের দাগ,
খোঁজ খোঁজ পেছন পায়ের দাগ।
পুকুরের পারে নীল গাইয়ের পায়ের দাগ,
নদীর তীরে পেছন পায়ের দাগ।
আয় বেন্ধে সেই সোনার ঘুন্টি (ঘণ্টা)
আয় বেন্ধে দেই কাঁসার ঘুন্টি।

পরে সকলেই আবার সেই হাঁড়ি পান করে।

বক্তৃতা

তারপর তাহারা বক্তৃতা আরম্ভ করে। কি করে পৃথিবীর সৃষ্টি হ'ল, আর গুটি পোকার মত সাঁওতালেরা কোন্ কোন্ দেশ চ'ড়ে এসেছে, এই সববিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়, যেন ছেলেপেলেরা কখনও না ভুলে যায়। বল্‌তে বল্‌তে যখন তারা "তারা এদিকে সেদিকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে" একথা পর্য্যন্ত পৌঁছে, তখন তাহারা শিখার দেশের প্রথম "পরগণার" (সর্দ্দার) নাম "হিকিম" বলে উল্লেখ করে। হিকিম সর্দ্দার তাহাদের বলেছিল "এস আমরা উপনিবেশ স্থাপন করি; আমি বায়না দিয়ে বনের সন্ধান নিয়েছি।" তখন তারা (আদিম সাঁওতালেরা) বলেছিল "এস আমরা ইহার সঙ্গে যাই এবং বনজঙ্গল কেটে সাফা করে সংসার স্থাপনের উপযুক্ত করি।" এখানে তারা বিবাহের বিষয় উত্থাপিত করে।

*   *   *   *   *
*   *   *   *   *

"ধান ভান্‌বার সময়ও আমরাই (সাঁওতালেরা) আগে আগে, আগুন আনবার সময়ও আমরাই আগে আগে, জল আনবার সময়ও আমরাই আগে আগে, কাঠ কুড়াইতেও আমরা আগে আগে, না যেতে চাইলেও যাইতে হয়, সেজন্য তোমাদের মন বিশেষ দুঃখিত হয়।"

পাঁচজনে তখন বলে, "মন দুঃখিত করে যে সে সূক্ষ্ম বালিতে ও সোমাই সকরাতে চলে গেল" (অর্থাৎ মরিল)

তারপর কর্ম্মকর্ত্তা ব'লে যে "আপনাদের পাঁচজনের নিকট হাতজোড় করে বলছি যে আজ নার্ত্তার জন্য, ছাটিয়ারের জন্য, শুণ্ডীর ঘর থেকে হাঁড়ি ঋণ ধার করে আপনাদের কুলাইয়াছি ও সন্তুষ্ট করেছি; আপনাদের পাঁচজনের সেবা ক'রে কৃতার্থ হয়েছি। আপনারা পদ-ব্রজে এসেছেন আপনাদের মাথায় তুলে নিয়েছি। আপনাদের উঠবার বসবার জায়গা দিতে না পেরে লজ্জিত আছি। আরও মিনতি করে বলছি যে, বিবাহের দিনে, নার্ত্তার দিনে, ছাটিয়ার দিনে মৃত্যুর দিনে আমরা পরিশ্রম করে হাঁড়ি তৈয়ার করব, জল আনব ও কাঠ জোগাইব। আমরা কাকের মত কালো ছিলাম, বকের মত সাদা হয়েছি, আপনারা পাঁচজনে সাক্ষী থাকেন।"

তারপর হাঁড়িপান করে "দং" ও ছাটিয়ার নাচ নাচতে আরম্ভ করে, এই ভাবে শেষ হয়।

সিকা

"সিকা" (বাম হাতে পোড়াচিহ্ন—one, three, five or seven marks burned on the left arm by a piece of cloth, which being rolled, is set fire to.)

আদিযুগের প্রাচীন সাঁওতালেরা বলে থাকে যে যদি কোন পুরুষের সিকা না হয়, তবে পরকালে গাছের মুণ্ডার মত এক রকম পোকা তাহাদের কোলে দেওয়া হয়, (কামড়াইবার জন্য) সেজন্য পুরুষমাত্রই সিকা নেওয়ার যন্ত্রণা কষ্টপূর্ব্বক সহ্য করে থাকে। কেহ কেহ মাত্র একটি, কেহ বা তিনটি, কেহ বা পাঁচটী, আর কেহ বা সাতটি সিকা নিয়া থাকে। বাম হাতে সিকা নিতে হয়। নিম্নপ্রকারে সিকা দেওয়া হয়; "চুরুটের

মত কাপড়ের নলা তৈয়ার করে উপরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়, আর সিকার জায়গায় উহাকে বসাইয়া দেওয়া হয়। আস্তে আস্তে পুড়িতে থাকে; পোড়া শেষ হ'লে উহাকে চিপে বসিয়ে দেওয়া হয়; তারপর ফোস্কা হ'য়ে ঘা হয়। ঘা ভাল হইলে সিকার দাগ পড়ে।"

খোদা (Tatoo)

মেয়েরা সিকা না নিয়ে খোদা নেয়, যেন পরকালে মুণ্ডার মত পোকা তাহাদের কোলে ব'সে যন্ত্রণা না দেয়। ছাতিতে খোদা নিতে হয়। কোন বিশেষ আকৃতি নাই, যার যে রকম ইচ্ছা সে রকম খোদা নেয় কেবল সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য। প্রথমে কাঠি দ্বারা ভূষার কালিতে লিখে দাগ করা হয় পরে সূচ দিয়ে লেখাগুলি (দাগে দাগে) ফুড়িয়ে দেয়। খোদা হ'লে পর হলুদ মেখে স্নান করে আসে।

বিবাহ-বিষয়ক

(১) ঘটক

যদি কেহ নিজের ছেলের জন্য পাত্রীর সন্ধান করা আবশ্যক মনে করে তবে সে ঘটকের আশ্রয় নিয়া থাকে; সে বলে "ওহে, কোথায়ও পাত্রা খুঁজে দেও;" ঘটক উত্তরে জিজ্ঞাসা করে, "কি রকম পাত্রী?" তখন ছেলের বাপ বলিয়া থাকে, "এরকম কি সে রকম;" ঘটক বলে, "স্মরণ করে দেখছি, আচ্ছা দেখি উহারা রাজী হয় কিনা।" ছেলের বাপ তখন বলে, "আচ্ছা, তাহা হইলে খোঁজ করে অমুক দিন আমাকে এসে খবর দিবে।"

তারপর ঘটক কুটুম্বের বাড়ী এসে জিজ্ঞাসা করে "তোমাদের কুটুম্ব এনে দিব? রাজী আছ? কি বলছ?" তখন তাহারা বলে, কি রকম কুটুম্ব? আমাদের যে ভয় লাগাচ্ছ?" ঘটক তখন বলে "কোন ভয় নাই, ভাল কুটুম্ব।" তারপর ঘটক কথাটা ভেঙ্গে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "তোমাদের মেয়ের অন্য কোথাও সম্বন্ধ স্থির করেছ কি?" তাহারা জবাব দেয়, "না। এখনও কোন কথা হয় নাই।" তখন ঘটক বলে, "তবে কুটুম এনে দিব?" তাহারা জিজ্ঞাসা করে, "আনবে ত, কিন্তু কোন গোত্রের?" ঘটক বলে, "অমুক গোত্রের।" তারপর আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, "কোন্ গ্রামের?" সে বলে, "অমুক গ্রামের;" আবার প্রশ্ন হয়, "সে কে?" তখন সে উত্তর দেয় "অমুকে।" তখন তাহারা বলে, "আচ্ছা তবে, যদি তাহারা আমাদিগের উপর খুসী হয়।" ঘটক বলে, "আচ্ছা অমুক দিন আমি তাহাদিগকে নিয়ে আসব, তোমরা ঘরে থাকিও।" তখন তাহারা জবাব দেয়, "আচ্ছা, প্রথমে বাইরে বাইরেই হউক, নতুবা যদি পাছে লজ্জা পেতে হয়, যদি আমরা পরস্পর রাজী না হই।"

তারপর ঘটক পাত্রের পিতার নিকট হাজির হ'য়ে বলে, "কুটুম্ব বলেছে ভাল, তুমি নিয়ে এস কিন্তু এবারটা বাইরে বাইরেই কথা হইবে। আমাদের যাওয়ার দিন অমুক দিন ঠিক করিয়া আসিয়াছি।",

(২) সার সাগুণ (a good omen—শুভাশুভ)

নির্দ্ধারিত দিনে ঘটক এসে ছেলের বাপ মা ও গ্রামের দুইজন মাতব্বর নিয়ে অতি প্রত্যুষে রওনা দেয়। পথে যাইতে যাইতে নিজেদের গ্রামের সীমায় অথবা পাত্রীর গ্রামের সীমায় যদি আগুণ, কুড়োল, কাহারও মস্তকে জ্বালানী কাঠ, সাপ কিম্বা শিয়াল তাহাদের পাশ কেটে যায়, তবে সেটা অশুভ চিহ্ন ব'লে গণ্য হয়,

শুভ, অশুভ চিহ্ন

এবং সেজন্য তাহারা ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু যদি তাহাদের নিজের গ্রাম্যপ্রান্তে কিংবা পাত্রীর গ্রাম প্রান্তে পূর্ণ কুম্ভ, গাভী, নূতন ভাণ্ড, বলদ, অথবা কোন বাঘের পদচিহ্ন দেখা যায়, তবে সেটা বিশেষ শুভ-জনক হয়, এবং তখন তাহারা পাত্রীর গ্রামের জগমাঝির নিকট এসে উপস্থিত হয়। [আজকাল এসব কেবল মিছামিছি; কেননা পাত্রের পিতা পূর্ব্বেই নিজের গ্রামের মাঁঝিকে বলিয়া থাকে যে "অমুক দিন ভোরে আমরা পাত্রী দেখতে যাব, সেই সময় তুমি গ্রামের লোকদের সাবধান করে দিবে যেন সে সময় কেহ আমাদের বিঘ্ন না জন্মায়।" আর পাত্রীর গ্রামের মাঝিকেও ঘটক এই প্রকার কথা বলিয়া থাকে যেন তাহাদের গ্রামের কেহ কোন বাধা না জন্মায়।]

ঘটক জগমাঁঝিকে বলে, "পাত্রা দেখতে এসেছি, এবার জিনিষটি (মেয়েটি) আমাদের দেখিয়ে দেও।" তখন জগমাঁঝি পাত্রীর পিতার নিকট গিয়ে খবর দেয়, "ওহে, কুটুম এসেছে।" তাহারা বলে, "বেশত, ভালই।" তখন জগমাঁঝি মেয়েটিকে বলে "এস ত তোমরা দু একজন আমাদের বাড়ী, আমাদের কুটুম এসেছে, তাহাদের জলটল দিবার লোক নাই, এস তোমরা দিবে।" তখন মেয়ের পিতামাতা উহাকে বলে, "যাও মা, ওর সঙ্গে চলে যাও।" তখন মেয়েরা তিনজন যায় এবং যাইবার সময় সমবেত সকল লোকদের প্রণাম করতে করতে যায়। পাত্রী তিনজনের মধ্যে থাকে, পাছে সে লজ্জা পায়। তখন ঘটক পাত্রের পিতামাতার কাণে কাণে ফিস ফিস করে বলে, "মাঝের মেয়েটির উপর নজর রাখ।" প্রণাম করবার পরও মেয়ে তিনটি খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে চলে যায়। ইহারা চলে গেলে জগমাঁঝি এসে ঘটককে জিজ্ঞাসা করে "কিহে, পছন্দ হল কি ?" তখন কুটুম্বেরা বলে, "হাঁ, আমাদের পক্ষেত ভালই, আমরাত রাজী, উহারা এখন রাজী হয় কিনা।"

তারপর জগমাঁঝি পাত্রীর পিতামাতার বাড়ী আসে। তাহারা উহাকে জিজ্ঞাসা করে, "কিহে জগমাঁঝি, কুটুমরা কি বলাবলি করছে, খুসী হয়েছে কিনা?" জগমাঁঝি তখন বলে, "হাঁ, কুটুমরা ভালই বলছে, তাহারা খুসী হয়েছে।" তারপর পাত্রীর পিতা জগমাঁঝিকে বলে, "কুটুমদের নিয়ে এস, তাহারা জলটল খেয়ে যাবে ।" জগমাঁঝি নিজের বাড়ী এসে ঘটকদের বলে, "ওহে ঘটক বাবা, কুটুম মিলেছে, এস জলটল খেয়ে যাবে।" তখন পাত্র পক্ষের লোকেরা বলে "নাহে, এই ভাল, এখন জল খাবার দরকার নাই, পরেত ঢের খাবই।' যদি পাত্রীর পিতা হাঁড়ি তৈয়ার করে থাকে তবে সে জগমাঁঝিকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করে, "এস, বেশীক্ষণ বসতে হ'বেনা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হয়ে যাবে।" তখন এপক্ষ বুঝে নেয় যে হাঁড়ি তৈয়ার আছে, সেজন্য সকলেই সেখানে যায়। জগমাঁঝি ইহাদিগকে সঙ্গে নিয়ে যায়। মেয়েরা সেখানে হাজির থাকে, কুটুম্বরা আসিবামাত্র তাহারা খাটিয়া, মাচি (চেয়ার), পিঁড়ি প্রভৃতি বসবার আসন পেতে দেয়; তাহারা জল দিয়ে আবার তাদের প্রণাম করে। তারপর পাত্রীর পিতাও তাহাদের প্রণাম করে এবং পরস্পর সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করে। তারপর মেয়েরা কুটুমদের পা ধোয়াইয়া বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যায়। সেখানে সকলকে হাঁড়ি মদ ও ভাত খেতে দেওয়া হয়। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তাহারা বিদায় নেয়। অনেকে প্রথমবার পাত্রীর পিতামাতার ঘরে প্রবেশ করে না। একেবারে জগমাঁঝির বাড়ী হইতেই ফিরে চলে যায়।

বাড়ীতে এসে পাত্রের পিতা ঘটককে বলে, "এতদিন পরে আবার আসিবে।" নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘটক এলে তাহাকে হাঁড়ি দেওয়া হয় ও বলা হয়, 'যাও কুটুমদের নিয়ে এস, এবার তাদের পালা।" তখন ঘটক পাত্রীর বাড়ীতে চলে আসে এবং তাদের বলে "এস, তোমাদের খোঁজ

হয়েছে, কখন যাবে ?" পাত্রীর পিতা বলে, "এস, আমরা একে ওকে ডেকে আনি ;" এই ব'লে মাঁঝিকে, পারাণিককে ও জগমাঁঝিকে ডেকে আনে, এবং হাঁড়ি তৈয়ার থাকিলে পান করে এবং কথাবার্ত্তা বলে। পাত্রের পিতা বলে, "আমাদের কুটুমরা আমাদের খোঁজ করেছে, আমরা কবে যাব ব'লে ঘটককে দিন ধার্য্য ক'রে দেই।" তাহারা পঞ্চম দিন ধার্য্য করে। ঘটক ফিরে আসে এবং পাত্রের পিতাকে খবর দেয়, "অমুক দিন কুটুমরা আসবে।" পাত্রের পিতা দুই এক হাঁড়ি মদ তৈয়ার করে।

নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হ'লে অতি প্রত্যুষে পাত্রী পক্ষের লোক, পাত্রীর পিতামাতা আর গ্রামের দুই একজন মাতব্বর পাত্র দেখতে আসে। ঘটক তাদের নিয়ে আসে। স্বগ্রামের প্রান্তভাগে কিংবা পাত্রের গ্রামের প্রান্তভাগে যদি আগুণ, কুড়োল, কাহারও মাথায় কাঠ, সাপ অথবা শৃগাল তাদের সামনে পাশ কেটে যায় তবে সেটা অশুভ লক্ষণ মনে করে বাড়ী ফিরে যায়, আর সম্বন্ধও ভেঙ্গে যায়। কিন্তু যদি নিজের গ্রামের সীমায় পূর্ণ কলস, গাই, নূতন ভাণ্ড, বলদ. অথবা বাঘের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তবে সেটা শুভ লক্ষণ মনে করে এবং তাহারা পাত্রের গ্রামে জগমাঁঝির গৃহে এসে হাজির হয়। ঘটক জগমাঁঝিকে বলে, "ওহে কুটুমেরা পাত্র দেখতে এসেছে, আর বেশী দেরী করো না।" জগমাঁঝি এসে পাত্রের পিতামাতাকে বলে, "কুটুমেরা এসেছে, ছেলেকে নিয়ে যাই।" পাত্রের পিতা পাত্রকে আর দুই একজন ছেলের সঙ্গে পাঠাইয়া দেয়, জগমাঁঝি তাহাদিগকে নিয়ে যায়। ছেলেরা এসে কুটুমদের প্রণাম করে। পাত্র ছেলেদের মাঝে থাকে ; ঘটক মেয়ের পিতার কাণে কাণে বলে দেয় যে উহাদের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী ছেলেটিকে ভাল করে দেখে নাও।" তাহারা পাত্র দেখে পছন্দ না করলে ঘটককে একান্তে ডেকে বলে, "পাত্রের বয়স

বেশী, মেয়ে খুসী হ'বে না" অথবা অন্য কোন ওজর দিয়ে মানে মানে গোপনে চলে আসে ; আর যদি পছন্দ হয় তবে ঘটককে সেরূপ বলে। ঘটক জগমাঁঝিকে জানায়, জগমাঁঝি পাত্রের পিতাকে জানায়। এরূপ শুনিলে পাত্রের পিতা জগমাঁঝিকে বলে, কুটুমদের নিয়ে এস, জলটল খেয়ে যাবে।" তাহারা আসে এবং পরস্পর অভিবাদন করে এবং ছেলেও কন্যার পিতাকে প্রণাম করে। সেই বাড়ীর মেয়েরা কুটুমদের পা ধোয়াইয়া দেয় এবং তাহাদিগকে ঘরের ভিতর নিয়ে যায়। প্রথমে হাঁড়ি পান করে, পরে ভাত খেতে দেওয়া হয় ; তাহারা ঘরে ফিরে যায় ; সব ঠিকঠাক্ হয়ে রইল।

(৩) ঘরবাড়ী-প্রদর্শন

পাত্রীপক্ষের লোক পাত্রের অবস্থা জানবার জন্য তার ঘরবাড়ী দেখতে আসে। তখন পাত্রীর খুড়ো, জেঠা, মামা, মামী কিংবা মাসী, গ্রামের মাঁঝি, পারাণিক আর গ্রামের পাঁচজনের মধ্যে দুই একজন তাদের সঙ্গে আসে। ঘটক তাদিগকে একছার পাত্রের পিতামাতার বাড়ীতে নিয়ে যায়। সেখানে খাটিয়া, মাচি, পিঁড়ি প্রভৃতি বসবার জন্য পেতে দেওয়া হয় ; তাহারা সকলেই বসে। পরে ঘটিতে বাটিতে জল আনা হয়, আর তাহাদের প্রণাম করা হয়। পরে পিঁড়ি, জল ও বাটিতে তেল আনে, পিঁড়ির উপর কুটুমদের পা রেখে পা ধুইয়ে দেয় ; তারপর তৈল মাখিয়ে দেয়। পা ধোয়ার পর

কুটুম্বদের অভ্যর্থনা

জগমাঁঝি ঘরে প্রবেশ ক'রে একমুঠো দাঁতন কাঠি ও একভাঁড় তেল এনে কুটুমদের বলে, "এস আমরা ঘাটে স্নান করতে যাই।" তাদের জলের ঘাটের দিকে নিয়ে যায়। তারা দাঁতন করে তেল মেখে স্নান করে চলে আসে এবং আবার খাটিয়াতে উপবেশন করে।

তখন বাড়ীর লোকে ভিতরে পাটি নিয়ে যায় এবং বলে "কুটুমদের জল এনে দাও।" কুটুমেরা হাত ধুয়ে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে পাটিতে বসে।

পরে জগমাঁঝি বলে "ওহে মদ নিয়ে এস।" মদ আনা হয়। প্রথমে মাঁঝি পারাণিক প্রভৃতিকে তারপর অন্যান্য সকলকে চার চার পাত্র করে মদ দেওয়া হয়। পরে জগমাঁঝি বলে "ওহে বাটিতে করে মদ এনে কুটুমদের দেও।" আবার সকলকে মদ বিতরণ করা হয়। তারপর মাঁঝি বলে, "ওহে জগমাঁঝি. একটি মেয়েকে ডাক, পাত্রগুলি কুড়িয়ে নিয়ে যাক্।" মেয়েরা এসে সব কুড়িয়ে ফেলে দেয়। তারপর একটি বাটি ও একঘটি জল আনে ; সকলে বাটিতে হাত ধুইয়া ফেলে।

তারপর জগমাঁঝি বলে, "পাতা নিয়ে এস" পাতা এনে প্রথমে মাঁঝির সামনে পরে অন্যান্য লোকের সামনে পেতে দেওয়া হয়। পাতা দেওয়া হ'লে পর জগমাঁঝি বলে "ওহে একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দেও, আমাদের চিড়ামুড়ি দিয়ে যাক্। সে প্রথমে মাঁঝিকে পারাণিককে এবং পরে আর সকলকে পরিবেশন করে। তারপর জগমাঁঝি কুটুমদের বলে "এস চিড়ামুড়ি ভিজান যাউক।" তাহারা চিড়ামুড়ি ভিজায় এবং তখন জগমাঁঝি বলে "ওহে গুড আন।" গুড় এনে প্রথমে মাঝি পারাণিককে তারপর অন্যান্য সকলকে দেওয়া হয়। পরে জগমাঁঝি বলে "ওহে কুটুমরা, এই দেখ আমরা মানুষকে শুক্‌নো করেছি। নতুবা পূর্ব্বযোগে যেরকম বল্‌ত—ধনীরা ধানতুষ শুকাত, আর আমরা কুটুমদের শুকাচ্ছি ; এতে তোমাদের মনে দুঃখ হবে।" কুটুম্বেরা তখন জবাব দেয় "যারা মনে দুঃখ করত তারা সকলে চলে গেছে (মরে গেছে)।" খাওয়া শেষ হ'লে জগমাঁঝি বলে "আমরাত খেয়ে উঠান উজাড় করেছি, আরও মুড়িচিড়া নিয়ে এস। আবার মুড়িচিড়া এনে পরিবেশন করা হয়। পরে জগমাঁঝি বলে "ওহে ভিতর থেকে

চিড়ামুড়ি

কুটুমদের জল এনে দাও।” তখন একবাটি করে আবার মদ দেওয়া হয়। এইভাবে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়।

পরে জগমাঁঝি ডেকে বলে, “ওগো, বড় বউমা, (সে না থাকিলে অন্য কোন মেয়েকে ডাকা হয়) এদিকে এস, পাতাগুলি ফেলে দাও, আর ঘটীতে জল এনে বাটিতে ঢেলে দাও, আমরা হাতমুখ ধুইব।” হাতমুখ খোওয়া হ'লে পর আবার দুই দুই পাত্র মদ দেওয়া হয়। তারপর ভিতর হইতে বাইরে গোশালায় এসে খাটিয়াদিতে বসে; জগমাঁঝি ডেকে বলে, “ওগো বড় বৌমা, এখন হুঁকা ও তামাক নিয়ে এস।” সে নিয়ে আসে; কুটুমদের তামাক দেওয়া হয়।

তারপর জগমাঁঝি বাড়ীর ভিতর গিয়ে পাত্রের পিতাকে বলে “ওহে কুটুমদের কি দিয়ে ভাত খাওয়াইব ?” সে বলে, “যাও, বড় ছেলেকে ডেকে দাও।” বড় ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করে “বাবা, কেন ডেকেছ ?” পিতা বলে, “ওহে যাও বড় খাসিটি নিয়ে এস।” সে গিয়ে খাসিটি নিয়ে আসে।

পরে জগমাঁঝি বলে, “ওহে, ঘটিতে জল নিয়ে এস।” জল আসিলে খাসির মাথায় জল ঢালা হয় এবং তাহাকে কাটা হয়।

ভাত খাওয়ার জন্য আবার কুটুমদের বসান হয়। ভাত তরকারী দেওয়া হ'লে পর জগমাঁঝি বলে, “দেখ বন্ধুগণ, আমরা আমাদের কুটুমদের শুক্‌নো করছি; পূর্ব্ব পুরুষেরা ধান ও তুষ শুক্‌নো করতো, সেজন্য মনে দুঃখ করো না।” তখন কুটুমেরা বলে, “মনে দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই; দুঃখ করিবার লোক সব চলে গেছে।” ভাত খাবার পর হাতধুয়ে চূণ ও তামাক খাওয়া হয়। বিদায় হবার পূর্ব্বে আবার বাড়ীর ভিতরে নিয়ে মদ দেওয়া হয়। মদ পান করে বিদায়ের জন্য বাইরে চলে আসে। তারপর তারা পংক্তিতে পংক্তিতে দাঁড়ায়—পরস্পরে অভিবাদনের জন্য। এরূপে বিদায় নিয়ে তারা চলে যায়। (হিন্দু বিবাহের অনুকরণ)।

(৪) ঘট-প্রদীপ—(Betrothal)

ঘটক আসা যাওয়া করে; পরে ঘটপ্রদীপের দিন ধার্য্য হয়। প্রথমে কনের ঘটপ্রদীপ হয়। নির্দ্দিষ্ট তারিখে ঘটকমহাশয় বরের পিতা, খুড়ো, জেঠা, মামা ও পিসা, মাঁঝি, জগমাঁঝি, পারাণিক ও গ্রামের পাঁচজনের দুই একজন নিয়ে কনের বাড়ীতে আসে। কন্যাপক্ষের জগমাঁঝি রাস্তার মোড়ে জলপাত্র নিয়ে কুটুমদের অভ্যর্থনা করে এবং কনের বাড়ীতে নিয়ে যায়। সেখানে খাটিয়া, মাচি, পিড়ি প্রভৃতি এনে তাহাদের বসতে দেওয়া হয়; তাহারা সেখানে বসে।

কনের ঘট প্রদীপ

পরে পাত্রীর পিতামাতা বাড়ীর ভিতর হইতে এসে জল দিয়ে কুটুমদের প্রণাম করে। তারপর তাহাদের পা ধোয়াইয়ে স্নানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। স্নানের পরে মদ পান করে ও চিড়ামুড়ি খায়। খাবার পর বাইরে এসে গোশালায় বিশ্রাম করে।

পরে (যেমন পাত্রের বাড়ীতে হয়েছিল) তাহারা একটি খাসি আনে। খাসির মাথায় জল ঢেলে দেয়; তখন জগমাঁঝি বলে "ওহে শাকটা কেটে ফেল।" তখন কুটুমেরা খাসিটাকে কেটে ফেলে। তারপর জগমাঁঝি ডেকে বলে, "ওহে বড়বাবু, এদিকে এসে খাসিটাকে বানিয়ে ফেল।" সে এসে খাসিটাকে কেটে বানায়। তারপর ভাত তরকারী রান্না হয়। তখন কুটুমেরা বলে, "ওহে জগমাঁঝি, আমাদের তাড়াতাড়ি বিদায় কর।"

তারপর জগমাঁঝি বলে, "ওহে বড়বাবু এবার পাটী পেতে দেও।" পাটী পাতা হ'লে জগমাঁঝি কুটুমদের বলে "ভাইসকল, এবার খাটিয়া হতে নেমে পাটীতে বসে পড়।" তখন সকলে পাটীতে বসে। জগমাঁঝি

বলে "এবার হাঁড়ি (মদ) নিয়ে এস।" প্রত্যেকে দুই দুই পাত্র মদ পান করে।

পরে জগমাঁঝি ডেকে বলে, "ওহে এখন কনের হাতে জল পাঠিয়ে দেও।" বাটীতে করে হাঁড়ি আনা হয়। কনে প্রথমে মাঁঝিকে এক বাটী মদ ও এক ঘটি জল দিয়ে প্রণাম করে, তারপর পারাণিককে এক বাটী হাঁড়ি ও এক ঘটি জল দিয়ে প্রণাম করে ; পরে বরের পিতাকে হাঁড়ি ও জল দিয়ে প্রণাম করে। সে হাঁড়ি পান করে বাটী রেখে দেয় আর বৌকে হাতে ধ'রে কোলে বসায় এবং গলায় একগাছা হাসুলি পরায়ে মুখে চুমা খায়। পাত্রীপক্ষের লোকেরা তখন গান ধরে :—

ওগো মাগো দিয়ে যাও এক ঘটি জল,
বাবা শ্বশুর বউকে নেও পায়ের তল।

পাত্রী যখন পাত্রের পিতাকে জল দেয় তখন এই গান গাওয়া হয়। আর শ্বশুর যখন বৌকে কোলে করে বসে তখন এই গান গাওয়া হয় :—

দেখে নেও অমুক রীতি,
চিনে নেও অমুক রীতি,
মনে লাগেত বস পায়ের উপরে।

তারপর পাত্রী শ্বশুরের কোল থেকে নেমে তাহাকে প্রণাম করে ; এবং আর একবার হাঁড়ি বিতরণ করা হয়। সকলকেই আবার জল ও হাঁড়ি দেওয়া হয়। তখন গান হয় :—

কে কে তুম্বা গাড়ুর জল আস্‌ছে,
কে কে তুম্বা গাড়ুর জল নিচ্ছে ;
কে কে শুভ স্থির করছে,
তুম্বা গাড়ুর জলে ?

ফলনা লোকে আসছে তুম্বা গাড়ুর জল,
ফলনা লোকে নিচ্ছে তুম্বা গাড়ুর জল।
ফলনা লোকের শুভ স্থির করছে,
তুম্বা গাড়ুর জলে।

গানে "ফল্‌না" কথার পরিবর্ত্তে কনে বরের বংশের নাম উল্লেখ করে। এক বংশে বিবাহ হয় না: ভিন্ন ভিন্ন বংশে বিবাহ হয়।

পান করা শেষ হ'লে জগমাঁঝিকে সকলে বলে, "ওহে, ভিতরে গিয়ে দেখে এস, ভাত রান্না হয়েছে কি না?" সে ভিতরে গিয়ে দেখে যে রান্না হয়েছে; তখন কনের বাপ বড় বৌকে ডেকে বলে "ও বড বৌমা, ঘটিতে বাটিতে জল নিয়ে এস।" বৌ জল নিয়ে আসে ও ঘটির জল হাত ধোয়ার জন্য বাটিতে ঢেলে দেয়। তখন জগমাঁঝি ডেকে বলে, "ওহে বড়বাবু, পাতা, বাটি, ভাত তরকারী নিয়ে এস।" ভাত-তরকারী এনে প্রথমে মাঁঝিকে, পারামাণিককে, তারপর অপর সকলকে পরিবেশন করে। তখন জগমাঁঝি কুটুম্বদের সম্বোধন করে বলে "পুরাকালে প্রাচীনেরা ধান তূষ শুকাইত, আর এমন আমরা তোমাদের শুকাইতেছি (কষ্ট দিচ্ছি), সেজন্য তোমাদের বিশেষ দুঃখ হতেছে।" তারা জবাব দেয়, "হাঁ, বাবা "খাব" ত বলি, কিন্তু কতগুলো জিনিষ একত্র করলে খাওয়া হতে পারে! কাঠই বল, জলই বল, পাতাই বল সব একত্র ক'রে রান্না বান্না করলে তবে আমাদের খাওয়া হয়।"

আহারের পর সকলে হাত ধু'য়ে উঠানে এলে তামাক খায়। জগমাঁঝি তখন বলে "ওহে কুটুমদের কখন বিদায় করবে? সকলে বলে, "ভিতরে গিয়ে দেখ জায়গা আছে কিনা?" সে গিয়ে দেখে জায়গা আছে। তখন সকলে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে পাটীতে বসে।
জগমাঁঝি বলে, "হাঁড়ি নিয়ে এস।" হাঁড়ি এনে সকলকে দেওয়া হয়।

পরে বরের পিতা ও কনের পিতা এক জায়গায় বসে এবং তাদের জন্য আর একবার হাঁড়ি আনা হয়। তখন দুজনে বলে, "এস বেয়াই, এস আমরা এই হাঁড়িটা খেয়ে ফেলি।" তখন দুজনে বলে, "এস কুটুমদের প্রণাম করি।" তারা কুটুমদের প্রণাম করে। তখন বেয়াই দুজন পরস্পর হাত ধরে তিন তিনবার হাত আনা নেওয়া করে। পরে দুজনেই মাথার দিকে হাত তুলে দেয়, পরে তিন তিন বার কাঁকে কাঁকে কোলাকুলি করে; কোলাকুলি করে আবার তিন তিন বার হাত আনা নেওয়া করে; এবং পুনরায় হাত মাথায় দিকে উপরে তুলে দিয়ে বলে, "সাহেব" (used by fathers-in-law when saluting each other)। তখন গান ধরে,

বেয়াইর সম্ভাষণ

মঞ্জুরা মঞ্জুরা মঞ্জুরাময় হে,
কেমন মঞ্জুরা মোদের আমোদ;
দুজনে সম্বন্ধ করে স্থাপন,
দুজনে কর্‌ব মোরা আমোদ।

কনের বাপ তখন বলে, "ওহে বেয়াই, আজ থেকে এ বাড়ী তোমাদের হ'ল।" বরের বাপও তখন বলে "বেয়াই, আমার বাড়ীও আজ থেকে তোমার।" পরে বেয়াই দুজন পরস্পর বলাবলি করে, "ওহে, তুমি যে ভাবে গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে বেড়াতে, কিংবা শিকারে যেতে, কিংবা মাঠে, ময়দানে, বনে জঙ্গলে চোয়ান জল কিংবা ঝরণার জল খেতে, আজ থেকে সে সব ছেড়ে দাও; আর আমার এখানে কুঁড়ের ছায়া, পাখীর বাসা, তুম্বার জল আছে, কষ্ট হইলেও এখানে আস্‌বে, ডানবায় যেয়োনা, যখনই হউক এদিকে এলে আমার এখানে পায়ের ধূলি দিয়ে কিছু জলটল খেয়ে যাবে; ছেলেদের একবার দেখে যাবে।" এই প্রকারে গল্প গুজব করতে করতে তারা হাঁড়িপান শেষ করে।

পর কুটুমরা বলে, "ওহে জগমাঁঝি, এখন আমাদের বিদায় দেও।" তখন তারা সকলে বাইরে উঠানে আসে। সেখানে কনেপক্ষের লোক একদিকে, আর বরপক্ষের লোক আর একদিকে মুখোমুখী দাঁড়ায়ে পরস্পর অভিবাদন করে। পরে বিদায় হয়ে ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় জগমাঁঝি বলে, "ওহে বন্ধুগণ! দেখ তোমরা যে পাহাড়ের "শাক" (খাসি) তুলেছিলে সেটাও তোমাদের খাঁড়া ভুলে ফেলে যাচ্ছ যে!" তখন খাসির এক এক টুকরা করে সকলকে দেওয়া হয়; তারা নিয়ে চলে যায়।

এই ভাবে কন্যার পিতা ও বরের পিতার ঘরে গিয়ে বরকে একটা হাসলি কিংবা অন্য কিছু পরিয়ে দেয়।

(৫) পণ

ঘটক যাওয়া আসা করে। বরের পিতা ঘটককে বলে, "যাও হে কুটুমদের বুঝে এস:" ঘটক যায় এবং ফিরে এসে বলে "হাঁ কুটুমরা রাজী হয়েছে!" তখন বরের বাপ গ্রামের মাঁঝি, পারাণিক, জগমাঁঝি ও গ্রামের আরও দুই তিনজন মাতব্বর ডেকে তাদের হাঁড়ি খাওয়ায়। গ্রামের মাঁঝি জিজ্ঞেস্ করে "এ হাঁড়ি কিসের?" "ও গো, মাঝি, এটা ঘটকের হাঁড়ি, এবার পণ দিতে হবে।" হাঁড়ি পান করা হয়।

"গিরা" বান্ধা (Santhali mode of intimatiug date of marriage)

পরে তারা গিরা বান্ধে পাঁচদিন কি সাতদিন পর্য্যন্ত। (Five or seven knots are tied on a string to indicate that tho marriage would take place 5 or 7 days after. Each string is loosed each night; when all have been loosed the time for marriage h s come.) ঘটক গিরা নিয়ে কনের

বাড়ীতে যায়। সেখানে তাদের অমত হইলে গিরা বাড়িয়ে দেয় ; তাদের কথাই গ্রাহ্য হয় ;

পরে নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হ'লে বরের পিতা, মাঁঝি, পারাণিক, জগমাঁঝি, পেয়াদাকে ডেকে বলে, "পণ দিবার তারিখ উপস্থিত, এস বরযাত্রী হ'য়ে যাবে।" তারা ব'লে. "গ্রামের ছোট বড় সকলকে ডেকে আনি।" পেয়াদা তাদের ডাক্‌তে চলে যায়। তারা এসে বরের পিতাকে জিজ্ঞেস করে "ওগো বাবা, তেল-হলুদে কুলাবে কিনা?" সে বলে "কুলাবে।" তারপর নায়ক ও নায়কের স্ত্রীকে, একলাইনে পাটিতে বসিয়ে আইওরা তেল হলুদ মাখায়। তাদের পর মাঁঝি ও তার স্ত্রী, পারাণিক ও তার স্ত্রী, জগমাঁঝি ও তার স্ত্রী, পেয়াদা ও তার স্ত্রী প্রভৃতিকে স্বামী স্ত্রীকে একত্রে তেল হলুদ মাখান হয়। এর পর বরের বাপকে ও গ্রামের ছোট বড় সকলকেই তেল মাখানো হয়। তখন জগমাঁঝি বলে, "এবার বরকে আন, তেল মাখাব"; বরের মা বলে, "আইও কোথায়?" বরের বড় বোন না থাকিলে বড় বৌ কিংবা ছোট বোন আইও হ'তে পারে। আরও বলে "বরের অনুগামী হবে কে?" তারা তখন বলে "কাকার ছেলে আছে, সে বরের চেয়ে ছোট, তাকে বরের সঙ্গী করব।" নিজের জ্ঞাতির ছেলে না থাক্‌লে ভাই সম্পর্কিত অন্য লোকের ছেলেও সঙ্গী হতে পারে।

আইও বরের সঙ্গে

তারপর একটা ঘটিতে জল এনে বড় বৌকে বলা হয় "বরের চারিদিকে ঘোর।" তখন আইওরা একটা পাটি হাতে নেয় এবং বড় বৌ আগে আগে এদের সহিত যায় ও বরের চারিদিকে ঘটির জল ঢেলে ঢেলে ঘুরতে থাকে। তিনবার ঘোরা শেষ হ'লে আইওরা পাটি পেতে দেয় এবং বর, কোলবর (সঙ্গী) আর আইও সকলে সেখানে বসে। পরে জগমাঁঝি বলে "বরের মাকে আসতে বল।" সে আসে; পাত্রে তেল

হলুদ থাকে ; জগমাঁঝি বলে, "বরের মাকে বরের মুখে তেল হলুদ মাখাতে বল।" তারপর জগমাঁঝি আইওদের বলে, "এবার তোমরা বরকে তেল মাখাও।" তারা তেল মাখায় ; তখন ঘটক বলে, "এখন সকলে প্রস্তুত হও, বেলা বাড়ছে চলে এস।"

সকলে ঘটককে জিজ্ঞেস করে "বড় রাস্তা কি ছোট রাস্তা দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে ?" ঘটক জবাব দেয় "বড় রাস্তায় যাব।" পরে তারা দুটি টাকা আর পিতলের হাসলি সঙ্গে নেয়, এবং নাগরা রামসিংঙ্গা কিংবা ঢাক বাজাতে বাজাতে চলে যায়। তারা কনের গ্রামে উপস্থিত হ'লে রাস্তার মোড়ে দাঁড়ায় এবং ঘটক পাত্রীর বাড়ী আগে চলে গিয়ে বলে, "এই যে আমরা এসেছি, শান্তিজল নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা কর এবং আমরা কোথায় বাসা করব দেখিয়ে দেও।" পাত্রীর পিতা জগমাঁঝিকে ব'লে "যাও খোঁজ নিয়ে এস, গ্রামে কোন বড় ঘর মিলে কিনা ; "জগমাঁঝি খোঁজ নিয়ে বাড়ী ঠিক করে। তারপর একটা পাতার উপরে ঘটির জল রেখে বরযাত্রীদের নিকটে যেয়ে বলে, "এস তোমাদের আড্ডায় নিয়ে যাই।" তারা সকলে আড্ডায় আসে। সেখানে বরপক্ষ জগমাঁঝি ও পেয়াদকে বলে, "ওহে, জ্বালানী কাঠ, দুটা ভাতের হাঁড়ি একটা পাতিল আর একটা হাতা খুঁজে নিয়ে এস ; জল কোথায় ? দেখিয়ে দেও, রাত্রে কোথায় পাব ? আর ভাত ঢালবার জন্যে একটা বড় গামলা নিয়ে আসবে।" তারা সব নিয়ে আসে।

শান্তিজল

পরে বরযাত্রীরা ক্লান্তি দূর করবার জন্যে হাঁড়ি পান করে। তারা জগমাঁঝিকেও হাঁড়ি খাওয়ায়, নিজেরাও খায়। তখন জগমাঁঝি বলে, "এখন তোমরা ভাত রান্না কর ; আমাদের যখন সব ঠিক হবে তখন তোমাদের ডেকে পাঠাব।"

পাত্রীর ঘরে হাঁড়ী প্রস্তুত হ'লে পর বরযাত্রীদের ডাকা হয়। তারা

এসে পরস্পর অভিবাদন করে। তারপর উঠানে তারা ও গ্রামের লোকেরা বসে। তখন জগমাঁঝি কুটুমদের জন্য জল ও তামাক আনে। সে বলে "এখন হাঁড়ি নিয়ে এস।" হাঁড়ি আনা হয় এবং সকলে হাঁড়ি পান করে। তখন জগমাঝি বলে "ও গো কনের বাপ. কতটাকা পণ খাবে, বরপক্ষকে কি বলব ?" বরপক্ষের ও কন্যাপক্ষের মুখোমুখী কোন কথা হয় না। কন্যাপক্ষের জগমাঁঝি দুটি পাত্র নিয়ে আসে। এক পাত্রে পাঁচগণ্ডা কড়ি পূরে দেয়। আর একটি পাত্রে তিন পাক সুতা ভ'রে দেয়—এক পাক সুতা আধাআধি সাদা ও লাল, আর দুই পাক বেশীর ভাগ সাদা, কিন্তু তাহাতেও এক ভাগ লাল সুতা থাকে।

তারপর জগমাঁঝি ঘটককে ডেকে এনে বলে, "ওহে ঘটকমহাশয় এটি দেখ।" সে পাত্রদুটি বরপক্ষের নিকট নিয়ে যায় ; বরপক্ষেরা কোন সুতায় হাত দেয় না কিন্তু একটি কড়ি তুলে নিয়ে পাত্রদুটি ঘটককে ফিরিয়ে দেয় এবং বলে "যাও কনের বাপের কাছে নিয়ে যাস।" সে নিয়ে এলে তারা দেখে যে একটি কড়ি কম ; তখন তারা আর একটি কড়ি পাত্রে দিয়ে ঘটককে বলে, "যাও বরের পিতার নিকট ফের নিয়ে যাও।" তারাও আবার আর একটি কড়ি রেখে ফিরিয়ে দেয়। এই রকমে তারা তিনবার কি পাঁচবার পাত্র আনা নেওয়া করে। পরে আর কিছু নেয় না, মুখে কথাবার্ত্তা চলে। যদি কনের বাপ তিন টাকা পণ নেয় তবে বরের পিতা দুটি কড়ি রাখে, আর পাঁচ টাকা পণ হ'লে—তিনটা কড়ি রাখে, আর সাতটাকা পণ হ'লে সাতটা কড়ি রাখে। তিনটাকা পণ হ'লে বরপক্ষের কেহ কিছু ফিরে পায় না। পাঁচটাকা পণ হ'লে বর একটা গাই—একটা বাটি, ও ধুতিচাদর পায়, আর বরপক্ষের গ্রামের পাঁচজন একটা খাসি, এক হাঁড়ি মদ, আর পাঁচপাই চাল, নুন ও হলুদ পায়। একেই বলে "পণং তোরায়োনি"

(পণ-তোলানি)। পাত্রীর পিতা ৭৲ টাকা পণ খাইলে, তাকে একটা ধেনুগাই, একটা বাটি, একখান থালা, আর জামাইর ধুতিচাদর দিতে হয়। আর বরপক্ষের লোকেরা পণ-তোলানি পায়—একটা খাসি, এক হাঁড়ি মদ, আর সাত পাই (দেড়সের) চাল।

তারপর বরপক্ষ কনের গলায় হাসলি পড়িয়ে দেয়। আর সে হাঁড়ি বিতরণ করে। এরপর তারা পণের দুইটাকা জগমাঁঝির হাতে দেয়। জগমাঁঝি টাকা হাতে নিয়ে সকলকে অভিবাদন করে। এ টাকাকেই "পানজা-তেন" বলে। জগমাঁঝি এ টাকা কনের বাপকে দেয়। তারপর বরযাত্রীরা আড্ডায় চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে আবার ভোজে তাদের ডাকা হয়। ঘটপ্রদীপের সময় যেরূপ হয় এখনও সেরূপ হয়ে থাকে। ভোজনের পর শোবার জন্যে আবার আড্ডাতে চলে আসে। পরদিন ভোরে তাদের আবার ডেকে হাঁড়ি দেওয়া হয়; কনের মা ঘটকের কাছে পাঁচ পাইলা চিড়ামুড়ি বেন্ধে দেয়। উঠানে এসে পরস্পর প্রাণামাদি ক'রে বরপক্ষ বিদায় হয়। তারা সকলে একেবারে ঘরে চলে আসে।

(৬) বিবাহ

ঘটক যাওয়া আসা করে। এইবার দুইপক্ষ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবে। পণ দিবার পর সে বৎসর যে কোন সময়ে বিবাহ হ'তে পারে; কিংবা কখনও কখনও দুই এক বৎসর পরেও হয়ে থাকে।

বিবাহ দিতে সমর্থ বোধ করলে বরের পিতা ঘটককে ডেকে বলে, "ওহে, কুটুমদের কাছ থেকে গিরা নিয়ে এস।" ঘটক কনের বাড়ীতে গীয়ে বলে, "এসো গিরা বান্ধি।" তখন পাত্রীর পিতা গ্রামের মাঁঝি, পারাণিক, জগমাঁঝি প্রভৃতি সকলকে ডেকে হাঁড়ি দেয়। হাঁড়ি

পানের সময় মাঁঝি জিজ্ঞেস করে "এ কিসের হাঁড়ি ?" কনের বাপ বলে, "ঘটক এসেছে, কতদিনের গিরা বেন্ধে দিব।" তারা দিনক্ষণ গণে নয়টি গিরা বান্ধে। পরে কনের মার বারহাত লম্বা রঙ্গীন সাড়ীর জন্য কনের—ঠাকুরমার জন্য আটহাত লম্বা সাড়ীর জন্য, আর কনের দিদিমার জন্যে সাতহাত লম্বা একখানা সাড়ীর জন্যে সূতার চিহ্ন পাকিয়ে দেয়। ঘটক গিরা ও পাকান সূতা নিয়ে বরের পিতাকে দেয়।

বরের পিতা গিরা ও সূতা পেয়ে গ্রামের মাঁঝি ও পারাণিককে ডাকায় এবং বলে, "দেখ গিরাত পাঠিয়েছে, আমরা কি বলব ?" ওরা দুইজনে বলে, "বেশত, আমরাও বেন্ধে ফিরিয়ে দেই।" তখন হাঁড়ি পান করে ও পাঁচটা গিরা বান্ধে—একটা কনের পিতার জন্য, একটা বরপক্ষের গ্রামের মাঁঝির জন্যে, একটা পারাণিকের জন্যে, একটা জগমাঁঝির জন্যে, আর একটা বরের পিতার কুটুম্বদের জন্য ;—এই সব নিমন্ত্রণ-চিঠি। কনের পিতার গিরাটি ঘটকের হাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পরে তিন দিন থাকতে বরের পিতা মাঝি ও পারাণিককে ডেকে বলে, "ওহে দেখ, দিনও ঘনিয়ে এল, এস আমরা একটা মণ্ডপ তৈরি করি।" তারা বলে, "বেশত।" তখন বরের পিতা বলে, "ওহে, আমাকে পাঁচটি ছেলে ও পাঁচটি মেয়ে জোগাড় করে দেও।" পরে জগমাঁঝি পেয়াদা পাঠিয়ে গ্রামের যুবকদের ডেকে এনে বলে, "ওহে, এখানে একটা মণ্ডপ তৈরি কর।" পরে পুরোহিতকে ডেকে আনা হয়। সে এলে মাঁঝি বরের পিতাকে বলে, "তিনটা মুরগী পুরোহিতকে দেও—একটা লালচে, আর দুটি সাদা, আর তিন পাই চাল, একপাত্র হাঁড়ি ও পূজার সরঞ্জামাদি ওকে দেও।" নায়ক (পুরোহিত) এসব গ্রাম্যপ্রান্তে নিয়ে জাহেরে দেবীকে মণ্ডপের নামে পূজা দেয়। তখন সে এইরূপ মন্ত্র পাঠ করে,

বরের ঘরে আয়োজন
মণ্ডপ

"ওগো, জাহের দেবী, এই নেও, অমুক মাঁঝির মণ্ডপের নামে এই মুরগী প্রভৃতি জিনিষ তোমায় উৎসর্গ করছি; এগুলি খুসী হয়ে গ্রহণ কর। এতে খুসী হ'য়ে অভয় দেও যেন আমারা অমুক গ্রামে বরযাত্রী হয়ে যেতে পারি—রাস্তায়, বনে, জঙ্গলে যেন ভয়ত্রাসের কোন কারণ না থাকে, যেন হোঁচট্ না খাইয়ে পড়ি, কেহ যেন আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ না করে। আর 'ওগো মা ঠাকুরাণ, ডাইনে বায়ে সব বাধা সরিয়ে দাও; তবে আমরা যাব, হাঁড়ি পান করব। দেখো যেন পেটকামড়ানি কিংবা মাথাবেদনা না হয়। ওগো ঠাকুরাণ, অভয় দেও কুটুম্বদের সহিত বিবাদ হবে না, ঝগড়া হবে না, বাদ হবে না, বিতণ্ডা হবে না, নাশ হবে না বিনাশ হবে না।" এই মন্ত্রপাঠের সময় লালচে মুরগীটি জাহের দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। এর পর 'ঘোরে' দেবতাকে এরূপ মন্ত্রপাঠ করে একটি সাদা মুরগী উৎসর্গ করে; সর্ব্বশেষে "পর্ব্বত" দেবতাকে এইরূপ মন্ত্রপাঠ করে অবশিষ্ট সাদা মুরগীটি উৎসর্গ করে। নায়ক আর দুচারজন লোক সঙ্গে নিয়ে মুরগীর "সুরুয়া" পোলাও রান্না করে খায়, হাঁড়িও পান করে; পরে ঘরে চলে আসে॥

পরে মণ্ডপের নিকট এসে জগমাঁঝি যুবকদের জিজ্ঞেস করে 'মণ্ডপ শেষ হয়েছে কি?" ওরা বলে "হাঁ, শেষ করেছি।" জগমাঁঝি তখন বলে, "মণ্ডপের মাঝখানে একটা গর্ত্ত খনন কর, মৌলগাছ পুতব।" পরে জিজ্ঞেস করে "গর্ত্ত শেষ হয়েছে কি?" "তারা বলে, "হাঁ। শেষ হয়েছে।" আবার জগমাঁঝি বলে "ভিতরটা খুলে দেও।" খোলার পর জগমাঁঝি বরের পিতাকে বলে, 'তিন টুকরা কাঁচা হলুদ, আর পাঁচটা ফুটা কড়ি, আর তিন গাছ দুর্ব্বাঘাস নিয়ে এস, হলুদ পিষে উহার সঙ্গে তিনটি আতপ চাল মিশিয়ে দেও।" একত্র ক'রে একসঙ্গে একটা পুটলি বেন্ধে গর্ত্তের ভিতরে পূরে রেখে দেয়; একটি মৌলগাছ পুতে দেয় ও খড়ের দড়ি দিয়ে গাছটির চারিদিক জড়িয়ে দেয়।

পরে জগমাঁঝি আইওকে ডেকে বলে' "এসগো, মাটি দিয়ে এ জায়গা পরিষ্কার করে দেও, গুড়ি দিয়ে লেপ দিয়ে সাদা করে দেও। আর "গিরু" ঘসে মণ্ডপের খুটিগুলি নানাপ্রকারে চিত্রিত কর; আর সামনের দিকে বরকন্যা একে দেও।" আইও এসব করে দেয়।

পরে জগমাঁঝি যুবকদের বলে "এত শেষ হ'ল, এখন খেয়ে দেয়ে একটু সুস্থ হও।" এই বলে জগমাঁঝি বরের গৃহে প্রবেশ করে তেল আর দাঁতন কাটি এনে দিয়ে তাদের বলে, "যাও স্নান করে এস।" তারা দাঁতন করে তেল মেখে স্নান করে ঘরে এসে বসে। তখন জগমাঝি এ বিয়ের বাড়ি থেকে একপাত্র মদ এনে তাদের খেতে দেয়। তারা হাঁড়ি পান করে। তারপর এক 'ডাবা' ভাত ও এক পাতিল তরকারী আনে, পাতা ও জলের ঘটিও আনে; ঘটি এগিয়ে দিয়ে বলে, "জল ঢেলে হাত ধোও;" তারা হাত ধোয়। পরে জগমাঝি বলে "ওরে একজন ভাত দে, আর একজন তরকারী দে।" তারা ভাত খেলে পর জগমাঁঝি কতক সুতা দিয়ে তাদের বলে, "এখন দড়ি পাকাও; কয়েকজন দড়ি পাকাও, আর করেকজন আমপাতা এনে দড়িতে গিটে দেও এবং মণ্ডপের চারি কোণে দড়ি বেঁধে দেও।" তারা দড়ি বাঁধে। জগমাঁঝি আবার বলে, গ্রামের তিন জায়গায় দড়ি লাগাও; একটি দড়ি মাঁঝির ঘরের পাশে, আর দুটি রাস্তায়।" রাস্তার দুই মাথায় দড়ি বাঁধা হয়। এইভাবে শেষ হয়।

পরে বরের পিতা জগমাঁঝিকে বলে "গ্রামের মাঁঝি, প্যারাণিক আর সকল বুড়ো মেয়েদের তেল হলুদ মাখার জন্য নিয়ে এস।" পরে স্বয়ং গিয়ে তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে আসে; তারা এসে প্রথমে প্রত্যেকে দুই দুই পাত্র হাঁড়ি খায়; পরে জগমাঁঝি আইওকে ডেকে এনে বলে এদের তেল-হলুদ মাখাও।"

মণ্ডপের তেল-হলুদ

সে এসে সকলকেই তেল হলুদ মাখায়। একেই "মণ্ডপের তেল হলুদ" বলে। সকলের শেষে বরের পিতামাতাকে ও বরকে তেল হলুদ মাখান হয়। তারপর কোলে বরকে ও আইওকে তেল মাখান হয়। তখন দুই দুই পাত্র হাঁড়ি পান করে যে যার ঘরে চলে যায়। কিন্তু সেদিন হইতে বিবাহ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামের ছেলেমেয়েরা দিবারাত্রি নাচগান ক'রে থাকে।

তিনদিন পরে বরযাত্রীদের রওনা হ'বার তারিখ উপস্থিত হয়। তখন অতি প্রত্যুষে বরের পিতা এক পাত্র "জান" হাঁড়ি ঢেলে মাঁঝি পারাণিক, ও জগমাঁঝি প্রভৃতিকে ডেকে দেয়। হাঁড়ি পান করতে করতে মাঁঝি জিজ্ঞেস করে, "ওঃহ এটা কিসের হাঁড়ি, এতে ত কোন 'সার' পাচ্ছিনা।" 'সার' কথাটা উপমাসূচক, যেমন "কথার কাঁথা।" মোট কথা কোন তাদের ডাকা হয়েছে। তখন বরের পিতা বলে, "বিবাহের দিন উপস্থিত, এস তোমরা বরযাত্রী হয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে।" মাঁঝি জগমাঁঝিকে বলে "গ্রামের সকলকে খবর দাও।" সে পেয়াদাকে দিয়ে সকলকে ডেকে আনে। তখন সকলেই হাঁড়ি পান করে। পরে বরের পিতা জগমাঁঝিকে বলে, "ওহে, আমাকে পাঁচজন ছোকরা খুঁজে দেও।" তারা এলে বরের পিতা বলে, "বরযাত্রীদের খোরাকির জন্য চাল, তরকারী, লবণ, আর পাঁচ হাঁড়ি মদ বের ক'রে নেও; এসব সূর্য্য উঠতে উঠতেই আগে আগে নিয়ে যাবে; এর সহিত একটা ছাগল, একপাত্র মদ তিনপাই চাল, (পাঁচটাকা পণ হ'লে পাঁচপাই) তিন টুকরা হলুদ, তামাক, লবণ, আর একটা ভাড়ে তেল নিয়ে যাবে।" শেষের জিনিষগুলিকে "চাডি" অথবা দেবতার সামগ্রী বলা হয়।

ভাত খাবার পরে যুবকেরা এই সব জিনিষ নিয়ে আগে আগে নিয়ে

কন্যার গ্রামে আসে। তাদের একজন বিবাহবাড়ী চলে যায়। সেখানেও বরের গ্রামের মত একটা মণ্ডপ তৈরি করা হয় ও অন্যান্য কাজ করা হয়। সেই লোকটি এসে বলে, মহাশয়, আমরা "আগুয়ানের" দল এসে হাজির হয়েছি। পরে কনের বাপ জাগমাঁঝিকে ডেকে বলে, "এদের বাসস্থান দেখিয়ে দেও।" তখন তাদের জগমাঁঝি যেখানে বরযাত্রীদের জন্য ঘর সাজান হয়েছে সেখানে নিয়ে যায়; আর হাঁড়ি, পাতিল, ডাবর, ছাতা, কাঠ, পাতা, ঠোঙা প্রভৃতি দেওয়া হয়। তারপর জগমাঁঝি বিবাহ-বাড়ীতে ফিরে আসে।

অগ্রগামীদল

বরের পিতা ও গ্রামবাসী আগুয়ানদের পাঠিয়ে স্ত্রী-পুরুষ মিলে জল-বিবাহ করতে চলে যায়। বরের মা একটা ডালা নিয়ে যায়; এতে আতপ ধান, আতপ চাল, দুর্ব্বাঘাস, একটা মুরগীর ডিম, তেল-সিন্দুর, ও একগাছা সুতা থাকে। বরের কাকীমা তরোয়াল ধরে, ও তার পিসীমা একটা তীর-ধনুক হাতে নেয়। দুই জন আইও সুতার বিড়ার উপরে দুটি কলসী কনের কাপড়ে ঢেকে মাথায় রাখে; এদিগকে "শুভ কলসী" বলে। বরের ভগ্নীপতি বামন সেজে কোদাল নিয়ে যায়, আর জগমাঁঝি স্বয়ং হাঁড়ি আর ঠোঙা নিয়ে যায়; অন্যান্য সকলে কেবল দর্শকমাত্র। ডাবরধারিণী, তরোয়ালধারিণী, ও তীর-ধনুকধারিণী নাচতে নাচতে ঘাটে চলে আসে। ঘাটে এসে তিনপাক নেচে নেচে ঘুরে। সেখানে বামন জলের পাশে একটা ছোট গর্ত্ত খনন করে; এবং গর্ত্তেতে জল এনে ভরে দেয়। তখন জগমাঁঝি তিন কোনে তিনটি তীর পুতে দেয়। পাঁচপাক সুতা তাতে জড়িয়ে দেয়; আর একটি মুরগী ডিম তীরের নিকট বসিয়ে দেয়; আর প্রত্যেক তীরের নিকট

পাত্রের ঘরে জলবিবাহ

কড়ি বেখে দেয়; তারপরে তীরগুলিতে সিন্দুর মেখে দেয়। এরপর প্রধান পর্ব্বতদেবতাকে একপাত্র মদ, মৃত মাঁঝিকে একপাত্র, ও আর একপাত্র মদ বৃদ্ধ সর্দ্দারের নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশিষ্ট মদ সকলে মিলে পান করে।

পরে বরের মা, কাকী ও পিসী তিনবার নেচে নেচে ঘুরে এবং তাদের পেছনে পেছনে আইও দুইজনও ঘুরে; আর তাদের পেছনে পেছনে আরও পাঁচজন লোক ঘুরে। তারপর ধনুকধারিণী জলে তীর ছাড়ে, আর তরোয়ালধারিণী জল কাটে, আর আইও দুইজন জল তুলে। পরে তারা ঘরে ফিরে সকলে মণ্ডপের নিকট উপস্থিত হয়। পরে জগমাঁঝি বামন-যুবককে বলে, "সেখানে ঘাটে যেমন খুঁড়েছিলে এখানেও তেমনি উঠানে খুঁড়।" সে খুঁড়ে একটা গর্ত্ত করে; জগমাঁঝি এর তিন কোণে তিনটি তীর পুতিয়া দেয়, আর তীরগুলিতে পাঁচপাক সূতা জড়িয়ে দেয়, এবং বলে "ওগো, আইও মেয়েরা তোমাদের শুভকলসী দুটি এখানে রাখ।" তারপর কলসী দুটি সেখানে রাখে।

পরে জগমাঁঝি বলে, "এসগো, তিনজন আইও এস, মন্দিরের খুঁটী ধর।" বরকে সেখানে নিয়ে আসে; তখন জগমাঁঝি আইওদের বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী মৌগাছের খুঁটীতে বেঁধে দেয় এবং তাদের ডান হাতে একটা ধান দিয়ে না ভেঙ্গে চাল বের করতে দেয়; তারা চাল বের করে; জগমাঁঝি তখন তাদের অঙ্গুলী খুলে দেয়। পরে সূতা ডান কাণে ও ডান পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে জড়িয়ে পাক দিতে থাকে। সে একজন যুবককে বলে, "তিনটা আমপাত নিয়ে এস।" সে এনে দেয়; আরও বলে, "তিনগোছা দুর্ব্বাঘাস, তিনটা গোটা আতপ চাল (যেন ভাঙ্গা না হয়) নিয়ে এস, আর হলুদ জলের

একটু ছিটা দেও। আইওরা যে চাল করেছিল সেই চাল তিনটি আর দুর্ব্বাঘাস যুবকটি এনে দেয়। পরে সেই চাল ও দুর্ব্বাঘাস আমের পাতায় জড়িয়ে উহা বরের দক্ষিণ হাতে পাকান সূতা দিয়ে বেঁধে দেয়।

তারপর বামন যুবক জগমাঁঝিকে বলে, "এখন জামাইকে কামাও।"

বরের ক্ষৌরকর্ম্ম

তাকে কামান হয়। নাপিত দুই পাই চিড়া, দুই পাই চাল, লবণ ও তামাকে পেয়ে থাকে। তারপর তাকে মণ্ডপের জলের দিকে নেওয়া হয়। দুটা লাঙ্গলের জোয়াল ও একখানা তরোয়াল ও আনা হয়; জোয়ালের উপর বরকে বসান হয়, আর তার সাম্নে তার পিতা মাথার উপরে তরোয়াল তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। জগমাঁঝি ঘটিতে করে শুভকলসীর জল তরোয়ালে ঢেলে দেয় এবং সেই জল পিতার পেছন দিকে বসান বরের মাথায় ঝরে পড়ে। পরে তরোয়াল তুলে নেয় এবং শুভকলসীর জলে জামাইকে স্নান করান হয়।

তারপর বরযাত্রীরা প্রস্থানের উদ্যোগ করে; বরের ঘরে ভাত খায় ও হাঁড়ী পান করে। আইওরা তেল হলুদ মাখিয়া জামাইকে মালা ও হাসলি পড়িয়ে দেয় এবং চোখে কাজল দেয়। তখন গান হয়,

কতদূরে কতদূরে শ্বশুরঘর,
কতদূরে কতদূরে শ্বশুরঘর,
এখানেও গাঙনদী ওখানেও গাঙনদী,
তার মাঝে গো বাছা তোমার শ্বশুরঘর।

অবশিষ্ট তেল ও হলুদ ঘটকের জিম্মায় দেওয়া হয়। তখন জগমাঁঝি ঘরের পিতামাতাকে বলে, "দেওত কনের সাড়ী, তার মার রঙীন সাড়ী, তার ঠাকুমা ও দিদিমার সাড়ী, পাকান পাগ্‌ড়ী, তেল সিন্দুর, নিমপাতা এরণ্ড পাতা ও কয়টি তুষ বের করে দেও।" তারা এসব বের করে

ডালাতে সাজিয়ে দেয়। ঘটকের জিম্মায় দিয়ে বলে, "এই যে এগুলি তোমরা দেখে নেও।"

তারপর বামন-যুবক পাঁচটা শালপাতা, এক পুরিয়া সিন্দূর ও একমুষ্টি আতপ চাল চায়। সেগুলি দিয়ে একটা পুঁটলি বাঁধে। পরে বামন-যুবক বরের মাথায় একটা পাগড়ী বেঁধে দেয়। তখন সকলে মিলে বরযাত্রী বের হয়। বরের মা এক ঘটি জল ও একপাত্র গুড় নেয়, আর বরের বাপ টাকা বেঁধে নেয়। সকলে মাঁঝির বাড়ীতে আসে। সেখানে বরের মা ছেলেকে কোলে ক'রে পাটিতে এসে গুড় খাওয়ায়; এবং মুখ ধোয়াইয়া কিছু জলও খাওয়ায়; তখন বর মুখে একটা টাকা রেখে দেয়, আর তার মা তাকে মাই খাওয়ায়; মা হাত পাতে ও ছেলে উদ্গার করে টাকাটা ফেলে দেয়। একেই (Breast) "নুনু" টাকা বলে, আর এটা মার প্রাপ্য। তারপর বর, মাঁঝি, কোলবর, আইও প্রভৃতি সকলের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে। মাঁঝির নামে একপাত্র হাঁড়ি ও উৎসর্গ করে।

কনের গ্রামের দিকে গমনোদ্যোগ

আইওরা জামাইকে কোলে ক'রে রাস্তার মোড়পর্য্যন্ত দিয়ে যায়। সেখান থেকে তারা ফিরে আসে আর ঘটক তাদের নিয়ে কনের ঘরের দিকে রওনা হয়। আজকাল ঢাকঢোল, রামসিঞা, ভেরী, চৌদাল, হাওই, বন্দুক প্রভৃতি ধনীলোকেরা সঙ্গে নিয়ে যায়; কিন্তু পূর্ব্বে এসব ছিলনা, এবং বাজনা বাজাতে ডোমদেরও নিযুক্ত করা হ'ত না।

বরযাত্রীরা কনের গ্রামে এসে হাজির হয়। রাস্তার মোড়ে তারা অপেক্ষা করে; ঘটক গিয়ে কনের বাড়ীতে খবর দিয়ে বলে, "ওহে

কনের গ্রামে বরযাত্রী

আমরা এসেছি, যদি কিছু বাকী থাকে শেষ করে ফেল।" তারা জবাব দেয় "আমরা সব শেষ করেছি।" তখন জগমাঁঝি পেয়াদা পাঠিয়ে গ্রামের লোকদের খবর দেয়। তারা

সকলে এসে তেল হলুদ মাখে ও হাঁড়ি পান করে। সধবা মেয়েরা সিন্দুর পরে; কুমারী, স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা মেয়েরা ও বিধবারা সিন্দুর পরে না।

পরে জগমাঁঝি পেয়াদার কাঁধে এক কলসী জল নেয় ও নিজেও পাতা দিয়ে ঢেকে এক ঘটি জল নিয়ে বরযাত্রীদের কাছে আসে। তারা সেখানে নাচতে থাকে; জগমাঁঝিকে দেখে ক্ষান্ত হয়। জগমাঁঝি ও পেয়াদা বলে, "ভাই সব, জল খেয়ে নেও।" জগমাঁঝি জলের ঘটি এগিয়ে দেয়, আর তারা দুহাতে ধরে নেয়। তারপর প্রণামাদি ক'রে বরযাত্রীরা জলপান করে।

বরের শান্তিজল

তারপর কনের মা একঘটি জল ও মাথায় এক পাই গুড় নিয়ে কন্যাযাত্রী, আইও, ও গ্রামের মেয়েদের নিয়ে রাস্তার মোড়ে জামাইকে শান্তিজল দিতে আসে। বরযাত্রীদের কাছে এসে ঘটককে বলে, "জামাইকে দেও, গুড়জল খাওয়াব।" তখন বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী প্রণামাদি ক'রে একত্রিত হ'য়ে নাচ্‌তে আরম্ভ করে। ঘটক কনের মাকে ব'লে, "এই যে জামাই;" জামাই শাশুড়ীকে ও আর দুই একটি মেয়েকে প্রণাম করে। অন্যান্য মেয়েরা ও আইওরা জামাইকে দেখে অত্যন্ত গালিগালাজ করে গান ধরে।

আজ কথায় আজ আওরে, কাল কথায় কাল আওরে,
কত বড় সদাগরের বেটা আদা রাতে বিদায় দিলে করে।

তোর মায়ী কুকুর সঙ্গে সুতালং
তোর মায়ী বিড়াল সঙ্গে সুতালং,
ছিও, ছিও, নকটিও,
আমার বিচি না ছুইওরে।
আগে বল্‌ত কচি কচি ছেলে,
এখন দেখি বড় বড় দাঁত,

ছাগলের মত বিশ্রী কপাল।
মায়ের, প্রেম. ওগো বাছা,
বাপের সোহাগ, ওগো বাছা,
ডুমুরের মত পেকে গেছ, ওগো বাছা।
বরের বাপ মা বলে "আমার ছেলে
জয়নগরে তেলের বেপারী,
আর নুনের বেপারী,
তেল না নিয়ে তেলের বেপার,
নুন না নিয়ে নুনের বেপার।"

তারপর কনের মা বরের উরু ধোয়াইয়ে মুখ ধোয়ায় ও গুড় খাওয়ায়। গুড় খাওয়ার পর আবার জল খাওয়ান হয়। এইরূপে বামন ও কোল-বরকেও গুড় খাওয়ান হয়।

তারপর আইওরা বরকে ও তাহার সঙ্গীকে কোলে করে গ্রামের প্রথম বাড়ীর উঠানে নিয়ে আসে। জগমাঝি একঘটি জল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসে; বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী পেছনে পেছনে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আসে। আইওরা সেই উঠানে বরকে ও তার সঙ্গীকে নামিয়ে গুড় জল খাওয়ায়। ঘরে ঘরে এইরূপ গুড় জল খাওয়ান হয়। তারপর জগমাঝি গ্রামের বাইরে বরযাত্রীদের তাদের আড্ডায় নিয়ে যায় এবং সেখানে বলে, "এই তোমাদের বাসা, এখন তোমরা সুবিধা করে নেও।" সেখানে বরযাত্রীরা তাদের নিজে-দের ভাত খায় ও হাঁড়ি পান করে।

গুড় খ ওয়ান

পরে জগমাঝি কনের বাড়ীতে এসে বলে, "ওগো জামাইকে স্নান করাতে এস।" তারা এক বাটি তেল, একবাটি হলুদ, এক কলসী জল, একটা পাটি, একখানা পিড়ি, আর বরের জন্য একখানা ধুতি ও

চাদর বের করে এবং জগমাঁঝি বাজনা বাজাতে বাজাতে বরযাত্রীদের আড্ডায় তাদের নিয়ে যায়। সেখানে জগমাঁঝি বলে, "বরকে দেও।" বর দাঁড়ালে ঘটক তার হাত ধরে মেয়েদের নিকট নিয়ে আসে। তারা পাটি পেতে বরকে বসায় এবং কনের তিন ভগিনী তেল মাখিয়ে খুব রগড়ায় (প্রায় চাম উঠে যায়), আর মাথা চিরুনী দিয়ে আঁচরিয়ে দেয়। এইভাবে শেষ হয়।

পরে পাটি তুলে পিড়ি আনে এবং জামাইকে পিড়িতে বসায় এবং এক কলসী জল দিয়ে তাকে স্নান করায়। স্নান হ'লে জগমাঁঝি বলে "জামাই, ভিজে কাপড় কি করে ছাড়বে?" তখন জগমাঁঝি ধুতি আর চাদর এনে মেয়েদের দেয় এবং তারা জামাইকে দেয়। জামাই ভিজে কাপড় ছেড়ে সেই ধুতি ও চাদর পরে। তখন আইওরা বলে "ফুলত ফেলে দিলে, এখন কি সিদ্ধ করব?" তখন বরযাত্রীরা এক পাত্র হাঁড়ি দান করে। সেই হাঁড়ি মাথায় নিয়ে জগমাঁঝি ঘরে চলে আসে; সেখান থেকে যে যার ঘরে চলে যায়।

কি করে ফুল ছাড়বে অর্থাৎ শুদ্ধ হবে

তারপর মাঁঝি জগমাঁঝি ও পেয়াদাকে ডেকে বলে, "গ্রামের ছোট-বড় সকলকে খবর দেও, আমরা সকলে মিলে সিন্দুরদান দেখব।"

সিন্দুরদান

সকলে একত্রিত হ'লে ঘটককে বলা হয়, "তোমারা ও সেজে এস, সিন্দুরদান দেখবে।" তারা আসে। তখন গ্রামের পাঁচজন জগমাঁঝি ও পেয়াদাকে বলে, পাঁচটা আম-পল্লব নিয়ে এস।" তারা নিয়ে আসে। বরযাত্রীরা কনের উঠানে নাচতে থাকে।

পরে কনেপক্ষ বলে "বরযাত্রীদের পাঁচজন ভিতরে এস" তারা ঘরের ভিতরে যায় এবং হাঁড়ি পান করে। বাইরে বামন. যুবক বরকে

কাঁধে নিয়ে দাঁড়ায়। তখন ঘটক বলে "কনের ছোট ভাই কাপড়ের জন্যে খুব কাঁদছে।" পাঁচজনে বলে, "তাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে এস।" কনের ভগ্নীপতি তাকে কাঁধে করে নিয়ে আসে। পরে একেও জামাইকে একত্র করা হয়; দুইজন লোক ঘটীর জলে ও আমপল্লব পাঁচটী তাদের তুলে দেয়; বরপক্ষের পাঁচজনে বলে 'জামাইবাবু, বৌর ভাইএর মাথায় আমপাতা দিয়ে তিনবার জল ছিটিয়ে দেও।" কন্যাপক্ষের পাঁচজনও কন্যার ভাইকে বলে, "তুমিও জামায়ের মাথায় তিনবার জল ছিটিয়ে দেও।" তারা দুইজনে জল ছিটাছিটি করে। পরে সকলে জামাইকে বলে "ওর পাঁগরি বেঁধে দাও।" জামাই ছেলেটির পাঁগড়ি বেঁধে দেয়। সকলে বলে, "ওকে চুমা খাও।" সে চুমা খায়। তখন তারা দুইজনে মুখ থেকে চিবান জল পরস্পরকে নিক্ষেপ করে। পরে পাঁগড়ি বাঁধা ছেলেটিকে মাটিতে নামান হয়।

জামাই ও কনের ছোট ভাই

তারপর সকলে বলে, "এবার কনেকে আন"; বাড়ীর ভিতরে কনেকে সাড়ীপরিয়ে একটা ডালাতে বসান হয়; জগমাঁঝি বরযাত্রীদের বলে "ওহে, বরযাত্রি এই তোমাদের কনে!" ঘরের উঠানে যেখানে বরকে কাঁধে করে রাখা হয়, কনেকেও সেখানে আনা হয়। কনেকে ধরে উপরে তোলা হয় এবং বরের সঙ্গে মুখোমুখি করে। তখন তাদের দুইজনের মধ্যে একটা কাপড় দিয়া পরদা টানিয়ে দেয়। কন্যাপক্ষের জগমাঁঝি কনেকে একঘটি জল তুলে দেয়, আর বরপক্ষ বরকে একঘটি জল তুলে দিয়ে বলে, "ওহে, বাবু, আমপল্লব দিয়ে কনের মাথার তিনবার জল ছিটিয়ে দাও।" কন্যাপক্ষও কনেকে বলে 'মা, তুমিও আমপাতা দিয়ে জামাইর মাথায় তিনবার জল ছিটিয়ে দাও।" তারপর দুইজনে জল ছিটাছিটি করে।

তারপর বামনযুবক জামাইকে পাঁচটি শালপাতা তুলে দেয়; উপরের

পাতায় সিন্দুর মাখান থাকে। বরপক্ষ বরকে বলে, "কনের মাথা থেকে ঘোমটা সরিয়ে দেও।" বর ঘোমটা সরিয়ে ফেলে এবং কনের মাথার উপর বামহাতে সিন্দুর ধরে থাকে। তখন বরপক্ষ বলে "কিছু সিন্দুর মাটিতে ফেলে দাও;" কিছু সিন্দুর মাটিতে ফেলে দেয়। পরে তারা বলে "এখন ডানহাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দিয়ে কনের কপালে পাঁচবার সিন্দুর লাগাও; সিন্দুর লাগান হয়। তারা আবার বলে, "বামহাতে কনের গ্রীবাদেশ ধর এবং পাতার অবশিষ্ট সিন্দুর কপালে লেপে দেও।" বর সিন্দুর কপালে লেপে দেয় এবং সকলে তখন "হরিবোল" বলে। পরে বামনযুবক বরকে নীচে নামায়। বরপক্ষ বরকে বলে "ডালা থেকে কনেকে কোলে করে নামাও;" কনেকে নামান হয়। তখন কনের দিদি এসে বর ও কনের কাপড় জড়িয়ে এককরে গাঁট দিয়ে দেয়।

বরণ

তারপর কনের মা ও দুই জা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে—কিছু দুর্ব্বাঘাস, কিছু আতপ ধান, কিছু আতপ চাল, তিনটা চালের গুড়ির ডেলা তিনটা গোবরের ডেলা, একখানা থালাতে সাজায় আর এক পাত্র হলুদ ও এক পাত্র তেলও থালাতে রাখে। থালা হাতে নিয়ে তারা বাইরে বর ও কনের নিকট আসে। কনের মাতা থালা নিয়ে তাদের তিনবার বরণ করে; আর থালার দুর্ব্বাঘাস, আতপ ধান, আতপ চাল কিছু নিয়ে আবার তাদের তিনবার বরণ করে, এবং সেই চাল, ধান ও দুর্ব্বাঘাস তাদের পেছন দিক হইতে ছড়িয়ে ফেলা হয়। তারপর তেল ও হলুদ মিশিয়ে জামাইর দুই গালে লেপে দেয়, আর জামাইও নিজে হাতভরে পাত্র হইতে হলুদ নিয়ে শাশুড়ীর দুইগালে লেপে দেয়। তারপর কনে, বামন, আর সঙ্গী দুইজনকে কনের মাতা সেরূপ তেল হলুদ মাখায়, আর তারাও সেরূপ ফিরে মাখায়। কনের মা ও-জা দুইজনও এইরূপ করিয়া থাকে।

বরণকারিণীদের মধ্যে দুই জনা বাড়ীর ভিতর গিয়ে একজনে একটা আগুনের মালসা আর একজনে একটা "তোক" (হামাল দিস্তা) নিয়ে বাইরে আসে। মালসার আগুন বরকনের সামনে রাখা হয়; পরে কনের মা ডানহাতে 'তোক' করে আগুনের মালসার উপর বরণ করে এবং বামহাতে আগুনকে প্রণাম করে। তারপর বামহাতে তোক ধরে ডান হাতে আগুন নমস্কার করে; আবার ডান হাতে তোক ধরে বামহাতে আগুন নমস্কার করে। পরে জা দুইজনে ও তোকনিয়ে সেরূপ করে। শেষটীর এই প্রকার বরণ করবার পর তোক দিয়ে আগুনের মালসাটি ভেঙ্গে দিয়ে ঘরের ভিতর পালিয়ে যায়। এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডকে "পারচাউ" বলে।

পারচাউ

তারপর কনের দিদি, যিনি বরকন্যাকে একত্র করে গাঁট দিয়েছেন, ঘটিতে জল এনে তাদের পা ধোয়াইয়া দেয়। বামহাতে কনেকে ধরে ঘরের ভিতর লইয়া যায় আর ডানহাতে ঘটীর জল ঢালতে ঢালতে যায়; আর বামন প্রভৃতি পেছনে পেছনে যায়। ঘরের দুয়ারে কনের ছোটবোন আটক করে; আটক না করতে পারলে দরজা বন্ধ করে দেয়; একেই বলে সিংদুয়ার; জামাই একটা পয়সা দিলেই দরজা খুলে দেয়।

ঘরের ভিতর পাটিতে সকলে বরকন্যাসহ বসে। পরে আইওরা এসে গায় তেলহলুদ মাখায় ও হাত ধোয়াইয়া দেয়। তারপর তাদের ভাত খেতে দেওয়া হয়। কনের ছোটভাই ভাত কেড়ে খায়; জামাইও একগ্রাস খায়; পরে দুইজনে ভাগ করিয়া খায়। আহারের পর আবার হাত ধোয়ান হয় এবং বামনী বরকন্যার গাঁট খুলে দেয়। পরে বর ও তার সঙ্গীরা বের হয়ে গোয়ালে (অর্থাৎ বৈঠকখানায়) এসে বসে।

তারপর কনের বাপ ও তার বেয়াই, ঘটক ও জগমাঁঝি জলভাত খেতে বাড়ীর ভিতরে আসে। ঘর থেকে বের হয়ে বরের পিতা উপোস থাকে;

হাঁড়ি আর ভাত দেওয়া হয়; খেয়ে তারা গোয়ালে আসে; বর যাত্রীরা উঠানে থাকে।

তারপর মাঁঝি ও জগমাঁঝি ঘরে ঢুকে এবং দুই পাত্র করে সকলকে হাঁড়ি খেতে দেয়। কনের পিতামাতা বলে "এস, বরযাত্রীদের সব নিয়ে এস। আমরা মণ্ডপের নীচে গিয়ে বসি।" মণ্ডপের চারিদিকে খড় বিছিয়ে বিছানা করে এবং সকলকে ডাকে। তারা এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন কন্যাপক্ষের জগমাঁঝি বরপক্ষের জগমাঁঝিকে ডেকে বলে "ওগো (অমুক) মাঝিসাহেব!" তিনি উত্তরে বলেন "কি সাহেব!" জগমাঁঝি বলে "ঝুড়ির মত শরীরটা নামিয়ে বস।" বরযাত্রীরা সকলে বসে। তারপর একঘটি জল ও একখোরা তামাক এনে তাদের সামনে রাখা হয়।

মণ্ডপের নীচে বরযাত্রী

তারপর কন্যাপক্ষ বরপক্ষের মাঁঝিকে ডেকে বলে, (অমুক) "মাঁঝিসাহেব!" উত্তরে সে বলে "কি সাহেব?" তারা বলে "আমরা এক জায়গায় বসে এক হয়ে যাই, কেমন আপনাদের কুশলত?" বরপক্ষ বলে "আজ্ঞে, দেখুন আপনারা আমাদের খোঁজ নিয়েছেন, আমাদের তেজ পাহাড়ের মত বেড়ে গেছে; বাশের মাদুরের মত আমাদের বুক ফুলে উঠেছে; আমাদের পরমায়ু পাঁচহাত বেড়ে গেছে; আমাদের দাড়ী শিংএর মত বেড়ে গেছে; সাহেব, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমরা সব কুশলেই আছি।" তারপর কন্যাপক্ষও বলে, "৺ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আমাদেরও মঙ্গল।" তখন গান করা হয়।

আইও গো যাইও নাইওর,
বাবা হে না যাইও রাজ-দরবার,
আজত গো বাবা যাওরে বরযাত।
জাওয়াই দেগো বিটি * জাওয়াই দেগো।

* Woman

দুয়ারে আছে বিটি (ঝি) রাইচন্দন গোবর হো,
বেছেত দিব বিটি সোনার পিঁড়া হো,
খেতেত দিব গুয়া পান।
আইস কুটুম বইসো কুটুম,
মোদের আঙ্গিনায়!
আগুতে বৈসা লও রায়হো ফল্না রায়।
তার পিছে বৈসা লও দশ কুটুম
আনসে বহিনি এক "লোটা" পানি জো
আনসে বহিনি এক ছিলিম "তামাকু",
হুকা তামাকের বড় ব্যবহার।

*   *   *   *   *

তারপর মাঁঝি পারাণিক হ'তে আরম্ভ করে গ্রামের সকলে ও বরপক্ষ হাঁড়ি পান করে, তখন জগমাঁঝি বলে, "দেও বাবা, এবার পণের বাকী টাকা গুলো দিয়ে দাও; এখন বাইরে এস।" তারপর গান হয়,

ফেল বাবা, ফেল বাবা,
পুটির (পুটিমাছ) মত টাকা গো।
ফেল বাবা, ফেল বাবা,
মাছের রক্ত সোনা গো।
ছাড় বাবা, ছাড় বাবা,
পুটির মত টাকা গো।
ছাড় বাবা, ছাড় বাবা,
মাছের রক্ত সোনা গো।
কে ব'লে দিবে গো,
পুটির মত টাকা গো,

কে দিবে এ সভায়,
মাছের রক্ত সোনা গো,
ফল্না রায় বলেছে,
পুটির মত টাকা গো,
মহাজন দিবে গো।
মাছের রক্ত সোনা গো।

তারপর ঘটক জগমাঁঝির হাতে পণের বাকী এক (কি দুই, কি তিন, কি পাঁচ) টাকা দিয়ে বলে, "এই নেও, বাবা, পণের বাকী টাকা।" টাকা দিয়ে, মাঁঝি ও অন্যান্য সকলকে প্রণাম করে। তখন ঘটক কনের মার, ঠাকুমার ও দিদিমার সাড়ী বের করে দেয়। সকলে সাড়ী মেপে দেখে ও বলে "বেশ হয়েছে।" তারপর কনের মা ও তার দুই দিদিমা সাড়ী পরিধান করে। তারপর গান হয়।

মাতো নিলে ঝিলিমিলি সাড়ী গো
বাপতো নিলে মুঠাভরা টাকা হো।
ভায়াতো নিলে বরদা
এক পাইলা ধান দিয়ে,
কিনলুম সিন্দুর গো,
জনমে জনমে রহি গেল।
ছিড়ে ফিরে গেল কাপড়া গো,
ভেঙ্গে চুরে গেল মুঠাভরা টাকা গো।
ছিড়ে গেল বরদা।
এক পাইলা ধান দিয়ে,
কিনলুম সিন্দুর গো,
জনমে জনমে রহি গেল।

* * * * *

তারপর কনের বাপ মণ্ডপের খুঁটীর চারিদিকে গোবর দিয়ে লেপে দেয়। পরে একটা পাতায় চাল এনে রাখে। একপাত্র হাঁড়ি ও চারিটা ভাণ্ড আনে; খাসীটাকে সেখানে এনে চাল খেতে দেয়। তার গলায় একটা লাঠি লাগিয়ে দেয়।

খাসী

তখন জগমাঁঝি খাসীর গলায় দড়ী ও লাঠি ধরে গ্রামের সকলকে ডেকে বলে, "এদিকে আসুন;" তারা সকলে এসে খাসীর মাথায় জল ঢেলে দেয়। তখন জগমাঁঝি বরযাত্রীদের বলে "আসুন, আপনারা এসে শাকপালা তুলে দিন!" তখন গান করা হয়।

খাঁড়া ধর, খাঁড়া ধর, রাউতা পাইকা,
জোড়া জোড়া খাসী রাউতা উঠালও,
দেও হো রাউতা খাঁড়াকো চোট্।

তখন বরপক্ষের একজন উঠে সকলের কথামত তরবারি এনে খাসী-টাকে কেটে ফেলে। জগমাঁঝি ভিতরে গিয়ে পাতায় চাল নিয়ে আসে; এবং খাসীর মাথাটা চালের উপর রাখা হয়। জগমাঁঝি আবার ঘরে ঢুকে হাঁড়ি, দুটা ভাণ্ড ও তিন চারটা খোরা বের করে নিয়ে আসে।....সকলে আবার মদ পান করে।

পরে বরযাত্রীরা কনের পিতামাতার কাছে থেকে পণের পরিবর্ত্তে উপঢৌকন পায়, যেমন, একটা ছাগল, পাঁচপাই চাল, লবণ, হরিদ্রা, তেল আর এক হাঁড়ি মদ।.......সকল বরযাত্রীরা এ সব জিনিষ উপভোগ করে।

তারপর খাসী কাটা হ'লে পর তার মাথা ও একসের চাল জগ-মাঁঝি বরযাত্রীদের নিকট এনে বলে, "ওগো, আপনারা তখন শাক তুলতে বলেছিলেন, এবার শাক তুলে এনেছি, নিন।" বরযাত্রীরা খাসীর মাথা ও চাল দিয়ে "সুরুয়া" (পোলাও) করে খায়। একভাগ জগমাঁঝির জন্য রাখে।

জগমাঁঝি এসে তার পঞ্চম ভাগ "সুরুয়া" (পোলাও) আদায় করে। সে বরযাত্রীদের বলে "আসুন এবার আমাদের পঞ্চাইতি দিন।"

পঞ্চাইতি টাকা

বরযাত্রীরা এক পাত্র হাঁড়ি শিকায় ঝুলিয়ে দেয় এবং এক লোটা হাঁড়ি ঝগমাঁঝিকে দেয়। জগমাঁঝি সেগুলি নিয়ে আগে আগে যায়; আর বরযাত্রীরা বাজনা বাজাতে বাজাতে পেছনে পেছনে যায়। তারা মাঁঝির গৃহে এসে উপস্থিত হয়; গোয়ালে খড়পেতে সকলে বসে।

পরে বরযাত্রীরা মাঁঝিকে বলে "ওহে মাঁঝিসাহেব, গ্রামের সকলকে ডাক, আমাদের একেলা হলে চলবেনা।" তখন গ্রমের সব মেয়েপুরুষ একত্রিত হয়। জগমাঁঝি বলে "মাঁঝি বাবা, এখন তুমি আমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজনের ভালমন্দ জিজ্ঞাসা কর।" তখন মাঁঝি আরম্ভ করে, "তবে মাঝিবাবা দুপরানে পরানগত, লরে লেড়কা অনেধনে, চাকর চাকরানী, মজুর মজুরানী, পিতামাতা, অজা-পিতা, কাকী-খুড়ো, ভাইপো ভাগিনা, ভাইবোন,......আপনাদের সব কুশলত ?" মাঁঝি ও পারাণিক বরযাত্রীদের আবার জিজ্ঞাসা করে, "কি সাহেব, আপনারা এতদূর এসেছেন, আর কতদূর যাবেন ?" তারা জবাব দেয়, "অমরা এ পর্য্যন্তই পা বাড়িয়েছি।" তখন মাঁঝি বলে "বনের ভিতর যেতে যেতে কাঠ খুজিবে; এটা লাঙ্গলের ফাল হবে, এটা জোয়াল হবে, এটা চাকা হবে এটা বাট হবে; আর গ্রামের ভিতর গেলে পাত্র খুজবে; এটা হাড়ি হবে, এটা পাতিল হবে, এটা কলসী হবে, এখন আপনারা কিরকম পাত্র চান ?"

বরযাত্রীরা তখন উত্তরে বলে "আমরাত একটা ভাঙ্গা পাত্র (অর্থাৎ একজন নষ্ট স্ত্রীলোক বিধবা অথবা তালাক দেওয়া মেয়ে) খুঁজছি।" মাঁঝি বলে "সাহেব, সেরকম পাত্রত এখানে জুটবেনা; আপনারা 'বাণিজ-

বেপার' করেন, কিরকম পাত্র চান হীরার কি মাণিকের?" বরযাত্রীরা বলে, "আমরা ত হীরাই চাই, কিন্তু এখানে ত 'হাটবাট উঠে গেছে, ভাল হীরা কোন হাটে মিলবে?" তখন মাঁঝি জিজ্ঞাসা করে "তিনের হাটে কি পাঁচের হাটে চাও?" বরযাত্রীরা বলে, "সাহেব, আমরা ত হাট-বাট চিনি না; আমরা তোমাকে ধরেছি, তুমি আমাদের হাটের সব সওদা কিনে দাও।" মাঁঝি বলে, অপেক্ষা কর, মিলবে।" তারা বলে, আমরা যে উপোষ করে আছি!" মাঁঝি বলে, "হাট ত ভেঙ্গে গেছে, এখন যে আর পাবেনা, এখন দেখ পিছিয়ে পড়লে, কেন পিছিয়ে পড়লে?" বরযাত্রীরা বলে, "কি করব মাঁঝি সাহেব আসতে আসতে দেখি একটা ষাঁড় মুখ দিয়ে বাচ্চা প্রসব করছে, এই দেখতে দেরী হ'য় গেল; সেখানে থেকে কিছুদূর এসে দেখি যে কতকগুলো মৌমাছি ঘাসের নীচে লুকিয়ে রস জমা করছে; সেখান থেকে এসে আবার দেখলাম জাম পেকেছে; ঘুঘুর লেজের মত ছোট একটা কুড়াল দিয়ে জাম পাড়লাম, তারপর কুড়ালটা একটা ছোট হরিণের মাথায় পড়ল, হরিণটা মরে গেল দেখলাম। আমরা আর কি করব? তারপর ঘাস তুলতে তুলতে এসেছি; তারপর বার বোঝা পাখী মেরেছি; এই সব করতে করতে দেরী হয়েছে। তারপর আবার দেখলাম একটা পাখী "জাতুর" নাচ/নাচতেছে, এটা দেখতেও বিলম্ব হয়ে গেল। আবার দেখলাম একটা পাখী সাতটা মাঠ জুড়ে পাহারা দিতেছে, এতেও দেরী হয়ে গেল।"

তখন কনেপক্ষ জিজ্ঞাসা করে "ভাল সাহেব, আপনারা এতদূর হ'তে এসেছেন, আপনাদের কেহ কি বাণিজ-বেপার কিম্বা গোমস্তাগিরি করেন না?" তখন গান হয়,

কহত কহ, কহত ভায়া,
কহত আপনার জাত,

না জান জাতি, না জান পাতি,
না জ্ঞান আপনার জাত।

বরযাত্রীরা বলে, "তবে শুনুন সাহেব. আমরা ছাগল-গরু চড়াতে গেছিলাম, অমুক আমাদের নায়ক। অমুক আমাদের গোমস্তা ছিল।" কনেপক্ষ তখন জিজ্ঞাসা করে, "আপনারা কটা বলদ নিয়ে কারবার করেন?" বরযাত্রীরা তখন ভাবে বরেরা কত ভাই এবং বলে. "সাহেব, তিনটা বলদ নিয়ে আমাদের কারবার।" কনেপক্ষ আবার জিজ্ঞাসা করে. "আচ্ছা আপনাদের ঢেকী কটা (অর্থাৎ মেয়ে কয়টি)?" বরপক্ষ বলে, "সাহেব, এতটা ঢেকী (মেয়ে)।" কন্যাপক্ষ আবার জিজ্ঞাসা করে, "আপনারা কোন ঘাটের জল খান?" বরের বাপ বলে. সাহেব, আমরা অমুক ঘাটের জলপান করি।" আবার প্রশ্ন হয়, "ভাল সাহেব. আপনারা কিসের বেপার করেন?" বরপক্ষ বলে, "আমরা হীরা মাণিকের বেপার করি।" তখন কন্যাপক্ষ বলে "হাট ত এখন ভেঙ্গে গেছে; অনেক দূরে হাট, একটু অপেক্ষা করেন।" তারা উত্তর দেয়, "আচ্ছা তবে অপেক্ষা করি।" কন্যাপক্ষ বলে, "মাঁঝিকে ধরেন, উনি আপনাদের সওদা কিনে দিবেন; আপনারা কি জিনিষ নিয়ে এসেছেন—তিল কি সরিষা?" তারা বলে "আমরা সরিষা এনেছি।" কন্যাপক্ষ বলে "আমাদের দেশে কিন্তু সরিষা ভারি সস্তা, আর হীরা খুব মহার্ঘ: তবে মাঁঝি যা করেন; তুলা ও আছে, নিক্তিও আছে, আপনাদের ইচ্ছামত মেপে দিবেন" তখন বরপক্ষ বলে. "আমরা মাঁঝির নিক্তিতেই ওজন করে দিব, তিনি যে হীরা দিবেন তাই নিব।" তখন গান হয়,

মাঠে বাটে "চাতানিতে" (প্রস্তরময় স্থান)
বেপারীদের ছাউনি গো,
না জানি বাবা,
কত সোণা গলছে গো।

না জানি বাবা,
কার শাঁখা তুলছে গো।
না জানি বাবা,
কে হীরামাণিক বেপার করছে গো।

কন্যাপক্ষ বলে, "আপনারাত মাঁঝিকে সওদা করতে ধরেছেন; এতে আরও কিছু টাকা লাগবে, দিবেন কি?" বরপক্ষ জিজ্ঞাসা করে, "আর কত লাগবে, সাহেব?" তারা বলে, "একসিকা চার আনা লাগবে।" বরপক্ষ বলে, "আর কি করব, লাগলে কি আর দিব না সাহেব?" জগমাঁঝি তখন বলে, "তবে দেন।" তখন জগমাঁঝির হাতে একটা টাকা পঞ্চাইতি বাবদ দেওয়া হয়। জগমাঁঝি সে টাকা হাতে নিয়ে গ্রামের সকলকে প্রণাম ক'রে বলে এই আপনাদের "মণ্ডলের টাকা"; এই বলে বরপক্ষকে প্রণাম করে। তারপর সকলে মিলে হাঁড়িপান করে।

তারপর কন্যাপক্ষের মাঝি বলে "এখানকার কাজ ভালরকম হয়েছেত?" বরপক্ষ বলে, "হাঁ, বেশ হয়েছে" মাঁঝি সকলকে দাঁড়াতে বলে। সকলে দাঁড়িয়ে পরস্পর অভিবাদন করে; আর বরযাত্রীরা নিজেদের বাসায় চলে যায়। এদের তিনজনকে ডেকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে যায় এবং সেখান থেকে তাদের উপযুক্তমত "সিধা" দেওয়া হয়। তারা সিধা নিয়ে বাসায় চলে আসে।

"গিড়ি চুমাউরা" বরণ

পরে কন্যাপক্ষের জগমাঁঝি বলে "এখন গ্রামের সকলকে ডাক, আমরা 'গিড়ি চুমাউরা' ক্রিয়া সম্পন্ন করব।" পেয়াদা গ্রামের সকলকে ডেকে একত্রিত করে। জগমাঁঝি ঠোঙ্গা করে লোটার জল হাতে করে বর-যাত্রীদের কাছে গিয়া বলে, "আসুন, 'গিরি চুমাউরা' দেখবেন।" তারা সকলে হাঁড়ি সঙ্গে নিয়ে আসে। একেই বলে

"ভাচি নাইলানি।" দুজনে কাঁধে করে দুটি ভাণ্ডে হাঁড়ি কনের বাড়ীতে নিয়ে আসে। বরযাত্রীরা পৌছলে ছাউনির নীচে খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। তারা সকলে সেখানে বসে।

পরে কনেপক্ষের জগমাঁঝি বলে, "আইওদের খোঁজ কর আর হরিদ্রা পিষ। তারা এলে বর কন্যাকে তেল মাখাবো।" আইওরা এসে বর কন্যাকে তেল মাখায়; তারপর তাদের ভাত খেতে দেওয়া হয়। তখন বর কিছুই মুখে দেয় না। জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলে না। তখন কনের বাপ বলে. "জামাই বাবা, এখন খাও, তোমাদের দুধ খেতে দিব।" তারপর একটা বাছুর স্বীকার করলে সে খায়। খেয়ে তারা উঠে পড়ে; আইওরা পাটি গুছায়, আর হরিদ্রা নিজেদের আঁচলে বেঁধে নেয়। তারপর চালক লোটাতে জল নিয়ে বাইরের উঠান আসে; সেখানে এসে দেখতে পায় যে মৌলগাছের খুঁটিতে কিছুই লেখা নাই।... পরে চালক পাতা দিয়ে বেশ করে লিখে দেয়। তখন জগমাঁঝি বলে "এখন তোমরা দুজনে বরকন্যাকে লিখিত জায়গায় চারিপাশে লোটাজল নিয়ে ঘুরপাক দেও।" তারা বর কন্যাকে সেরূপ ঘুরপাক দেয়। তারপর সকলে পাটিতে বসে। কনের মা ও তার দুই জা "কারওয়াল।" কলসী বার করে আনে এবং সঙ্গে একসের ধান কোচায় করে নিয়ে আসে। বরকন্যার সামনে ধান রেখে তার উপর কলসী রাখা হয়। কলসীর উপরে একটা ঢাকনি রাখা হয়, তেল এনে ঢাকনিতে ঢেলে দেয়। কনের মা একটা পলতা পাকিয়ে আলো জ্বেলে দেয়।

তারপর জগমাঁঝি কনের বাপকে বলে "এবার মদ নিয়ে এস।" তখন "ভাচি বাইসানি' হাঁড়ি বের করা হয়। বরপক্ষের একটি আর কনে পক্ষের একটি বালক হাঁড়ি পরিবেশন করে; দুজনে দুবাটি

মদ পায়। বর পক্ষের বালকটি বর পক্ষের হাঁড়ি কন্যাপক্ষকে আর কন্যাপক্ষের বালকটি কন্যা ।ক্ষের হাঁড়ি বরপক্ষকে দিয়া থাকে—দুইপক্ষেই মাঁঝি হইতে আরম্ভ হয়।

তারপর জগমাঁঝি বাড়ীর ভিতর গিয়ে কনের মাকে বলে, "এখন 'গিড়ি চুমাউরা' (বরণ) কাজ আরম্ভ কর।" তখন কনের মা ও তার জা-রা বের হয়ে আসে এবং গ্রামের অন্যান্য মেয়েলোক দুয়ারের নিকট থাকে; তারপর বরণ কাজ আরম্ভ হয়। প্রথমে কনের মা বরণ করে। একটা ডালাতে আতপ ধান. আতপ চাল, দুর্ব্বাঘাস, একজোড়া বয়লা ও একটি হাস্‌লি রাখে, এবং ডালাখানা বর কন্যার মাথার উপরে ঘুরায়; তারপর মুঠো ক'রে কিছু চাল, কিছু ধান, ও দুর্ব্বাঘাস নিয়ে দুজনকে বরণ করে, এবং তাদের পেছন দিক্ দিয়ে সেগুলি দূরে ফেলে দেয়; তার পর বরকন্যার সাম্‌নে বসে এবং বরের দুহাতে বয়লাজোড়া পড়িয়ে দেয় এবং মেয়ের গলায় হাস্‌লি পড়িয়ে দেয়। তারপর দুজনে মাকে প্রণাম করে। কনের মার জা-রা সেভাবে বরণ করে, তবে গয়নার পরিবর্ত্তে কড়ি দিয়া থাকে। তারপর মাঁঝির স্ত্রী, পারাণিকের স্ত্রী ও গ্রামের অন্যান্য মেয়েরা বরকন্যাকে গয়না পড়িয়ে দেয় অথবা কড়ি দেয়; বর ও কড়ি দিয়া থাকে। তার পর কনের ছোটবোন বরকন্যার পা ধুইয়ে দেয় এবং পুরস্কার চায়। বর তাহাকে এক আনা পয়সা দেয়। বরকন্যা উঠে ঘরের ভিতর যায় এবং জগমাঁঝি কড়িগুলি গ'ণে কুড়িয়ে বরের পিতার নিকট জিম্মা রাখে।

তারপর কনের পিতা, মাঁঝি ও জগমাঁঝি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। মাঁঝি কনের পিতাকে জিজ্ঞাসা করে "ওহে হাঁড়ি কতটা আছে?" কনের পিতা বলে "বরযাত্রীদের কুলাবে।" তখন মাঁঝি

জগমাঁঝিকে বলে "বরযাত্রীদের ডেকে নিয়ে এস; আর কনেকে বলে "এস মা, এবার বাপকে জল দিবে।" বরযাত্রীদের ডাকা হয়, কনে ও আইওরা সকলে বাইরে আসে; সঙ্গে সঙ্গে এক হাঁড়ি মদ ও এক লোটা জল বাইরে আনে। তারপর কনে ও আইওরা বর-যাত্রীদের সাম্‌নে এসে মাঁঝির কাছে লোটার জল রেখে যায়। মাঁঝি সে জল দিয়ে মুখ ধোয়। তারপর জগমাঁঝি এক বাটি মদ কনেকে দেয়, কনে সে মদ মাঁঝিকে দেয়। মাঁঝি সে মদ পান করে এবং বামহাতে কনেকে ধরে কোলে বসায়, একগাছা শাঁখা পড়িয়ে দেয়, ও চুমা খায়, কন্যা কোল থেকে উঠে মাঁঝিকে ঘুরে প্রণাম করে; তারপর এরূপ জগমাঁঝি পারাণিক, বরের বাপ জেঠাকে প্রণাম করে থাকে। তারপর কনে বাড়ীর ভিতর যায় এবং বর-যাত্রীরা তাদের বাসায় চলে আসে।

তারপর জগমাঁঝি কনের পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করে "রান্না হয়েছে কিনা।" তারা বলে "হাঁ, সব তৈয়ার বরযাত্রীদের খাবার জন্য ডাক দেন।" তখন জগমাঁঝি গ্রামের পেয়াদাকে ডেকে বলে, "যাও গ্রামের গুণী-গরিব ধনী নির্ধন সকলকে ভোজে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আন; আর আমি বরযাত্রীদের ডেকে আনছি।" সকলকে ডেকে আনা হয়; তারা ছাউনির নীচে বসে। তখন জগমাঁঝি গ্রামের ছোকরাদিগকে পরিবেশন করতে আজ্ঞা করে; তাদের কেহ ভাত দেয়, কেহ ঝোল দেয়, কেহ পাতা আনে। তারা মাঁঝি হ'তে আরম্ভ ক'রে সকলকে ভাতব্যঞ্জন পরিবেশন করে। ভোজের পর সকলে যার যার ঘরে চলে যায়। মেয়েদের এরূপ ভোজ হয় ও খেয়ে দেয়ে নিজেদের ঘরে চলে যায়। সিন্দুর দান পর্য্যন্ত বর কনের ঘরে থাকে।

তারপর হাঁড়ি পানের জন্য আবার জগমাঁঝি বরের বাপ এবং বরযাত্রীদের মধ্যে একজন কিংবা দুজন বৃদ্ধকে ডেকে নিয়ে আসে। তারা এলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। দুই বেয়াই একপংক্তিতে বসে এবং দুজনকে একসাথে হাঁড়ি দেওয়া হয়: তারা পরস্পরকে প্রণাম করে হাঁড়ি পান করে। তারপর আর সকলে হাঁড়ি পান করে। তখন এই গান হয়,

"রোলা" গণনা "রোলা" rafter

খুঁটি দেখ, খুঁটি দেখ, সুমুদিনি, (সম্বন্ধি)
খুঁটি দেখ শিবি বৃন্দাবন।
পাঁড় দেখ, পাঁড় দেখ, সুমুদিনি,
পাঁড় দেখ, শিরি বৃন্দাবন।
রোলা দেখ, রোলা দেখ, সুমুদিনি,
রোলা দেখ, শিরি বৃন্দাবন।
ঝাঁটি দেখ, ঝাঁটি দেখ, সুমুদিনি,
ঝাঁটি দেখ, শিরি বৃন্দাবন।
খেঁড় দেখ, খেঁড় দেখ, সুমুদিনি,
খেঁড় দেখ, শিরি বৃন্দাবন।
রোলার পরে চালের নীচে
কে রয়েছে বসেগো?
বৌ রয়েছে বৈঠকে গো?
রোলার পরে চালের নীচে,
অমুকে রয়েছে বসেগো,
অমুকে করছে মালি মামলা গো॥

ছোট বেয়াই, বড় বেয়াই
হাসিব খেলিব,
জীবন ভর বেয়াই
যমরাজা হ'তে হরিবোল।

তারপর হাঁড়ি পান শেষ হয়, এবং বরযাত্রীরা তাদের জায়গায় চলে যায়।

তারপর বরপক্ষের মধ্যে যার ইচ্ছা হয় সে গ্রামের বালকবালিকাদের নিয়ে মণ্ডলের নীচে নৃত্য করে, ঢাকঢোল বাজায়, ও বেশ করে গান করে। বরপক্ষের বুড়োরা বরপক্ষের ছোকরাদের যাবার পূর্ব্বে বলে "বাছা, নাচবে ত নাচ কিন্তু দেখ কার গায়ে হাত দিওনা, শাস্তি হবে।" বরপক্ষের কোন যুবক কনেপক্ষের কোন মেয়ের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে পারে না, কারণ তাতে খুব সাজা হয়; পরন্তু কন্যাপক্ষের কোন যুবক বরপক্ষের কোন মেয়ের সহিত ঠাট্টা-তামাসা করলে বিশেষ কেহ গ্রাহ্য করে না।

বরকন্যার বিদায়

পরদিন সকালে বরকন্যাকে জগমাঝি বাইরে আনে। জগমাঁঝি বলে "আপনারা সকলে প্রস্তুত হ'ন, আমি বর কন্যাকে এবার বের করব।" সকলে প্রস্তুত হয়; জগমাঁঝি বলে "একটা দিস্তা নিয়ে এস।" দিস্তা আনা হয় এবং সেটা কন্যাপক্ষের কারও নিকট জিম্মা দেয়। জগমাঁঝি কন্যার মাকে বলে "ওগো লোটাতে ও বাটিতে গুড় আর জল সাজিয়ে দাও, আর একটা পাটি নিয়ে এস।" কনের মা বলে, "আমরা সকলে প্রস্তুত"—এই বলে এক পাইলা ধান কন্যার আঁচলে বেঁধে দেয়। তখন জগমাঁঝি বলে "বুড়ো মাঝির হাঁড়ি কোথায়?" এক পাত্র হাঁড়ি তাকে দেওয়া হয়; সে হাত বাড়িয়ে নেয় এবং বলে

"আসুন সকলে বাইরে চলুন;" সকলেই বাইরে আসে। তখন কনে আঁচলে বাঁধা ধানগুলি ঘুরে ঘুরে বাড়ীর দুয়ারের দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রণাম করে। তারপর সকলে মাঁঝির নিকট আসে। বরযাত্রীরাও তাদের সঙ্গে সেখানে আসে।

বরযাত্রীরা নাচতে সুরুকরে, আর জগমাঁঝি মৃত মাঁঝির উদ্দেশ্যে মদ উৎসর্গ করে এরূপ মন্ত্র পড়ে থাকে, "দেখ মাঁঝি বুড়ো, বরকনের বিদায় উপলক্ষে তোমায় পূজা দিতেছি! দেখবে যেন এরা বনের ভিতর যেতে যেতে হুচট্ না পড়ে। কোন বিধবা কিংবা দুঃখী স্ত্রীলোক যেন এদের কোন মন্ত্র পড়ে যাদু না করে; পথে কিংবা জঙ্গলে যেতে যেতে যেন এদের কারও পেটব্যথা কিংবা মাথাব্যাথা না হয়! বছর ঘুরতে না ঘুরতে যেন এই বরকন্যার খাটের নীচে আমরা বুড়োরা যেন আবার কোলাকুলি করতে পারি; তুমি আগে, আমরা পেছনে, ভালয় ভালয় যেন বরকন্যা ও তাদের সাথীরা গন্তব্যস্থানে পৌছায়।" তারপর সকলে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ মিলে বরকন্যার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বাইরে দোরাস্তা পর্য্যন্ত অনুসরণ করে।

দোরাস্তায় পৌছিলে সেখানে একখান পাটি পেতে কনের মাকে বসান হয়। তারপর সকলে বরকে এনে শাশুড়ীর কোলে বসাইয়া দেয়। শাশুড়ী জামাইর মুখ ধোয়াইয়া দেয় ও তিনবার ক'রে গুড় খাওয়ায়। কনেকেও সেরূপ ভাবে গুড় খাওয়ায়।

গুড় খাওয়ান

তারপর কনের গ্রামের সকলে পংক্তি করে দাঁড়ায়—একদিকে পুরুষ আর অন্যদিকে মেয়েরা। তখন কনের মা বরকন্যাকে বলে "তোমরা মাঁঝি হতে আরম্ভ করে সকলকে প্রণাম কর।" তারা সকলকে প্রণাম করে। তারপর সকলে পরস্পর প্রণাম করে; পরে গান হয়।

উঠ ধনি, চল ধনি,
আপনারি ঘরে ধনি।
চল ধনি দশ বাড়ী দূর।
না জান তিতা,
না জান মিঠা,
না জান নানুয়ারে।
জানত "ফলনা" রায়ে,
জানত গাও ভাইয়া,
জানত দেশভারি লোক।

তারপর গ্রামের বুড়োদের ডেকে এনে পংক্তি করে বসায় ; বরযাত্রীরা ও মুখোমুখী হয়ে বসে ; তারপর গল্প আরম্ভ হয়। বর ও কন্যাপক্ষের মাঁঝি দুজন নানাপ্রকার উপদেশ দেয় এবং যাতে বরকন্যা উভয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে সেরূপ অনুরোধ করে।

তারপর জগমাঁঝি কন্যার হাত ধরে বরপক্ষের মাঁঝির নিকট এনে বলে "নেন বাবা, আমি একে আপনাদের হাতে সমর্পণ করলাম।" মাঁঝি উত্তর দেয় "হাঁ বাবা, আমরা একে নিলাম।" তখন কনে নিয়ে বরযাত্রীরা ঘরের দিকে রওনা হয়। তখন জগমাঁঝি ডেকে বলে, "ওগো বরযাত্রী একটু দাঁড়াও, অন্ত্রগুলির কথা ভুলে গেছি।" এই বলে এক টুকরা মাংস এনে তাদের সঙ্গে দেয়। বরযাত্রীদের সঙ্গে পাঁচজন কন্যাপক্ষ আর একজন ঝি যায়। ঝি একটা পাটি সঙ্গে নিয়া যায়। বরপক্ষ চলে যায়। আর কন্যাপক্ষ বিবাহের বাড়ীতে ফিরে আসে।

'চাড়ি' ছাগলটা কাটা হয় ; কাঁচা মাংস তিনভাগে বিভক্ত করে ; একভাগ ও মাথা কনের বাপ পায় ; আর দুভাগ গ্রামের পাঁচজন সুরুয়া পোলাও রেঁধে খায়। 'চাড়ি' মদও সকলে পান করে। মণ্ডপের নীচে মোল

গাছের খুঁটি উঠান হয়; সেখানে প্রোথিত আতপচাল, কাচা হদলু, দুর্ব্বাঘাস, আর কড়ি বের করা হয়। খুলে দেখা হয় কিরকম আছে। হলুদে আর আতপচালে অঙ্কুর গ'জে থাক্‌লে বরকন্যার শুভ হয়। তারপর গ্রামের ছোড়া ছুড়ারা এক ঝুড়ি ভাত, এক হাঁড়ি ঝোল, আর এক হাঁড়ি মদ পায়। একে "শিশির" হাঁড়ি ও "শিশির" ভাত বলে থাকে। তারপর জগমাঁঝি আইওদের ও এক এক ভাগ ভাত দিয়ে তাদের পিতামাতার নিকট রেখে আসে। সকলেই আপন আপন ঘরে চলে যায়।

বরপক্ষ নিজেদের গ্রামে এসে উপস্থিত হয়; তখন ঘটক সকলকে রাস্তার মোড়ে রেখে আগে চলে আসে এবং বরের বাড়ীতে এসে বলে, "বরকন্যা এসেছে। আসুন আপনারা শুভ-জল দিয়ে তাদের গ্রহণ করুন!" বরের পিতা গ্রামের মঁঝি, জগমাঁঝি, পারাণিক, জগপারাণিক, পেয়াদা প্রভৃতি সকলকে ডেকে আনে। তাদের দুই বাটি ক'রে মদ দেওয়া হয়, বরের পিতা বলে, "ওগো, মঁঝিসাহেব, বরকন্যা এসেছে। আসুন আমরা জল দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে তাদের নিয়ে আসি।" তখন মাঁঝি বলে, "ওহে গ্রামের ছেলেমেয়েদের ডেকে পাঠাও।" জগমাঁঝি পেয়াদা পাঠিয়ে সকলকে ডেকে আনে। মাঁঝি বরের পিতাকে বলে, "আপনি একহাঁড়ি মদ ঢেলে রাখুন।" তারপর মাঁঝি জগমাঁঝিকে বলে, "তুমি ছেলেদিগকে দুখোরা মদ দেও।" বরের পিতা একটু মদ মাটিতে ঢেলে দিলে জগমাঁঝি ছোকরাদের হাঁড়ি দিয়া থাকে।

শুভজল

তারপর মাঁঝি ছেলেদের বলে "এখন খুব ক'সে কাপড় পর, আর একজোড়া ঢাক খুঁজে নিয়ে এস।" মাঁঝি জগমাঁঝিকে বলে, "একটা কলসীতে জল আর একটা লোটা নিয়ে এস।" এসকল আনা হলে পর সে বলে, "আসুন, আমরা বরকন্যা ও কন্যাপক্ষ সকলকে নিয়ে আসি।"

তখন ছেলেমেয়েরা সকলেই রাস্তার মোড়ে বরকন্যার নিকট চলে আসে। জগমাঁঝি লোটার জল কন্যাপক্ষকে ও কনের সহচরী-বুড়ীকে দেয়।

তারপর বরের মা, বর, কন্যা, কন্যাপক্ষ ও কনের সহচরী বুড়ীকে পা ধোয়াইয়া গুড়জল খাওয়ায়। সে সময়ে গ্রামের মেয়েরা গান গেয়ে কনেকে গালি দিয়া থাকে, যেমন কনেপক্ষ জামাইকে গালি দিয়ে গান করেছেন সেরকম—কেবল নামটা বদল হয়ে থাকে। তারপর জগমাঁঝি মেয়েদের বলে, "তোমরা বরকন্যাকে কোলে নেও।" তারা বরকন্যাকে কোলে নিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরে এবং বাড়ীর মেয়েরা তাদের গুড় খাওয়াইয়া থাকে। সর্ব্বশেষে বরের বাড়ীতে এসে সকলে উঠানে দাঁড়ায়; বামনী এসে বরকন্যার আঁচল বেঁধে গিট দিয়ে দেয়। তখন বরের মা একখানা আগেতে আতপ চাল, আতপ ধান, দুর্ব্বাঘাস, তিন টুকরা চালের গুড়ী, তিন টুকরা গোবর, একটা বাটিতে হলুদ, একবাটিতে তেল, একটা লোহার শাঁখা, সিন্দুর, চিরুণী, সাজিয়ে উঠানে নিয়ে আসে। এই থালা হাতে করে বরের মা বরকন্যাকে তিনবার বরণ ক'রে থাকে; তারপর থালা রেখে কিছু দুর্ব্বাধান, আতপ চাল ও আতপ ধান মুষ্টিতে ক'রে বরকন্যাকে আবার তিনবার বরণ করে এবং সেগুলি তাদের পিছন দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

তারপর বরের মা একটা বাটিতে জল ও হলুদ বেশ করে গুলে বরকন্যার গালে মাখিয়ে দেয়। কন্যা ও শাশুড়ীর গালে হলুদজল মেখে দেয়। তারপর বরের মা বৌর মাথায় তেল মেখে দেয়। চিরুণী দিয়া মাথা আঁচরিয়ে দেয়, কপালে সিন্দুরের টিপ্ দেয়। বৌও সেরূপ শাশুড়ীকে তেল মাখিয়ে, চিরুণী দিয়ে চুল আঁচরিয়ে কপালে সিন্দুরের টিপ্ দেয়। তারপর বরের মা কনের বামহাতে লোহার শাঁখা পরিয়ে দেয়। তারপর গুড়ী ও গোবর তিন টুকরা তিন কোণে ছুড়ে ফেলে দেয়। তারপর বরের খুড়ী-জেঠী প্রভৃতিও এরূপ করে থাকে।

তারপর বরের মা ঘটককে একটা "টোক" (উথলি দিস্তা) আন্তে বলে। ঘটক কন্যাপক্ষের কাছ থেকে একটা উথলি চেয়ে নিয়ে আসে। এটাকে "যৌতুক টোক" বলে। তারপর আইওরা ঘরথেকে একটা পাতিলে আগুন নিয়ে উঠানে আসে। তখন তিনি জা (প্রথমে বরের মা) বামহাতে টোক আগুনের উপরে বরণ করে এবং ডানহাতে প্রণাম করে। শেষের মেয়েটি টোক দিয়ে পাতিল ঢেলে দিয়ে আগুন ফেলে দেয়, এবং টোকটা ঘরের দিকে ফেলে দেয়। একেই বরকন্যার 'গৃহপ্রবেশ' বলে।

গৃহ প্রবেশ

তারপর বরকন্যাকে ঘরের দুয়ারে নিয়া আসে এবং সেখানে একখানা থালার উপরে তাদের পা ধোয়ান হয়। তারপর তাদের ঘরের ভিতর নিয়ে যায় ; তখন বরের ছোটবোন দরজা বন্ধ করে দেয়। তখন একটা গান হয়, সেটাকে "বিজয়ার" গান বলে। তারপর কন্যা তার ননদকে একটা পয়সা দিলে সে দরজা খুলে দেয়। সকলে তখন ঘরের ভিতর প্রবেশ করে এবং পাটি পেতে বসে। আইওরা বরকন্যাকে তেলহলুদ মাখায়। তখন গান হয় ;—

তেল হলুদ মাখান

কাকারি লাগি, বাবা, গজমতি হাতি হো ?
কাকারি লাগি, বাবা, ময়নামতি রাণী হো রে ?
বাবু কুয়ার লাগি, গজমতি হাতি হো,
বাবু কুয়ার লাগি, ময়নামতি রাণী হো রে !
পুরুবে (পূর্ব্বে) যে গেলো পুতা, পছিমে যো আইলা,
কাহা পুতা পাওলে পুতা, কেঁও ঝাঁরি ফুল ?
সাত সমুদ উপরে, জলপ-গঙ্গা-ঘাটে জো,
বাবা কিনাল কেঁও ঝাঁরি ফুল।

তারপর আইওরা বরকন্যা ও আর সকলকে সিন্দুরের কৌটা দেয় এবং তাহাদের হাত ধোয়াইয়া দেয়। তারপর বরকন্যাকে দুধভাত দেওয়া হয়; আর একজন ভাততরকারী এনে সকলকে পরিবেশন করে।.... খাওয়া শেষ হইলে আইওরা তাদের হাত ধোয়াইয়া দেয়। তারপর সকলে বের হয়ে আসে। বর কন্যাপক্ষের সহিত আর কন্যা তার সহচরী-বুড়ীর কাছে থাকে। তারপর গ্রামের জগমাঁঝি কন্যাপক্ষকে ডেকে এনে ভাত ও হাঁড়ি খাওয়ায়; তারপর বরপক্ষকেও ডেকে এনে তাদের ভাত ও হাঁড়ি খেতে দেয়। একে "ধুলকাড়ানি হাঁড়িভাত" বলে। তারপর সকলে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর হ'লে পর বরের পিতা জগমাঁঝিকে বলে, "কন্যাপক্ষেরা উঠেছে কিনা একবার খবর নিয়ে এস।" জগমাঁঝি বলে "তারা সকলেই উঠেছে।" তারপর বরের পিতা, কন্যাপক্ষ, বরকন্যা, কন্যার সহচরী বুড়ী, গ্রামের মাঁঝি ও আর দুএকজন নিয়ে গরুর পালের নিকট আসে; সেখানে বরের বাপ একটা দামরা বাছুর কন্যাপক্ষকে দেখাইয়া বলে, "বাবা, এটা তোমাদের চিনে লও।" তারপর কনের ছোট ভাই কিংবা দাদা সেই বাছুরের পিঠে হাত চাপড়িয়ে প্রণাম করে; গ্রামের মাঁঝিও আর সকলে প্রণাম করে; সকলে একত্র বসে। মাঁঝি উঠে কনেপক্ষদের বলে, "নেও বাবা, আমাদের এ বাছুরটিকে নেও।" তারপর সকলে যার যার ঘরে চলে আসে।

তারপর বরের পিতাকে জগমাঁঝি বলে "এখন দয়া করে তেল ও দাঁতন দেও, স্নান করিতে যাব।" তেল ও দাঁতন দেওয়া হয়। জগমাঁঝি কনেযাত্রীদের জলের ঘাটে নিয়ে যায়। তারা স্নান করে ফিরে আসে। জগমাঁঝি ঘরে প্রবেশ করে বলে, "আমরা এসেছি, বড় ক্ষুধা পেয়েছে, তাড়াতাড়ি কর।" সে কনেযাত্রীদের ঘরের ভিতরে নিয়ে পাটিতে বসায় এবং বলে "দেও, চার চার খোরা ক'রে হাঁড়ি দেও।" সকলকেই

হাঁড়ি দেওয়া হয় ; সকলেই পান করে। আইওগণ হাত ধোয়াইয়া দেয়, আরখে রাগুলি ভেঙ্গে ফেলে দেয়।

তারপর বরের মা একটা ডালাতে চিড়া-মুড়ি নিয়ে আসে। বরের মা বলে, "নেও বাবা, চিড়ামুড়ি ভিজিয়ে নেও।" তারা চিড়ামুড়ি ভিজিয়ে নেয়, তখন একজন আইও গুড় ও দই এনে তাদের পাতে ঢেলে দেয়। তখন বরের পিতা মিনতি করে নানাপ্রকার কথা বলে। সকলে খেয়ে উঠে, তাদের আবার হাঁড়ি দেওয়া হয়। হাতমুখ ধুয়ে সকলে উঠে আসে।

চিড়া মুড়ী

তারপর জগমাঁঝি ঘরে প্রবেশ ক'রে বরের পিতাকে জিজ্ঞাসা করে "এখন কুটুমদের কি খাওয়াব ?" সে বলে, "একটা খাসি আছে, সেটাকেই বানিয়ে নেও।" জগমাঁঝি গ্রামের একটি ছোকরাকে ডেকে এনে বলে, "বাপু তুমি গ্রামের ছোটবড় সকলকে নিমন্ত্রণ করে বলগে "আসুন আপনার কনেযাত্রীদের শাকপালা তুলে দিবেন।" মেয়ে পুরুষ সকলেই এসে বরের ঘরে একত্রিত হয়। গ্রামের সকলে কেহ সন্দেশ, কেহ মদ, কেহ বা চাল এনে থাকে।

গ্রামের ভোজ

তারপর জগমাঁঝি একটা খাসি এনে বরযাত্রীদের দেয়। খাসিটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার মাথায় জল ঢেলে দেয়, তারপর সেটাকে একটা পাতায় করে চাল খেতে দেয়। তখন জগমাঁঝি কনেযাত্রীদের বলে "বাবা এবার তোমাদের শাকপালা তুলে নেও।" তারা সকলে উঠে পড়ে ; তাদের মধ্যে একজন খাঁড়া ধরে খাসিটাকে ছুঁয়ে দেয়, খাড়াটাকে সেখানে রেখে দেয়। তখন গ্রামের একজন খাসিটাকে খাঁড়া দিয়ে মেরে ফেলে। কনেযাত্রীদের কেহ খাসি কাটে না, কেননা তারা বলে "বিবাহ-বন্ধন ছিড়ে যাবে!" জগমাঁঝি খাসির মাথাটা পাতার চালের ভিতর রেখে ঘরের ভিতর চলে যায়। কাটবার সময় যে ডাণ্ডা ধরেছিল সে খড়দিয়ে

রক্তপুছে ফেলে এবং ডাণ্ডাটা মাটিতে রাখে। তারপর বরের বাপ সেই জায়গায় কতকটা হাঁড়ি ফেলে দেয়। তখন সকলে হাঁড়িপান করে।

তারপর জগমাঁঝি বলে "এবার আপনারা পরস্পর অভিবাদন করুন।" প্রথমে বেয়াই দুজন পরস্পরকে প্রণাম করে, তারপর সকলে মাঁঝি হতে আরম্ভ করে গ্রামের সকলকে প্রণাম করে। ছেলেমেয়েরা নাচ্‌তে থাকে, আর মজুরেরা মজুরের কাজকাম করে।

তারপর বরের পিতা মাঁঝিকে বলে "বাবা, এস সকালে সকালে বরণ-কাজ শেষ করে ফেলি।" পেয়াদা পাঠিয়ে গ্রামের সকলকে ডাকা হয়। তারপর আইওরা বরকন্যাকে ঘরের ভিতর নিয়ে তাদের তেলহলুদ মাখায়। তেলমাখার পর বামনী তাদের আচল এক করে বেন্ধে দেয়। তারপর তাদের ভাত খেতে দেওয়া হয়। তখন বউ খেতে চায়না, কিছু জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয়না। তখন বরের পিতা বলে "বৌমা তোমারা খাও, দুধ খাবার জন্য তোমাদের একটি বাছুর দিব।" তখন সে খায়; খাবার পর সকলে বাইরে আসে।

বরণ

তারপর বামনী লোটায় জলনিয়ে সর্ব্বপ্রথমে মণ্ডপের খুটির নিকট আসে। তারসঙ্গে কনের সহচরী-বুড়াও থাকে। যেখানে লেখা হয়েছে, সেখানে তারা তিনবার করে ঘুরে। আর বামনী ঘুরবার সময় জল ঢেলে দেয়। তারপর আইও লেখার উপরে পাটি পেতে দেয়, সেখানে বরকন্যাকে বসায়। তারপর কনের ঘরে যেমন বরণ করা হয়েছিল তেমন এখানেও হয়। গ্রামের মেয়েরা বরণের সময় বরকনেকে শাঁখা, মালা, অঙ্গুরী, কিংবা কড়ি উপহার দিয়া থাকে। কনেপক্ষ বরণকালে কিছু দেয় না। তারপর গ্রামের লোকে বেশকরে মদ পান করে। তারপর তিনপাক দিয়ে বরকন্যাকে ঘরের ভিতর নিয়ে আসে। তারা সকলে আবার হাঁড়িপান করে।

তারপর গ্রামের সকলকে ভোজ দেওয়া হয়। কনের বাড়ীতে যেমন খাওয়া দাওয়া হয় এখানেও সেইরূপ খাওয়া দাওয়া ও কথাবার্ত্তা হ'য়ে থাকে। খাওয়া দাওয়া করে কেহ নাচগান করে, কেহবা শুয়ে থাকে। (যারা নাচগান করবার তারা নাচগান করে, আর যারা শোবার তারা শুয়ে পড়ে)।

ভোজ

ভোর হয়; তখন বামনী বরকন্যার বিবাহের কাপড় সিদ্ধকরে কাঁচে। তারপর কনেপক্ষ ও কনের সহচরী বুড়ী সকলে দাঁতন করে; দাঁতন শেষ ক'রে বাসি চিড়ামুড়ি বরকন্যার সহিত খায়। তারপর বরকন্যার স্নান ও সাজি মাটিদিয়ে-চুল-মাজা দেখবার জন্য গ্রামের সব মেয়েপুরুষ একত্রিত হয়। স্নান ও মাথা কচ্‌লান আরম্ভ হয়; দুখানা পিড়ি একলাই সে পাতে; আর একটা পাত্রে সাজিমাটি ভিজায়; দুটা দাঁতকাঠি আনে; বরকন্যাকে পিড়িতে বসায়। তারা পূর্ব্বদিক মুখ করে বসে, বরের দক্ষিণদিকে কন্যা বসে। তারপর বর একটা দাঁতকাঠি চিবিয়ে কনেকে দেয়; কনে আবার দাঁতনের জন্য সেটাকে বামনীকে দেয়; কনের হাতের ভাল দাঁতন বামনী নিয়ে বরকে দেয়। বরকন্যা দুজনের দাঁতন শেষ হয়; হাতমুখ ধোওয়াও হয়। তারপর বরকন্যা পরস্পর সাজি মাটি দিয়ে নিজেদের মাথা পরিষ্কার করে; তারপরে স্নান হয়। কন্যা নিজে বরের পা ধোয়ায় ও তেল মাখায়; তারপর তাকে প্রণাম করে। তারপর সকলে পরস্পরকে অভিবাদন করে হাঁড়ি পান করে।

আহারের পর মাঁঝি বরকন্যাকে নিজের কাছে বসিয়ে উপদেশ দেয়। সে বলে, "ওগো বউমা এখন এটাই তোমার ঘরবাড়ী; এখানেই তোমার ঘরসংসার (হাঁড়ি-পাতিল); আজ থেকে সব দেখেশুনে নেও; এখন এরাই তোমার বাপমা; এরা যা চায় দিবে; এরা যে

বরকনেকে মাঁঝির উপদেশ দান

কাজ কর্‌তে বল্‌বে সে কাজ করবে; ইনি তোমার স্বামী। রাত্রি হ'ক, আঁধার হ'ক, পেটব্যথা কিংবা মাথাধরা হ'ক বাপমাকে বলবে আর এদের অবর্ত্তমানে স্বামীকে বলবে, "ওগো আমায় সাহায্য কর, রাত্রে কিংবা অন্ধকারে একলা কোথাও বের হ'ওনা।"

তারপর মাঁঝি বরের বাপমাকে বলে, "দেখ, এই মেয়ে নিজে আসে নাই; আমরাই বাণিজ্য করে নিয়ে এসেছি; এ বেচারি নির্ব্বোধ ('আনারি"). আজ থিকে বেশ করে সাবধানে একে শিখিয়ে পড়িয়ে নিবে; তবেই ভালমত চলিতে পারিবে।"

তারপর মাঝি জামাইকে বলে, "তুমিও বাপু আজ থেকে যেখানেই শিকার করতে যাওনা কেন যাহা পাবে একলা সম্ভোগ করোনা; আধখানা নিজে খেলে আর আধখানা স্ত্রীর জন্যে নিয়ে আসিবে।

তুমিও বৌমা আজ থেকে তোমার স্বামী যেখানেই থাক্‌, আসামাত্র তাকে জল ও দাঁতন দিবে; জল আনতে কিংবা পাতা কুড়াতে কোন সহচরীর সঙ্গে যাবে, কোন পুরুষের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করোনা; ইনিই তোমার একমাত্র পুরুষ, অন্য পুরুষের দিকে তাকিও না।"

তারপর কন্যা উত্তর দেয়, "হাঁ বাপ, আমরা প্রতিজ্ঞা করে বিবাহবন্ধনে জড়িত হয়েছি; আপনারা পাঁচজনে ইহা আরও দৃঢ় করবেন। এরা দুজন আমার বাপমা—ইনি আমার ধর্ম্মবাপ আর ইনি আমার ধর্ম্মমা, আর ইনি আমার সহধর্ম্মী। যেখানে থেকেই এরা ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে আসবে আমি জল এনে দিয়ে এদের শ্রম অপনোদন করব। আমি এরূপ ভাবে না চলিলে আপনারা সকলে আমায় ভর্ৎসনা করবেন।"

তারপর মাঁঝি ঠাট্টা করে বলে "বা বৌত বেশ ভাল; ভাত তরকারী আমাদের কেমন দেয় দেখব, আমরা খেলে বিশ্বাস করব।"

তারপর বরের পিতা ঘটক ও বামনের পাওনা চুকিয়ে দেয়। ঘটক পাঁচহাত লম্বা একখানা ধুতি, এক সিকা পয়সা, ও খড়মের জন্য এক আনা পয়সা পায়। পুরোহিতও পাঁচহাত লম্বা একখানা ধুতি পায়। সকলে তখন উঠানে আসে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা নেচে নেচে গান করে। তারপর কনেযাত্রীরা বিদায় হয়। তাঁরা যাবার সময় কনেকে বলে "মা ভেবোনা, আমরা পাঁচদিন পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। তুমি হাঁড়ি তৈরি করে রাখবে, আর পাঁচ পাইলা চিড়া কুটে রাখবে।" তারপর সহচয়া বুড়ীও বলে, "মা, এখানে মন দিয়ে থাক, এটাই এখন তোমার ঘর এটাই তোমার দুয়ার; রীতিমত কাজকাম ক'রে খাওয়া দাওয়া করবে, আমাদের ভুলে যেও না, এটা তোমার চিরজীবনের ঘরবাড়ী; ভেবোনা পাঁচদিন পরে আবার আমরা আসব।" তারপর কনেপক্ষ সকলকে প্রণাম করে বিদায় হয়।

ঘটক বিদায়

তারপর মণ্ডপ তোলা হয়। বিকাল বেলা ৪টার সময় বৌ গ্রামের দু'একটি মেয়েকে নিয়ে জল আনতে ঘাটে যায়, অল্প কিছু সিন্দূর সঙ্গে নেয়; সেখানে ঘাটে পাঁচটি সিন্দুরের ফোটা দেয় এবং সহচরীদের সঙ্গে চলে আসে। একে 'ঘাটকেনা' বলে।

ঘাটকেনা

পাঁচদিন পরে ঘটক ও কন্যাপক্ষের দুই একজন লোক এসে হাজির হয়। প্রণামাদি করবার পর তাদের পা ধোয়াইয়া দেওয়া হয়। তারা ঘরে প্রবেশ করে হাঁড়ি পান করে। পরে মুরগীর ঝোল রেন্ধে ভাত খেতে দেয়। তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর হলে চিড়ামুড়ি খেতে দেয়। দুপুরবেলা ঝোল ভাত খায়; দুপুরবেলার খাওয়া শেষ হলে শাশুড়ী

পাঁচদিন পরে দ্বিরাগমন

চিরুণী দিয়ে বৌর মাথা আচড়িয়ে দেয় এবং সিন্দূরের টিপ দেয়, বরকেও তৈয়ার করা হয়। বউ এক হাঁড়ি মদ আর পাঁচ পাইলা চিড়া সঙ্গে নেয়, চিড়া কাপড়ে বেন্ধে নেয়। তারপর সে শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করে, ঘটক ও কনেপক্ষের দুইজনকে সকলে প্রণাম করে। বৌ মদের হাঁড়ি মাথায় নেয় এবং চিড়া কাপড়ের খুঁটে বোগলে রাখে। তারপর একছার নিজের ঘরে চলে আসে। ঘরে এসে হাজির হয়। সেখানে কনের দিদি ও ছোট বোনে সকলের পা ধুইয়ে দেয়; তারপর জামাইকে চিম্‌টি কাটতে থাকে; জামাই পয়সা কিংবা মালা স্বীকার করলে ছেড়ে দেয়। সকলে মিলে জলকেলি করে, পরস্পর অভিবাদন করে ঘরের ভিতর এসে খাওয়া দাওয়া করে।

দুইরাত্রি বরকন্যা সেখানে থাকে। তখন ঘটক বলে, "আমি এখন তোমাদের নিয়ে যাব।" একপাত্র হাঁড়ি ও পাঁচপাইলা চিড়া প্রস্তুত হয়। কন্যা এগুলি মাথায় ও বোগলে নিয়া চলে। প্রণামাদি করে তারা ঘটকের সহিত বরের বাড়ীর দিকে রওনা দেয়। সেখানে এসে উপস্থিত হয়। গ্রামের সকল লোক সেখানে এসে উপস্থিত হয়। এখানে মদ ও চিড়া খাওয়া হয়, সকলে খাওয়া দাওয়া করে গল্প করে। তারপর "আপনাপন" ঘরে চলে যায়। বরকন্যা সেখানে থেকে যায়।

সমাপ্তি

"বাঁশের ঝুড়ি মাথায় করে বিবাহ"

(গরীবের বিয়ে)

এটা গরীবদের বিবাহ। কনের বাড়ীতে বর যায়না; কেবল ঘটক ও বরপক্ষের পাঁচজন কনের বাড়ীতে চলে আসে। কোনও মণ্ডপ তৈরি হয় না; বরযাত্রীদের পৃথক বাসস্থানও দেওয়া হয় না। আচার ব্যবহার রীতিমত হয়ে থাকে; খাওয়া দাওয়া কিংবা হাঁড়ি পান একইরকম হয়ে থাকে। বরপক্ষ খেয়ে দেয়ে বৌকে বরের বাড়ীতে নিয়ে আসে। কন্যাপক্ষ হ'তে তিনটি ছেলে ও একজন মেয়েলোক কনের সঙ্গে আসে। 'চাক-পুরাউনি' কিংবা 'চুল ছাড়ানি' লাগে না। বরের ঘরেই সিন্দুর দান হয়; সেখানে রীতিমত নিয়ম রক্ষা হয়। বরকন্যার দ্বিরাগমনও সাধারণতঃ হ'য়ে থাকে।

ঘরজামাই

যাদের পুত্রসন্তান নেই কিংবা অল্পসংখ্যক নিষ্কর্ম্মা পুত্র আছে তারা 'সমত্ত' মেয়ে থাকলে ঘরজামাই রাখবার চেষ্টা করে। কেবল গরীব কিংবা পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকেরাই ঘরজামাই হয়ে থাকে। ঘরজামাইদের পণ কিংবা খরচ বাবদ কোনও টাকা দিতে হয় না; সব মেয়ের দিক থেকে দেওয়া হয়। বিবাহ অন্যান্য বিবাহের মত; কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে কনের জন্য বরকে পাঁচবৎসর শ্বশুর বাড়ীতে মজুর খাটতে হয়; তখন কোন ভাতা পায় না, কেবল খোরাকপোষাক পেয়ে থাকে। ঘরজামাই রাখবার সময় একটা বাছুর দেখে রাখা হয়; পাঁচবৎসর না পেরুতে যদি মেয়ের সঙ্গে জামাইর বনিবনাও না হয় তবে জামাই কেবল বাছুরটি নিয়ে চলে যায়। বিবাহের সময় কনের

পিতা কনেকে একটা বাছুর দিয়া থাকে। জামাই পাঁচবৎসর যে শস্যাদি অর্জ্জন করে তাহা সুদে খাটায়; পাঁচবৎসর পরে মনের মিল থাক্‌লে স্বামীস্ত্রী সেখানে থেকে ভাতা পায়; অন্যথা দুজনে চলে আসে।

কন্যার মত পিতামাতার পুত্রসন্তান না থাক্‌লে আর ঘরজামাই তাদের মৃত্যুপর্য্যন্ত দেখাশুনা ও খোরাকপোষাক দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কর্‌লে তাদের ঘরবাড়ী, জমিজমা সব পায়; আর গোধনের অর্দ্ধেক পায়; বাকী অর্দ্ধেক গরুবাছুর কন্যার পিতার ভাইরা অথবা জ্ঞাতিবর্গ পায়। ঘরজামাই শ্বশুর-শাশুড়ীর শ্রাদ্ধাদি কাজ ক'রে থাকে। দু তিনজন ঘরজামাই থাক্‌লে সম্পত্তি ভাগ হয়ে থাকে।

"তালাকদেওয়া বিধবামেয়ের বিবাহ"

মৃতদার পুরুষদের উপর কেহ খুসী নয়; সেজন্য কোনও মেয়ে তাদের সঙ্গে বিবাহ বসতে চায়না। লোকে কথায় বলে, "রাঢ়ী পুরুষগুলি মুখভেঙ্‌চান বানরের মত;" "রাঢ়ী পুরুষগুলি ঝাঁটার মত কর্কশ; সাধ করে কে পাপ ঘাড়ে নেয়।"

"ছাড়োয়া" (separated from wife) পুরুষদের উপরও কেহ সন্তুষ্ট নয়। লোকে বলে, "ছাড়োয়া পুরুষ চাখা হাতা, কে জানে কয় দিন।"

বিধবা মেয়েদেরও দোষ দিয়ে থাকে। কথায় বলে, "রাঢ়ী মেয়ে বাজা ঘোড়া, হান্ হান্।" "ছাড়ই" (divorced by husband) মেয়েদেরও অশেষ দোষ; লোকে বলে, "ছাড়ই" কুড়ী (মেয়ে) ময়না পাখী, কেবল মাথার বাহার," "ছাড়ই কুড়ী সবুজ বুলবুল, হাজার রকমে ডাকে," "ছাড়ই কুড়ী তিঁতিরি পাখী, সকলকে ভুলিয়ে নেয়," "ছাড়ই কুড়ী চড়কগাছ, একস্থানে ঠিক হ'য়ে থাক্‌তে পারেনা।"

রাঢ়ী কিংবা ছাড়োয়ো পুরুষ কোন কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে মেয়ের পিতামাতা পাঁচটাকা কিম্বা সাতটাকা পণ পেয়ে থাকে; কিন্তু জামাই কিছু ফিরে পায় না। অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ের মত এদেরও বিয়ে হয়।

পুরাকালে রাঢ়ী কিংবা ছাড়ই মেয়েরা অবিবাহিত কোন যুবককে রখতে (অথবা বিয়ে করতে) পারত না; এখনও সেরূপ আইন নাই; কিন্তু কলিকালে, আইন না থাকা সত্ত্বেও দুএকজন এরূপ রেখে থাকে। রাঢ়ী মেয়েকে যে রাখে তাকে তার অর্দ্ধেক পণ দিতে হয়; আর জগমাঁঝি আটখানা মণ্ডলা পায়। মাঁঝি কিছুই পায়না। শাশুড়ীর কিম্বা দিদিশাশুড়ীর জন্য কোন শাড়ী লাগে না; "চাডি," স্নান অথবা দ্বিরাগমন পদ্ধতি কিছু নাই; এটা ঠিক বিবাহ নয়, একে সাধারণ কথায় 'চার" (a system of hiring cattle for agriculture purpose) বলে। এ রকম বিবাহের নাম "সাঙ্গা"। জামাই বৌকে সিন্দুব দেয় না; একটু সিন্দুব বৌর কপালে ফুটিয়ে দেয়। এরূপ সাঙ্গা বিয়েতে কোন ভোজ দিতে হয় না; কেবল দুচারিজনকে হাঁড়ি দেওয়া হয়।

যে সব কুমারী মেয়ের ছেলে হয় তাদিগকে "চুপি ছাড়ই" বলে থাকে। এদিকে কেহ রাখলে 'ছাড়ই' মেয়ের মত পণ দিতে হয়; কিন্তু এদের বিবাহ অন্যান্য কুমাবী মেয়েদের মতই হয়ে থাকে।

ঘর-করণী

('Nir bolok' baha a woman who instals herself in a man's house as his wife.)

কোন গ্রামে কোন যুবক কোন যুবতির সঙ্গে প্রেমে পড়িলে যুবতী জগমাঁঝির নিকট এসে খুলে বলে। জগমাঁঝি যুবকের সঙ্গে

আলাপ করে তার বাপমাকে বলে। বাপমাও মাঁঝির নিকট দুএকদিন পরে বলে। সকলে বসে কথাবার্ত্তা বলে; তারা যুবক যুবতীকে বুঝিয়ে দেয়; তারা খুসী হয়ে রাজী হলে সকলে বিবাহের দিন স্থির করে নিজ নিজ ঘরে চলে যায়। গ্রামের পাঁচজন পাঁচশিকা 'পঞ্চাতি' পায়; বিবাহ অন্যান্য বিবাহের মত হয়ে থাকে।

কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে একত্র বসবাস করে পরে তাকে না রাখতে চাইলে মেয়েটি জোর পূর্ব্বক তার ঘরে এসে বাসকরে। ছেলেটি রাজি হলে তাদের বিবাহ হয়; আর যদি সে রাজী না হয় তবে পাঁচজনের বিচারে তাকে মেয়েকে তিনটাকা দিতে হয়; পাঁচজনে ছেলে মেয়ের বাপকেও পাঁচসিকা জরিমানা করে। মেয়ে টাকা নিলে জগমাঁঝি তাকে তার বাপমার বাড়ীতে নিয়ে রেখে আসে।

ইপুতুত

(বেআইনি সিন্দুরদান)

পাঁচজনের অনুমতি ব্যতিরেকে যদি কোন যুবক জোরপূর্ব্বক কোন যুবতীর কপালে সিন্দুরের ফোটা দেয় তবে লোকে তাকে "ইপুতুত" বলে। ইহা দু প্রকার; কখনও কখনও মেয়ের সম্মতি নিয়ে সিন্দুর দেওয়া, আর কখনও তার সম্মতি ব্যতিরেকে "খামাখা" সিন্দুর দেওয়া। যদি মেয়ে ও ছেলে দুজনে রাজী হয়, কিন্তু মেয়ের বাপমা, বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হয়, তবে ছেলেও মেয়ে দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করে এবং ছেলে মেয়ের কপালে সিন্দুর দেয়। কোনও যুবক কোন মেয়েকে খুব পছন্দ করলে, আর যদি সে সন্দেহ করে যে বাপমা বিবাহ দিতে রাজী নাও হ'তে পারে অথবা মেয়েও রাজী না হতে পারে, তখন সে মেয়েকে কিছু না বলে হঠাৎ তাকে একদিন সিন্দুর পরিয়ে দেয়। কখনও কখনও

মেয়েদের বদনাম রটাইবার জন্য অথবা তাদের পরিত্যক্তা কিংবা 'ছাড়াই' মেয়ে করবার জন্যে রাগ করে লোকেরা এরূপ করে থাকে। লোকে কথায় বলে যে কুমারী কন্যা বিবাহ করলে পরলোকে সুখ হয়; "রাঢ়া" কিংবা "ছাড়া" মেয়ে বিয়ে করলে সে সুখ হয় না। সেজন্য কখনও কখনও এরূপ হয় যে কারও প্রথমা স্ত্রী "রাঢ়ী" কিংবা "ছাড়ই" হলে সে পরলোকে স্ত্রী পাবার জন্য একজন কুমারী মেয়েকে বিবাহ করে কিংবা সিন্দুর দেয়। সে মেয়ে পরে থাকুক বা না থাকুক সেও পরলোকের জন্য পথ পরিষ্কার করে রেখে দেয়।

কোন ছেলে কোন মেয়েকে সিন্দুর দিতে মনন করিলে সে একটা পাতায় সিন্দুর নিয়ে জলের ঘাটে কিংবা খোলা মাঠে চলে যায়, এবং হঠাৎ কোন মেয়ের কপালে সিন্দুর মাখিয়ে দেয়। সিন্দুর অভাবে মাটি কিংবা চূণও ব্যবহার হয়। পরবের সময় কিংবা কাঠপাতা আনবার সময়ও সিন্দুর দিয়ে থাকে। কোন মেয়েকে সিন্দুর দেওয়া হলে আইনতঃ সে সিন্দুর দেওয়া পুরুষটির স্ত্রী হয়; আর মেয়েটি সে পুরুষের নিকট না থাকলে "ছাড়ই" হয়।

কোনও যুবক কোনও যুবতীকে জোরপূর্ব্বক সিন্দুর দিলে সে মেয়ের বাপভাইএর ভয়ে গ্রাম হ'তে পালিয়ে যায়। মেয়ের বাপভাইয়েরা সিন্দুর দেওয়ার কথা অবগত হ'লে অত্যান্ত উত্তেজিত হয়,

প্রতিহিংসা

এবং গ্রামের লোকজন একত্র ক'রে তীর ধনুক ও খাঁড়া নিয়ে যুবকের ঘরে প্রতিহিংসা নিতে চলে আসে। প্রথমে তারা সে গ্রামের মাঁঝিকে সব কথা বলে; সে বলে, "ন্যায়মত যা ভাল মনে হয় করুন।" তারা যুবকের ঘরে ঢুকে জলের কলসী একটি একটি ক'রে ভেঙ্গে ফেলে, ভাত রাঁধবার হাঁড়ি, চুলা প্রভৃতি সব ভেঙ্গে চুরমার করে; আর যুবককে পেলে

তাকে বেন্ধে মারতে মারতে মরার মত ক'রে কেবলমাত্র জীবনটা রেখে উঠানের মাঝখানে শুইয়ে রাখে। তারপর তারা ছাগল-শিকারে চলে যায়; ছাগল পেলে খাঁড়া দিয়ে তাকে দুখণ্ড করে। আর শূকর পেলে তাকে তীরধনুক ছেড়ে মারে। তারপর তারা গাভীর পাল ধরে; ভাল ভাল তিন জোড়া গাভী কিংবা ম'হিষ নিয়ে তারা মাঁঝির বাড়ীতে আসে; ছাগলের টুকরা দুটিও সেখানে আনে।

তারপর মাঁঝি গ্রামের পাঁচজনকে ডেকে পঞ্চাইতি ক'রে বিচার করে। প্রথমে কি প্রকারে ঘটনা হয়েছে তার তালাস হয়; দুএকজন লোক মেয়ের বাড়ীতে পাঠিয়ে খবর নেওয়া হয় যে মেয়ের সম্মতি কি অসম্মতিক্রমে কি জোর ক'রে তাকে সিন্দুর দেওয়া হয়েছে; একটি ছাগলও সেখান থেকে নিয়ে আসে। দুপক্ষের লোকে ছাগল দুটিকে মেরে খেয়ে ফেলে; অন্যান্য সব 'মালটাল' যুবকের পক্ষে মাঁঝি ও পাঁচজনে মেয়েরপক্ষের মাঝির নিকট জিম্বা রাখে—যে পর্যন্ত যুবকের পিতা জরিমানার টাকা না দেয়। যুবক যুবতিকে পাক কি না পাক মেয়ের বাপ ছটাকা পাবেই; আর যুবকের গ্রামের মাঁঝি যুবকের বাপের কাছ থিকে পাঁচটাকা জরিমানা আদায় করে; এ টাকাটাকে "মাথা বাঁচানো" টাকা বলে। আদিকালে কখনও কখনও সিন্দুর দেওয়ার অপরাধে যুবককে পিটিয়ে মেরে ফেলা হ'ত। মাঁঝি যুবককে বাঁচায় সে জন্য এ টাকাটা পায়; পাঁচটাকার ভিতরে দুটাকা সে গ্রামের লোকদের ভাগ করিয়া দেয়। প্রায়ই ছেলের সঙ্গে "ইপুতুত" মেয়ের বিবাহ হয়ে থাকে; কুমারী মেয়ের মতই তার বিবাহ হয়; এদের বিবাহ না হ'লে, মেয়েটি "ছাড়ুই" বলে গণ্য হয়।

বিচার ও দণ্ড

ছুট্‌কি (দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যা)

আদিকালে এক পরিবারেই লোক সন্তুষ্ট থাকিত; কারও দুই পরিবার ছিল না। আজকালও কেহ কামের উত্তেজনায় দুতিনটি স্ত্রী বিয়ে করলে লোকে তার প্রশংসা করে না; তবে এরূপ লোক খুব বিরল। কিন্তু কাহারও প্রথমপক্ষের স্ত্রীর সন্তান না হলে সে গ্রামের দুএকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে একজন 'ছুট্‌কি' বিবাহ করে। "বট্‌কি" (প্রথম পক্ষের স্ত্রী) তার বাপের বাড়ী চলে যায়। এরূপ লোকের বড়ভাই মৃত হ'লে সে প্রথমা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বড় বৌদিদিকে 'সাঙ্গা' বিয়ে করতে পারে; অনেক সময়ে ছেলে পেলেরা যেন অন্যত্র না যায়, সেজন্য এরূপ 'সাঙ্গা' হয়ে থাকে। এতে কোন দোষ নাই; কিন্তু ছোটভাই মরলে বড়ভাই তার স্ত্রীকে সাঙ্গা করতে পারেনা। ছোটভাইএর স্ত্রীকে বড়ভাই দেবতার মত ভক্তি করে; তার খাটিয়াও ছুইতে পারে না।

যারা দুইপরিবার গ্রহণ করে তারা পরে তার ফলভোগ করে থাকে; কেননা ছুট্‌কি ও বট্‌কিতে মিল হয়না, এবং লোকে নানা কথা বলে থাকে।

"হিরম-বৈহা"

(প্রথমা ভার্য্যার পাওনা)

প্রথমা ভার্য্যার সন্তানাদি না হইলে অথবা কামোপভোগের জন্য পুরুষেরা দ্বিতীয়বার বিবাহ করে থাকে। কিন্তু "বট্‌কি" খুসী কিংবা রাজী না হলে সে ছুট্‌কিকে ঘরে ঢুকতে দেয়না, ছুট্‌কিকে দেখামাত্র

দুয়ারে দাঁড়িয়েই তাকে মারতে সুরু করে। ইহারও নিয়ম আছে; 'বট্‌কি' "হিরম বৈংা" বাবদ পাঁচটা টাকা কিংবা একটা বাছুর পায়। এই টাকা পেলে তিনজনে পাঁচজনের সামনে একপংক্তিতে পূর্ব্বমুখী হ'য়ে বসে। প্রথমা স্ত্রী স্বামীর দক্ষিণ পার্শ্বে দুজনের মধ্যে বসে। তারপর স্বামী প্রথমা স্ত্রীকে সিন্দুর দেয়, আর অবশিষ্ট সিন্দুর একটা ডিম্ব ফুলে ক'রে বামহাতে ছুট্‌কির মাথায় মাখিয়ে দেয়। বট্‌কি তার বাপের ঘরে চলে যায়।

আপাঙ্গির (মেয়েচুরি—elopement)

যদি কোনও পুরুষ এবং কোনও মেয়ে একত্র বসবাস করবার জন্যে অন্যদেশে পালিয়ে যায় তবে তাকে 'আপাঙ্গির' বলে থাকে। সাধারণতঃ মেয়েটি সধবা কিংবা নিকট-সম্বন্ধীয় হলে (অর্থাৎ যাকে বিবাহ করা আইনতঃ অসঙ্গত) পুরুষটি সমাজে জাতিচ্যুত হবার ভয়ে তাকে বের করে নিয়ে পালিয়ে যায়।

পুরাকালে কেহ সধবা মেয়েকে বের করে নিলে সকলে তার খোঁজ নিয়ে কেটে ফেলত! অথবা কেহই তাদের কোন খোঁজ পেত না। আজকাল সকলে ডবল পণ আদায় করে এবং মেয়েটাকে জিম্মা রাখে; যে বের করে নেয় সে মাথা বাঁচাবার পণ স্বরূপ মাঁঝিকে পাঁচটাকা দেয়। যদি কেহ নিজের কোন আত্মীয়াকে বের করে নেয় তবে সে সমাজে বন্ধ হয়। যদি একজন আর একজনকে না ছেড়ে দেয় তবে দুজনই যাবজ্জীবন সমাজে বন্ধ থাকে; কেহই এদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেনা, কিম্বা এদের ছেলেপেলে ও 'ঘাট' পায়না। আর যদি ছাড়াছাড়ি হয়, তবে সমাজে উঠতে পারে, কিন্তু তাতে অনেক টাকা লাগে। যদি কেহ নিকট সম্পর্কীয় কোন মেয়েকে নিয়ে পালায়, তবে দুপক্ষের বাপমা ও

আত্মীয়স্বজনের টাকা দিতে হয়। আর যদি তাহাদিগকে পরিবারের মধ্যে রাখা হয় তবে তারাও সমাজে বন্ধ হয়। গ্রামের পাঁচজনে তাদের জরিমানা করে, এবং তারা তাদের ছেলেমেয়েদের আমল দেয়না; এবং কখনও তাদের কেহ আনানেওয়া করেনা। মেয়ে ছিনিয়া নেওয়া আর মেয়ের সহিত পালিয়ে যাওয়া একই রকম অপরাধ। ভিন্ন জাতের সহিত পালিয়ে গেলে যাবজ্জীবন সমাজচ্যুত হয়, আর তাদের বাপমারও দণ্ড দিতে হয়।

"সাকাম অড়েজ" (পাতাছেড়া)
(তালাক)

পূর্ব্বে দুকারণে 'তালাক' হত—স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে সহবাস করলে, অথবা 'ডান' হ'লে, কিন্তু আজকাল স্বামীস্ত্রীতে বনিবনাও না হইলেই 'ছাড়াছাড়ি' কিংবা তালাক হ'তে পারে। স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে প্রথমা স্ত্রী তালাক চাইতে পারে। স্ত্রী ডান হ'লে তাকে তালাক দিলে, অথবা তালাক না দিলেও, সে অন্যত্র সাঙ্গা করতে পারে। স্ত্রী অভিচারিণী হ'লে তাকে তালাক দেওয়া হয় পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

কারও স্ত্রী পাঁচজনের ঘাটে 'ডান' বলে সাব্যস্ত হ'লে সে গ্রামের পাঁচজনকে ডেকে এনে স্ত্রীকে বাপমার অথবা কেবল বাপের জিম্মা করে দেয়, এবং সন্তানাদি থাকলে তাদের নিজে রেখে দেয়। আর যদি স্তন্যপায়ী কোন শিশুসন্তান থাকে তবে তাকে বড় হবার পর নিয়ে আসে। এর কোন দণ্ড নাই; পাঁচজনে কেবল একটা ভোজ পায়। পরে কোন মেয়ের বিয়ে হ'লে সে বিয়ের সাড়ী পায়না।

আজকাল কেবল বনিবনাও না থাকা দরুণ যদি কেহ তালাক দেয়, তবে দোষী সাব্যস্ত হ'লে তাকে জরিমানা দিতে হয়।

বিনাদোষে কোন স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করলে পণের টাকা ফেরত পায়না, আর নিজেরও "ছাড়ান" টাকা লাগে। সন্তান পিতার কাছে থাকে; সে স্ত্রীকে একটা গাই, এক বস্তা ধান, একটা বাটী ও একখানা সাড়ী দিয়ে থাকে, আর যদি সে স্ত্রী কোন শিশু সন্তানকে লালনপালন করে বড় করে, তবে তাকে নেবার সময় মেয়েটি ১৬মণ ধান ও একখানা সাড়ী পায়। সন্তানের ব্যামোপীড়ায় কোন খরচ লেগে থাকলে তাও পেয়ে থাকে। মেয়ের দোষে যদি "ছাড়াছাড়ি" হয় তবে পুরুষ টাকা ফিরে পায়; কিন্তু মেয়ে কিছুই ফিরে পায় না। গ্রামের পাঁচজন দুপক্ষ হইতেই পাঁচসিকা পঞ্চাতি পেয়ে থাকে।

স্বামী দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলে, ও প্রথমা স্ত্রী তালাক চাইলে স্বামী পণের টাকা ফিরে পায় না, আর তাকে প্রথমা স্ত্রীকে একটা গাই, এক বস্তা ধান, একখানা কাপড় ও একটা বাটি দিতে হয়।

তালাক দিবার প্রণালী এই প্রকার:—দুপক্ষের মাঁঝি ও পাঁচজন একত্রিত হয়; এক লোটা জল ছাড় করে রাখা হয়, এবং তার দুপাশে স্বামীস্ত্রীকে মুখোমুখী করে দাঁড় করান হয়। তখন বরপক্ষের মাঁঝি বলে "ওগো কন্যা, ঠাকুরের নামে ও পূর্ব্বপুরুষদের নামে আমরা দেখতে পাই যে তোমাদের মধ্যে একদিনের জন্যও বনিবনাও হয় না; এখন আমাদের কোন দোষ নাই; তোমাদের মধ্যে মিল না থাকলে আমরা কি করব? এখন তোমরা নিজের মনে চিন্তা করে দেখ যে তোমরা 'ছাড়াছাড়ি' হবে কিনা।" ওগো 'ফলনা' (স্বামী) যদি তুমি বাস্তবিক তালাক দিতে চাও তবে শিংঠাকুর, পাঁচ পর্ব্বতঠাকুর ও পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিয়ে পাতা ছিড়ে ফেল, নতুবা তালাক হ'বে না।"

পরে বামপার উপরে তাদের দাঁড় করান হয়; পূর্ব্বদিকে জোড়হাত করে দাড়ায়, তিনটা শালপাতা আনা হয়; স্বামী গলবস্ত্র হ'য়ে সেই পাতা ধরে এবং উপর থিকে শিরা শিরা ছিড়ে ৺ঠাকুরের নামে পাতা ছিড়ে ফেলে দেয়; তারপর ঘুরে জলের লোটাটাকে ডান পা দিয়ে লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলে; তারপর মাঁঝি থিকে আরম্ভ ক'রে সকলকে প্রণাম করে। মেয়েও সেইপ্রকার সকলকে প্রণাম করে।

পাতা ছিঁড়বার সময় যদি একসোজা দাঁড়িয়ে পাতা ছিড়ে, তবে লোকে বলে হয়ত সময়ে আবার মিলও হ'তে পারে; আর যদি লোটার জল নিঃশেষ হ'য়ে গড়িয়ে না পড়ে তবে লোকে বলে এখনও মায়া ছাড়তে পারে নাই, সম্ভবতঃ আবার মিল হবে।

বিটলাহা

(সমাজ চ্যুতি)

আদিম সাঁওতালেরা কেবলমাত্র দু অপরাধে লোককে সমাজচ্যুত করিত, যথা, ভিন্নজাতের সহিত কিংবা নিকটবর্ত্তী আত্মীয়স্বজনের সহিত প্রসক্তি। কোনও ব্যক্তি এরূপ দোষ কর্‌লে তার গ্রামের মাঁঝি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মাঁঝিদের সহিত পরামর্শ করে। তাহারা সকলে একমত হলে নিজ নিজ গ্রামের লোকদের বলে দেয়, "অমুক লোকের সহিত খাওয়া দাওয়া করিতে পারিবে না। অমুকের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে না যদি কর তবে তোমরাও এক আগুনে পুড়ে মরবে। কিন্তু কেবল এরা তাকে সমাজচ্যুত কর্‌তে পারে না; সে ক্ষমতা দেশের লোকের হাতে থাকে। দেশের লোক পোড়া জঙ্গলে প্রবেশ করে বৈঠক করে। সকল গ্রামের মাঁঝি পারাণিক, দেশমাঁঝি, ও অন্যান্য মুখ্য লোকেরা একমত না হলে, যে কথা রটিয়ে থাকে তাকে

বিশেষরূপে সাজা দেয়। আর যদি তারা একমত হয় তবে এরূপ হুকুম জারি করে, "তোমরা সকলে শকরি পাতা" (দোষী লোক) ঠিক কর। তারপর দেশের যুবক গায়কের দল একত্র হয়ে গান গেয়ে সেই দোষী লোকের নাম ও দোষ ব্যক্ত করে গ্রামে গ্রামে ঢোল দিয়ে যায়। দেশের সমস্ত লোক বাঁশী বাজিয়ে ও ঢোল বাজিয়ে গ্রামের চৌমাথায় সমবেত হয়, এবং একখণ্ড পোড়াকাষ্ঠ ও একটা ভাঙ্গা ঝাঁটা দোষীর উঠানে পুতে দেয়। গ্রামের সকলে যে পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত না করে সে পর্য্যন্ত অশুদ্ধ ও সমাজে বদ্ধ থাকে, তারা দোষী লোকটাকে বিশেষ জ্বালাযন্ত্রনা দেয়। তাকে কেহ আগুন দিতে চায় না, অথবা তার পরিবারের কেহ একঘাট হইতে জল আনতে পারেনা। সে এরূপ নানা প্রকার শাস্তি ভোগ করে।

জমজাতি

(সমাজে পুনঃ-প্রবেশ)

সমাজচ্যুত কোন ব্যক্তি পুনরায় আত্মীয় স্বজনদের সহিত মিশতে চাইলে নানা প্রকার জোগাড় চেষ্টা করে। গ্রামের সকলকে ডেকে মাঁঝির কাছে তার ইচ্ছা ব্যক্ত করে; মাঁঝি পরগণাকে বলে; "পরগণা" (সর্দ্দার) দেশের আর বার জন পরগণাকে খবর দেয়। কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে গ্রামে সমবেত হয়; তারা বাহিরে বিশ্রাম করে; সমাজচ্যুত ব্যক্তি শূকর ও ছাগল মেরে প্রকাণ্ড এক ভোজ দেয়। তারপর সে একটা লোটাতে জল নিয়ে গ্রামের রাস্তার মোড়ে চলে আসে। সেখানে গলবস্ত্র হয়ে, লোটার জল দুহাতে তুলে জোড়হাত করে দাঁড়ায়; তখন তাঁহাকে নিতান্ত দুঃখী বেচারীর মত দেখায়। তারপর সকলের মুরুব্বি পরগণা, ও মাঁঝি সকলকে বলে, "এবার একে রেহাই (মাপ) দেওয়া যাক, এ নিতান্তই দয়ার যোগ্য মনে হচ্ছে। তাকে সকলের কাছে আনা

হয়; তখন সে সিংবোঙ্গাকে প্রণাম করে বলে, "এ বাবা, আমি অতি গর্হিত কাজ করেছি, আমি এবার মাপ চাই, আপনারা দয়া করুন।" তারপর প্রধান পরগণা তার হাতথেকে লোটার জল নিয়ে সিংবোঙ্গাকে প্রণাম করে বলে, "তুমি দোষ মাপ চাওয়ায় আমরা সকলে তোমার দোষ মাপ করলুম।" তারপর অল্প একটু জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে সকলকে সে জল দেয়। "মুখ্যা মুখ্যা" যত লোক সেখানে থাকে সকলেই সে জলে মুখ ধুইয়ে থাকে।

তারপর সকলে গ্রামে প্রবেশ করে। নিজের উঠানে গিয়ে সে সকল মুখ্যার পা ধুইয়ে দেয়; তারপর সকলে পংক্তিতে পংক্তিতে খেতে বসে যায়; সে ভাতের হাঁড়ি নিয়ে আসে; জলের পাত্র ও ব্যঞ্জনাদিও নিয়ে আসে। আর প্রত্যেক 'পরগণা' বাবদ পাঁচ পাঁচ টাকা, আর প্রত্যেক মাঁঝিবাবদ এক এক টাকা, পাত্রে রাখে ভাণ্ডে রেখে দেয়; আর গ্রামের মাঁঝির জন্যও পাঁচ টাকা রেখে দেয়।

তারপর সকলে খাওয়া-দাওয়া করে। খাওয়া-দাওয়ার পর দেশের পরগণা ও মাঁঝিরা তাকে সমাজে গ্রহণ করে, এবং তাকে সমাজের সমস্ত অধিকার ফিরিয়ে দেয়! সেদিন থেকে সে সমাজভুক্ত হয়; সকলের সঙ্গে একত্র খাওয়া-দাওয়া এবং বিবাহসম্বন্ধাদি স্থাপন করিতে পারে। তারপর প্রণামাদি ক'রে যে যার ঘরে চলে যায়।

(১) "পিতার ঘরে বিবাহিত যুবক"

"ভ্রাতৃদিগের একত্র বসতি"

সাঁওতাল যুবক বিয়ে করা মাত্রই ভিন্ন হয়ে যায় না। সে তার বাপমার সঙ্গে বাস করে। শ্বশুরের ঘরে বাস করলে লোকে ভারী তার নিন্দা করে, এবং পরে সে সম্পত্তির ওয়ারিস হ'তে পারে না। কোন

কোনও পিতা এরূপ ছেলের উপর বিরক্ত হ'য়ে তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। আজকাল দুএকজন তাকে 'সাবেক' পৈত্রিক ধনের অংশ দিয়ে থাকে, কিন্তু ইহা পিতামাতার একমাত্র 'মরজি'; ছেলে ন্যায়মত কোন অংশ দাবী করতে পারে না।

বাপ ছেলেদের সঙ্গে ভিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত একসঙ্গে কাজকর্ম্ম করে ও এক পরিবারে থেকে খাওয়া দাওয়া করে; বাপমা ছেলের বৌকে নিজের মেয়ের মত দেখে। ছেলেদের মধ্যে বাপ বড় ছেলেকে বেশী ভালবাসে (অবশ্য ভাল হ'লে), আর মা সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রকে ভালবাসে, ছেলেরা তাদের খুড়ো-খুড়ী, জেঠা-জেঠী, মামা-মামী, পিসা-পিসী প্রভৃতিকে নিজেদের বাপমায়ের মত ভক্তি ও মান্য করে। আর এরাও এদের নিজের ছেলেমেয়ের মত দেখে।

বাপ ছেলেদের শিক্ষার ভার নেয়; আর মা মেয়েদের ও বৌদের কাজকর্ম্ম শিখা'বার ভার নেয়। ছোট বৌরা বড় বৌদের মান্য করে চলে, এবং তাদের কথা শাশুড়ীর কথার মত পালন করে; আর বড় বৌরাও ছোট বৌদের নিজেদের ছোট বোনের মত ভালবাসে ও স্নেহ করে। বাপমা কাজকর্ম্ম করতে অশক্ত হ'লে বড়ছেলে ও বড়বৌর সঙ্গে বাস করে। সে সময়ে তারা ছোট ছেলেমেয়েদের যত রকম দোষ সহ্য করে; ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক সময় ঝগড়াও হ'য়ে থাকে। বুড়ো বুড়ীকে প্রায়ই ভর্ৎসনা করে; আজ কাজকর্ম্ম না চললে ছেলেমেয়েদেরও বকে; কিন্তু ছেলের বৌকে কিছু বলে না। আসল ঝগড়া শাশুড়ী বৌতে হয়; তাদের ঝগড়াতেই অনেক সময় ভাইএ ভাইএ ভিন্ন হয়, এবং তাদের মধ্যে মনোমালিন্যেরও সৃষ্টি হয়।

বড় বৌ দেবর ও ননদের সঙ্গে বেশ মিলেমিশে থাকে; তাদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে না। ননদেরা বৌকে ভালমন্দ সব বলে থাকে;

দেবরেরা বৌদিদির সঙ্গে নানারকম ঠাট্টাতামাসা করে থাকে ; তাতে লোকে কোন দোষ ধরে না।

বুড়োবুড়ী নাতিনাতনীদের খুব ভালবাসে, তাদের কোলে ক'রে চুমা খায়। মিলেমিশে থাকলে বুড়োবুড়ী দুজনে সকলের ছেলেপেলেদেরই কোলে ক'রে স্নেহ করে, আর আরামব্যারামে খুব যত্ন করে।

(২) ভ্রাতৃবিচ্ছেদ

"ভাই ভাই ঠাই ঠাই"

কোন পরিবারে পুত্রপৌত্রাদির সংখ্যা বেড়ে গেলে, অথবা নিজেদের মধ্যে গরমিল হ'লে ছেলেরা বাপ-মাকে ভিন্ন করে দেয়। গৃহস্বামী মাঁঝি ও গ্রামের পাঁচজনকে ডেকে ঘরবাড়ী, জমিজমা, গাইবাছুর, আর যা কিছু সম্পত্তি থাকে, সব সমান ভাগে ছেলেদের ভিতরে ভাগ করে দেয়, এবং নিজের জন্যে এক ভাগ রেখে দেয়। আর বুড়োবুড়ী যার কাছে থাকে তাদের ভাগও তার সঙ্গে একত্রে থাকে। বাপ-মা চলাফিরা করে না খেতে পারলে তাদের পালন করা ছেলেদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম, যেহেতু বাপ-মা অনেক কষ্ট ক'রে ছেলেপেলেদের মানুষ করে থাকে। মেয়েরা কোন 'বকরা' পায় না। অনেকে তাদের বিবাহকালে একটা মাত্র বাছুর দিয়ে থাকে। আর ভিন্ন হ'বার সময় কুমারী কন্যা থাকলে তাকেও একটা বাছুর দিতে হয়। ভিন্ন হইবার সময় অবিবাহিত ছেলেরা গাই-বাছুরের দুভাগ পায় একভাগ বিবাহের নামে। বৌরা বিবাহের সময় যে সব গাইবাছুর পিতামাতার কাছ থিকে কিংবা শ্বশুরবাড়ী হ'তে পায় তাহার ভাগ হয় না ; কিন্তু ছেলেরা যে সব গোধন বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ী হ'তে পায় তাহার ভাগ হ'য়ে থাকে।

(৩) স্বামী-স্ত্রীর সংসার—ঘর দুয়ার

ছেলে ও ছেলের বৌ বাপ মার সঙ্গে ভিন্ন হ'য়ে আলাদা নিজেদের ঘরবাড়ী তৈরি করে। মাঁঝির কাছে একখানা বাড়ী মেগে নেয়; হাঁড়ি ও ভাতের মণ্ড সকলকে বিতরণ করে থাকে। ছেলে জঙ্গল হইতে ছণ ও কাঠ কেটে আনে অথবা কারও কাছ থিকে কিনে নেয়; তারপর খুঁটি পুতে আড়া পাইর লাগিয়ে একখানা ঘর উঠায়। ছণ দিয়ে চাল ছাইনি করে, আর চারদিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে। আবার ভিতরে বেড়া দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কামরা করে। স্ত্রী মাটি গুলে বেড়াতে লাগিয়ে ঘরগুলিকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, আর মাটি দিয়ে চুলাও বানায়। স্বামী বাঁশের অথবা কাঠের দরজা তৈরি করে। ঘরের ভিতর দুখানা খাট, ছিয়া, ঝুড়ি, ঝাঁটা, চালনি, হাড়ি-পাতিল, হাতা, বাউলি, কোদাল, কুড়োল, দাও, লাঙ্গল-জোয়াল, ছুরি, তীর-ধনুক, খাঁড়া, তরবারি ও ঢাক-ঢোল প্রভৃতি জিনিষ রাখে। গরীবের ঘরে খাঁড়া, তরবারি, কিংবা ঢাক-ঢোল থাকে না।

ঘরের ভিতর কতকটা অংশ পূর্ব্বপুরুষদের নামে গুপ্তভাবে রাখে; সেখানে অন্য পরিবারের কোন লোক প্রবেশ করতে পারে না। সেখানে একটা বেদীর মত থাকে; সেটাকে পূর্ব্বপুরুষদের পীঠস্থান ব'লে নির্দ্দেশ করা হয়। টাকাপয়সাও ভিতরে থাকে। ঘরের পেছনে জায়গা রাখে; সেখানে জন্রা চাষ করে। ঘরের সামনে উঠান থাকে; উঠানের চারিদিক্ বেড়া দিয়ে বন্ধ করা হয়; কেবল দুই দিকে দুটা দুয়ার থাকে। গাইবাছুরের জন্য পুরুষটি একটি স্বতন্ত্র গোশালা নির্ম্মাণ করে; মেষ ছাগলের জন্যও একটা কামরা আর শূকরের জন্য একটা পৃথক জায়গা রেখে দেয়। মুরগী ও বিড়াল ঘরের ভিতরেই থাকে। কুকুর ঘর পাহারা দেবার জন্য পিড়াতে বসে থাকে।

(৪) স্ত্রী-পুরুষের পোষাক পরিচ্ছদ

পরিধানের জন্য পুরুষেরা একহাত ওসার আর পাঁচহাত লম্বা একখানা বস্ত্র ব্যবহার করে; আর গা ঢাকিবার জন্য পাঁচহাত লম্বা আর তিনহাত ওসার একখানা চাদর রাখে। ধনীলোকেরা পাঁচহাত লম্বা কাপড়ের একটা পাগ্ড়ীও মাথায় জড়িয়ে থাকে; গরীব লোকেরা দুহাত লম্বা আর আঠহাত ওসার একখানা "কুপ্শি" (কৌপীন) পরিধান করে। অথবা আড়াইহাত লম্বা একহাত ওসার একখানা ধুতি কোমরে জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করে; শীতেরঋতুর জন্য তিনহাত পরিমিত একখানা সূতার চাদরও থাকে। মেয়েদের কেবলমাত্র দশহাত লম্বা একখানা শাড়ী থাকে; এতেই এদের সমস্ত শরীর ঢাকে। আট বছর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা উলঙ্গ থাকে; তারপর ছেলেরা একখানা "ভাগত্তা" বস্ত্র, আর মেয়েরা একখানা "পুটলি" শাড়ী পরে। পুরুষেরা সকলেই পাগড়ী বাঁধে, আর মেয়েরা খোপা বাঁধে। সকলেই চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচরায়।

(৫) সাঁওতালদের আভরণ (অলঙ্কার)

প্রাচীনকালে সাঁওতালদের কোন অলঙ্কার ছিল না। একমাত্র কুলই-এদের আভরণ ছিল। আজকাল কি পুরুষ কি স্ত্রী, ছেলে কি মেয়ে সকলেই মাকড়ি ব্যবহার করে থাকে। প্রাচীন সাঁওতালদের কেবল বালা ছিল; এতদ্ব্যতিরেকে তাঁদের অন্য কোন অলঙ্কার ছিল না। বুড়ো মেয়েদের চুড়ি, মালা, ও হাতে অঙ্গুরী থাকত।

পুরুষেরা আজকাল বালা, মালা ও অঙ্গুরী ব্যবহার করে থাকে; আর নাচবার সময় পায়ে নুপূর, ঘুঁঘরি, প্রভৃতি পরে এবং মাথায়ও নানাপ্রকার অলঙ্কার দিয়ে সাজায়। মেয়েরা চুড়ি, মল, বাঁক, পায়ের অঙ্গুরী,

আউঠা, মালা, অঙ্গুরী, হাস-হাসলি, টাগা, বাজু, ও মাথায় অলঙ্কার পড়ে থাকে। ছেলেমেয়েরাও পায় ঘুঁঘড়ি কিংবা ঝুনকি পড়ে থাকে।

(৬) পুরুষদের কাজকর্ম্ম

ফাল্গুনমাস থেকে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত সাঁওতালেরা ঘরে বসে কাটায়; এসময়ে পুরুষেরা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে, এবং ঘরদুয়ারের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করে। তখন লাঙ্গল-জোয়াল, মই, চড়কা চড়কি, কোদাল, কুড়াল, দা, খাঁড়া, তীর-ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্রাদি তৈরি করে, কাপড় বুনে এবং খাট-পালঙ ছেয়ে থাকে। ঘরের জন্য কাঠ এনে ঘর মেরামত করে।

জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ভাদ্র পর্য্যন্ত চাষের সময়। এসময় ভোর হইতে দুপুর পর্য্যন্ত এরা মাঠে চাষ করে এবং জমির মধ্যে আল-বাতর নির্দ্দিষ্ট করে। প্রথমে দড়ি, গুন্‌ডালি, আর এরবা (নানারকম ডাল) বাইন করে; তারপর জান্‌হে, জন্দ্রা, বজ্‌রা, রহড়, ঘানত্রা প্রভৃতি নানারকম ডালের চাষ করে। পরে ধান বাইন করে ও জন্দ্রা কুড়িয়ে নেয়। তারপর ধান রোপণ করিবার জন্য আবার জমিতে চাষ দেয় এবং ধানের চারা লাগায়। মেয়েরাও চাষের কার্য্যে পুরুষদের সাহায্য করে থাকে। এসময়ে শ্রাবণ মাসের ভিতরেই কাপাস ও তিল বুনে থাকে। ভাদ্র মাস মধ্যে সুরওজা ও চাষাবাদ হয়, জন্দ্রা তোলা হয়। মেয়েরা এই সব কাজে সাহায্য করে। ইড়ি, গুনডালি, এরবা প্রভৃতিও এসময়ে তোলা হয়। এতেও মেয়েরা সাহায্য করে। ছেলেরা মইএর কাজ করে। আশ্বিন মাসে জন্দ্রা উঠিয়ে ক্ষেতে সরিষা আবাদ করে। আর জান্‌হে ও ভাদই ধান কেটে ঘরে তুলে। অগ্রহায়ণ মাসে খোলা তৈয়ার হয়। স্ত্রী-পুরুষ মিলে ধান মলে, বজ্‌রা ও তিল কাটে, ‘রহড়’

তুলে, ঘান্‌রা ও সুরগুজব প্রভৃতি শস্য উঠায়। কেবল মেয়েরাই কাপাস তুলে থাকে। পুরুষেরা বলদ জুড়ে খোলাতে নানাপ্রকার মলনের কার্য্য করে। এইভাবে সকল রকম শস্য তৈরি ক'রে ঘরে তুলে। মাঘ মাসে সরিষা ও খড় চাষ হয়; তারপর চাষের কার্য্য শেষ হয়।

এইসকল কাজ ছাড়া পুরুষেরা "সাউ"-দের (বণিকদের) সঙ্গে নানাপ্রকার কারবার করে থাকে। আর মাঁঝির খাজনাও দিয়া থাকে। স্ত্রী-পুরুষ মিলে নানাপ্রকার ফল থেকে তেল বের করে; তিল ও সরিষার তেল তৈরি করে না; সেগুলি বিক্রী করে দেয়। নিম, করঞ্জই প্রভৃতি ফল থেকে তেল তৈরি করে।

(৭) মেয়েদের কাজকর্ম্ম

মেয়েরা সব সময়ই কাজে ব্যস্ত থাকে। অতি প্রত্যূষে মোরগের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘুম থেকে উ'ঠে ধান বান্‌তে আরম্ভ করে। পরে ভোর হলে উঠানে গোবরলেপ দেয়, আর জল তুলে আনে। তারপর বাড়ীর পুরুষদের ও ছেলেপেলেদের বাসি পান্ত ভাত খেতে দেয়, এবং পরে নিজেরাও খায়। তারপর আগুন জ্বেলে ভাত ব্যঞ্জন রেধে থালায় থালায় বেড়ে দুপুর বেলা সকলকে খেতে দেয় ও নিজেরাও খায়। দুপুর বেলা হইতে বিকাল বেলা পর্য্যন্ত এরা নানাপ্রকার কাজে ব্যস্ত থাকে। কেহ কেহ জঙ্গল থেকে শাকপালা তুলে; কেহ কেহ লতাপাতা আনে; কেহ কাঠ আনে, কেহ বা চরকায় কাপাস তূলা কাটে; আর কেহ বা সূতা কেটে পুরুষদের জন্য কাপড় বুনায়। বিকাল বেলা জল তুলতে যায় আর রান্নার জন্য সব তৈরি করে। তারপর রাত দুই দণ্ডের সময়ে সকলকে খেতে দেয়; নিজেরা

কিছু পরে খায়। এরা মাংস ক্বচিৎ খেয়ে থাকে। বেশীর ভাগ ভাত, ডাল, ও শাকসবজী খেয়ে থাকে। হলুদ, পানমৌরি, রসুন, তেল, ও লবণ মাংসের মসল্লা; হলুদ, মেথি, তেলনুন মাছের মসল্লা; ডাল ও শাকসবজীর মসল্লা কেবল নুন। খাওয়া দাওয়ার পর সকলে মিলে গল্প করে এবং কিছুক্ষণ পরে শুইতে যায়। চাষবাষের দিনে মেয়েরাও ধান রু'য়ে থাকে, জন্দ্রা তোলে, আর ধান বেনে চাল তৈরি করে। আশ্বিন মাসে ঘরদুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। এসবও মেয়েদের কাজ।

(৮) ছেলেমেয়েদের কাজ ও তাদের খেলা

ছেলেরা যে পর্য্যন্ত রাখালের কাজ না শিখে সে পর্য্যন্ত কেবল খেলা করে বেড়ায়। তারপর গ্রামের অন্যান্য ছোক্‌রাদের সহিত ছাগল ভেড়া রেখে চরায়। ভোরবেলা গাই বাছুর খুলে দেয়, আর দুজন দুজন কিংবা তিনজন তিনজন মিলে এদের মাঠে চরায়; বাঁশী বাজায় ও পাখী শিকার করে। দুপুরবেলা ছাগল-ভেড়াগুলিকে খাওয়াইবার জন্যে ঘরে নিয়ে আসে, খাওয়ার পর আবার ছেড়ে দেয়। সন্ধ্যাবেলা আবার এদের এনে খোয়াড়ে রেখে দেয়। দুপুরবেলা পুরুষেরা গাই দুয়ায়, ছেলেমেয়েদের দুধ খাওয়ায়। অবশিষ্ট দুধ রেখে জমিয়ে ঘি তৈরি করে। ঘির জন্য দুধ প্রথমে খুব জ্বাল দেয়; জ্বাল দিয়ে দই করে; দই মন্থন ক'রে মাখন তুলে, এবং মাখন গালিয়ে ঘি করে; ঘোল নিজেরাও খায়, এবং গরীবদেরও বিলিয়ে দেয়।

ছেলেরা মাটির গাড়ী তৈরি ক'রে খেলা করে; সময় সময় কাঠের গাড়ীও বানায়। এরা তীর-ধনুক বানিয়ে টিক্‌টিকি প্রভৃতি মেরে থাকে।

একটু বড় হ'লে তীর-ধনুক নিয়ে খেলা করে। ছোট মেয়েরা ছোট ছেলেপেলে কোলে ক'রে বেড়ায়, শাকসবজী তুলে, এবং মেয়েদের নানা কাজে সাহায্য করে থাকে। একটু বড় হ'লে জল আনে, পাতা আনে, এবং অন্যান্য কাজও করে থাকে। ছেলেবেলায় ধূলা দিয়ে ভাতব্যঞ্জন রেঁধেও খেলা করে। ছেলেবেলায় ছেলেরা ও মেয়েরা একত্র মিশে খেলা করে। কিছু বড় হ'লে সন্ধ্যাবেলা নাচ-গানও করে থাকে।

(৯) বুড়ো-বুড়ীর সুখ-দুঃখ

পুরাকালে বুড়োবুড়ীরা বেশ শান্তিতে ও সুখে থাকৃত; বুড়ো বুড়ীর কাজের লাঘব ক'রে দিত, আর বুড়ীও বুড়োর কাজে সাহায্য ক'রে হালকা করে দিত। সন্ধ্যাবেলা দুজনে ব'সে নানারকম কাজের কথা বলত। আবশ্যক হ'লে বুড়ো বুড়ীকে বলত, "আজকাল বুঝে সুঝে চালাও, বড় টানাটানির দিন পড়েছে।" আবার বুড়ীও বুড়োকে বলত, "খরচের চেষ্টা দেখ; সব কিন্তু ফুরিয়েছে;" অথবা, "ছেলেপেলেদের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, কি করে কাপড় চোপড় দিব?" অথবা "খোকা বড় হয়েছে, কনে খোঁজ কর না।" অথবা, কিছু ঘটনা হ'লে, "ছেলেপেলেগুলি কথা শুনে না, আমি কি করব? গা'ল দিলেও ভয় করে না।" অথবা, "ছেলেমেয়েদের জ্বর হয়েছে, কবিরাজকে হাত দেখাও!" বুড়োবুড়ীতে এইরূপ পরস্পর কথাবার্ত্তা হ'ত; দুজনে মিলেমিশে কাজকর্ম্ম ক'রে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করত।

কিন্তু সময় সময় মেয়েরা বড় 'খিচমিস্' করে; সব সময়ে পুরুষদের সঙ্গে ঝগড়া করে, কড়া কড়া কথা বলে, ও মুখ ভার ক'রে থাকে। পুরুষদের আর সুখ থাকে না; কোন সময়ে কথা উঠলে লোকে বলে থাকে, "অমুকের পরিবার বড় ঝগড়াটে।" কোনখান থেকে পুরুষের

ফিরে আসতে একটু দেরী হ'লে পরিবার মুখ ভার করে থাকে, কড়া কড়া কথা ব'লে এবং যা তা ব'লে গাল দেয়। পুরুষ মেয়েদের সঙ্গে এটে উঠে না; কিন্তু সময় সময় রেগে স্ত্রীকে মারপিট করে। তারপর স্ত্রী নানাপ্রকার কুৎসিৎ ভাষায় পুরুষটাকে গালিগালাজ করে; ছেলেমেয়েগুলি 'কাউমাউ' করে কাঁদাকাটি করে, আর ছুটাছুটি ক'রে কাঁদাকাটি করে বলে "বাবু, বাবু, মাকে মেরে ফেলেছে!" তখন গ্রামের লোকজন এসে দুজনকে থামায় এবং দোষগুণ বিচার ক'রে দোষীকে শাস্তি দেয়। কতক কতক মেয়ে স্বভাবতঃ কুঁড়ে আর সংসারেয় জিনিষপত্র নষ্ট করে। কতক কতক পুরুষ ভীষণ রাগী, 'খামাখা' পরিবারকে ধরে 'পিটায়', আর ভাততরকারি কিংবা কাজের খুটিনাটি দোষ বের করে পরিবারের সঙ্গে কেবল ঝগড়া করে। কেহ কেহ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে জিনিষপত্র ভাঙ্গে চুরে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ হ'লে দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ পুরুষেরা স্ত্রী তালাক দেয়; কিন্তু অনেক সময় ছেলেপেলেদের মায়ায় স্ত্রীকে তালাক দেয় না। এসকল লোক বড় দুঃখে কাটায়।

(১০) শিশুদের সুখ-দুঃখ

বাপমা 'খামাকা খামাকা' ছেলেপেলেদের মারে না—খুব রাগলেও না। সময় সময় নিজেরা না খেয়ে ছেলেপেলেদের খাইয়ে থাকে। মার সামনে বাপ ছেলেদের মারতে সাহস করে না, মা বাধা দেয়। ছেলেপেলেদের শাস্তি খুব কম, তারা নিজেদের ইচ্ছামত থাকে; কোনও কথা দুএকবার না শুনলে বাপ-মা ক্ষমা করে থাকে। আর যদি কখনও তারা মার খায় তবে তারা আত্মীয়-স্বজনের কাছে গিয়ে নালিশ করে! তারা বাপ-মাকে ভর্ৎসনা করে এবং ছেলেপেলেদের নিজেদের বাড়ীতে রেখে

দেয়; বাপ-মা এদিকে অনেক বাছাধন ব'লে ঘরে ফিরিয়ে আনে; এতে ছেলেপেলেদের সাহস বাড়ে। ছেলেপেলে বড় হলেও নির্ভয়ে দোষ করলে লোকে বাপ-মাকে মন্দ বলে কিন্তু এদের কিছু বলে না। ছেলেপেলেরা বশ না মানলে সাঁওতালদের বড় 'জ্বালা' পেতে হয়। ছেলেবেলায় পিতামাতার সম্মান না করলে পরে নিজেদের বেলা তাদের ছেলেপেলে তাহাদিগকে তেমনি সমানে সমানে দুষ্টুমি ক'রে পুরোপুরি শোধ তুলবে। সময় সময় বাপ-মা বিরক্ত হয়ে বলে, "ওহে বাপু, (অথবা) ওগো খুকী, আমরা না থাকলে হাঁড়ি ধু'বার জলও মিলবে না। আর ঘূর্ণিবায়ুর মত চারিদিকে ঘুরে বেড়াবে।"

(১১) চাকর-চাকরাণী

যে সংসারে মানুষ কম সেখানেই চাকর-চাকরাণী রাখা হয়। আগে চারিদিকে সন্ধান নেওয়া হয়; পরে খবর পেলে চাকর কিংবা চাকরাণী কিংবা তাদের বাপ-মাকে ডেকে নিয়ে আসা হয়। ভাত, ডাল, মদ প্রভৃতি খাওয়া হয়, তারপর কথাবার্ত্তা ঠিক হয়। ছোক্‌রা চাকর দুটাকা মাহিনা পায় অথবা শস্যের একভাগ পায়। চাকরাণীরা সাধারণতঃ একটাকা মাহিনা নেয়, অথবা চাকরদের মত শস্যের একাংশ নেয়। জল-বৃষ্টির দিনে চাকরেরা পোষাক পায়-পাঁচহাত একটা গামছা, আর একটা "ভাগত্তা", চাকরাণীরা ঋতুবিশেষে কাপড়চোপড় পেয়ে থাকে।

চাকরেরা মনিবের আর চাকরাণীরা গিন্নীর কাজে সহায়তা করে। যে সকল চাকর ধনী মনিবকে কাজ দেখায়ে খুসী করতে পারে তারা বেশ সুখে থাকে। কিন্তু ধনী গিন্নীর বিরাগভাজন হ'লে চাকরদের ভারি কষ্ট হয়; খারাপ ভাত খেতে দেয়, আর স্বামীকে ব'লে চাকরকে শাসায়। ধনী গিন্নীর বড়মেয়ে থাকলে, সময় সময় চাকরকে ঘরজামাই

ক'রে বিবাহ দিয়ে থাকে। গিন্নী খুসী থাক্‌লে চাকর-চাকরাণীদের ভারি সুখ হয় ; তাদের কোন কষ্ট হয় না।

রাখালের কাজের জন্য চাকর রাখলে তারা বৎসরে একটাকা মাহিনা আর পাঁচহাত লম্বা দুইখানা কাপড়, ও খোরাকী পেয়ে থাকে। চাষের সময় মজুর রাখলে তাদিগকে স্ত্রী কি পুরুষ উভয়কেই ভোরে দুপুরে খেতে দেওয়া হয়।

(১২) জ্বর-জ্বালা

স্বামী-স্ত্রীর কিংবা ছেলেপেলেদের অসুখ হ'লে কবিরাজকে ডেকে হাত দেখান হয়। কবিরাজ হাত দেখে বলে, "ভাল হয়ে যাবে। কিছু ঔষধপত্র খাওয়াও ভাল হবে।" রোগীকে বলে "তুমি ঔষধ খাবে ?" তারপর জঙ্গলে গিয়ে ঔষধ এনে পিষে রস ক'রে রোগীকে খেতে দেয়। তিন চার দিন এরূপ ঔষধ খেয়ে রোগী না সারলে কবিরাজ বলে থাকে, "এ ঔষধে সকলেই ভাল হয়েছে, এ কেন ভাল হচ্ছে না ! আর কাকেও দেখাও।" তখন ওঝার ডাক পড়ে। ওঝা তেলখরি দিয়ে শালপাতায় গণনা করে। ওঝাকে বলা হয়, "আসুন বাবা, এই তেলপত্র দিয়ে গণে দেও।" ওঝা জিজ্ঞাসা করে "কার ব্যামো হয়েছে ?" তখন বলা হয় "পরিবারের কিংবা কোন ছেলের।" ওঝা জিজ্ঞাসা করে, "তার নাম কি ?" নাম বলা হয়। তারপর ওঝা গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করে ; গ্রামের নামও বলা হয়। গ্রামের নাম শুনে ওঝা একটা পাতায় তেল ঢালে, আর গুরুর নামে মাটিতে তিনবার পাতার তেল ছিটিয়ে দেয়। তারপর আর একটা পাতা দিয়ে তেল ও পাতা ঢেকে ফেলে এবং মন্ত্র পড়তে থাকে। একঘণ্টা কাল এরূপে রাখা হয় ; তারপর ওঝা সেগুলি মাটি থেকে নিয়ে প্রণাম করে, আর পাতা দুটি খুলে ফেলে। তখন

গৃহস্বামী ওঝাকে জিজ্ঞাসা করে "কি দেখলেন,—উপদেবতা, না মানুষ?" ওঝা উত্তর করে "অমুক উপদেবতা তোমার উপর রাগ করেছে; তার বাতাস লেগেছে।" ওঝারা প্রথমে ডানের কথা বলে না। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের দুতিন জন ওঝা একমত হ'লে লোকটি বাড়ীতে এসে ঠাকুরের পূজা দিয়ে বলে, "সব ভাল করে দাও, আমি তোমাকে আরও পূজা দিব।"

পরে গ্রামের ওঝাকে ধরা হয়। সে দেবতার উদ্দেশ্যে বাইরে খড়ি ক'রে বলে "বাতাসের দেবতা অমুক তাঁকে মানত কর।" ওঝা কিছু আদা ও চাল নিয়ে পাতার উপর রাখে; তারপর রোগীর পায়ে ও হাতে জল স্পর্শ করায়, ও শরীরের চারিদিকে ঘুরায়। বাড়ীর পেছন থেকে কাটা এনে রোগীর উরুতে পাঁচ জায়গায় ফুরে এবং রক্তের সঙ্গে চাল মিশিয়ে দেয়। তার পর সেই চাল ও পাতার চাল একত্র ক'রে উপদেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়ে বলে, "তবে দেখ, তুমি ফল্না ফল্না, মাঁঝির ঘরে লেগেছিলে, আজ তোমাকে মাছের মত—কাঁকড়ার মত ধরলাম; আজ থেকে এবাড়ী হ'তে টি করে চলে যাও, সব ভাল হউক, আমার গোঁসাই ঠাকুর।"

তারপর গ্রামপ্রান্তে গিয়া দেবতার পূজা দিয়ে বলে, "ওগো, গোঁসাই ঠাকুর তবে নেও, তুমি এখানে আছ গাছের কাণ্ডে, খুঁটিতে, জলে, গর্ত্তে, কন্দরে—যেখানেই থাক সেখান থেকে এসে দয়া কর।" তারপর শিকড় এনে বেটে তার রস রোগীকে খাওয়ান হয়; এতে রোগী ভাল হয়ত ভাল, না হয় ওঝা বলে 'মাঁঝি পারাণিককে ডাক কে যেন আবার লেগেছে।"

(১৩) আত্মীয় কুটুম্ব

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পিতামাতা ছাড়া শ্বশুরবাড়ীর লোকদের সঙ্গে বিশেষ কুটুম্বিতা হয়। ছেলের বৌর ভাই কিংবা মামার উপরেও কর্ত্তা গিন্নীর বিশেষ নজর থাকে; এ দুজনেই বেশীর ভাগ দেখাশুনা

করে, খোজ খবর নেয়; এরা অতিথি হইলে মুরগী ও শূকর মেরে ও মদের আয়োজন করে অভ্যর্থনা করা হয়। এরাও উহাদের বেশ খাতির করে। জামাইর ভাই ও মামাকেও খাতির করা হয় বটে, কিন্তু ততটা নয়। মেয়ের নিজের স্বামীর ভাইদের বিশেষ অসম্মান করে না, কিন্তু তাদের প্রতি বিশেষ ভাব থাকে না; তবে কেবল লাভের জন্য আত্মীয়তা রাখে। বছর বছর আশ্বিনমাসে কর্ত্তা ও গিন্নী খুব কাছে হ'লে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে; ঘরে বড় বেটাছেলে থাকলে দুজনেই যায়, অন্যথা কেবল কর্ত্তা একেলা যায়। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখাশুনা করার অর্থ এই—"কেহ যেন বিস্মৃত না হয়।"

আত্মীয়-স্বজনের কারও অবস্থা খারাপ হ'লে কর্ত্তা ও গিন্নী উভয়েই তাদের সাহায্য করে থাকে, বিশেষ ভাব থাকলে খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়-চোপড় দিয়ে থাকে। বাপ-মার উপর মেয়েদের বিশেষ টান থাকে। স্বামীস্ত্রীতে বনিবনাও না হ'লে, অথবা পুরুষ স্ত্রীকে গালাগাল করলে কিংবা মারলে স্ত্রী তার বাপ-ভাইয়ের নিকট গিয়া কান্না-কাটি করে, আর এরাও তার সঙ্গে এসে স্বামীকে বলে, "কেন বিয়ের সময় ত একে বলে রেখেছ"; বাপমার অনুমতি ছাড়া এরা কখনও জ্যোতিষের নিকট যায় না; জ্যোতিষের কাছে প্রতিকার না হ'লে এরা পাঁচ জায়গা থেকে লোক জোগাড় করে। সেজন্য বাপ-ভাইএর উপর মেয়েদের বিশেষ ভরসা থাকে।

(১৪) বুড়োবুড়ীর মৃত্যু

ছেলেদের বিবাহের পূর্ব্বে তাদের মা মারা গেলে ছুটকি সংসারে থাকলেও বাপ তাদের পৃথক ক'রে দেয়না। কিন্তু ছেলেরা বিবাহিত

হ'লে, ইচ্ছা করলে বাপ তাদের পৃথক ক'রে দিতে পারে। গ্রামের পাঁচজন ডেকে ধনসম্পত্তি ভাগ করা হয়, বাপ একভাগ রাখে, আর ছেলেরা প্রত্যেকে এক এক ভাগ পায়। পুরুষ মরবার সময় যদি ছুটকির কোলে পুত্রসন্তান না থাকে, তবে বড়কীর ছেলেরা বাপের অবশিষ্ট অংশ পরে দাবী করতে পারে ; এ অংশ নিলে ছোটমা মরলে তার শ্রাদ্ধ করতে হয়।

কোনও স্ত্রীলোক পুত্রসন্তান বিহীন হয়ে বিধবা হ'লে তার স্বামীর বাপ-ভাইরা সমস্ত সম্পত্তি পায় ; স্ত্রীলোকটি কেবল একটা বাছুর, এক বস্তা ধান, একটা বাটি ও একখানা কাপড় পায় ; আর সে বাপভাইদের বাড়ীতে চলে যায়। অনেকে নিজেদের ভাইপো কষ্টে পড়লে তাকে নিজের বাড়ীতে রেখে দেয়। বাপের বাড়ীতে যেতে দেয় না। এসব লোক নিতান্ত ভালমানুষ। যারা এরূপ ভাইবোনকে রেখে দেয় তারা পরলোকগত ঠাকুরদাদার সম্পত্তির একভাগ পায়, অবশ্য সব পায় না।

বিধবা মেয়ের মেয়ে সন্তান থাকলে মেয়েও মার সঙ্গে তার ঠাকুর দাদার ঘরে চলে যায় ; তারা মা ও মেয়ে উভয়কেই ভরণপোষণ করে এবং এদের ধনসম্পত্তিও তত্ত্বাবধান করে। মেয়ে বড় হ'লে তার বিয়ে দেওয়া হয় ; আর বিয়ের সময় বাপের নিকট যেমন মরজি চলে এদের কাছেও তেমনি অবদার চলে ; মেয়ে মাকে মরণ পর্য্যন্ত নিজের বাড়ীতে রাখে। সেখানে না থাকলে নিঃসন্তান বিধবাদের মত, মা নিজের অংশ নিয়ে বাপের বাড়ীতে চলে যায়। অথবা আবার মেয়ের বাড়ীতে এসে থাকে।

বিধবার পুত্রসন্তান থাকলে সম্পত্তি তার নিজের হাতে রেখে দেয়। ছেলের ঠাকুরদাদা নজর রাখে যেন সে সম্পত্তি নষ্ট না করে। ছেলের বিবাহের পূর্ব্বে মা সাঙ্গা বসলে ঠাকুরদাদা ছেলেকে ও তার ধনসম্পত্তি রেখে দেয় ; হকমত ছেলের মা কিছুই পায় না। অনেকে খুসী হ'য়ে

শ্রাদ্ধের জন্য একটা মাত্র বাছুর দিয়ে থাকে। "ওয়ারিশ" আইন এই প্রকার ;—ছেলের বাপ ছেলের সম্পত্তির অংশ পায় ; বাপ না থাকলে সোদর ভাই সে অংশ পায় ; এরা না থাকলে কিংবা মরে গেলে এদের পুত্রসন্তান, এমন কি এদের ভাইপোরাও সে অংশ পেয়ে থাকে। আর এরা কিংবা এদের ছেলেমেয়ে না থাকলে মৃত ব্যক্তির কাকাখুড়ো কিংবা তাদের ছেলেরা তার অংশ পায়। আর যদি কোন ওয়ারিশ না থাকে তবে দেশের রাজা সম্পত্তির মালিক হয়।

গ্রামে বসতি

(১) গ্রামের সন্ধান ও শুভাশুভ লক্ষণ

সাঁওতাল যুবক কখনও একলা সংসার করে না। সকলে মিলে গ্রাম খুঁজে "জমকাল" হ'য়ে তথায় বাস করে। তিন চারজন সাঁওতাল একজন মুখ্যার সহিত বনের দিকে চলে যায় ; বনে প্রবেশ করে পাখী উড়্‌তে দেখ্‌লে বলে, "এমনি করে আমাদের গ্রামও একদিন "উজাড়' হয়ে যাবে!" কিন্তু পাখীগুলিকে নীড়ে স্থির হ'য়ে বসা দেখলে, অথবা বাঘ কিংবা বাঘের পাঞ্জা দেখলে বলে, "একদিন আমরা একজায়গায় 'পাড়া গাড়ব' (বাস করব)।" এরূপে সন্ধান করতে করতে একটা জায়গা বেছে নেয়—যেখানে মাটি উঁচু থাকে, যেখানে ঘরবাড়ী সুন্দরমত তৈরি হ'তে পারে, আর যেখানে ক্ষেতখোলা করা যায়, এবং যেখানে সহজে জল পাওয়া যায়। এরূপ জায়গা পেলে তারা খুব খুসী হ'য়ে বাড়ীতে ফিরে আসে।

তারপর একদিন সকলে মিশে "সারসাগুণের" জন্য অর্থাৎ গ্রাম উৎসর্গ করবার জন্য চলে যায়। সাদা, আর একটি কালো মোরগ, অল্প কিছু আতপ চাল, তেল-সিন্দুর, আর একটা নূতন বাটিতে কিছু জল নিয়ে যায়। যেখানে মুখ্যার বাড়ী হ'বে সেখানে সন্ধ্যাবেলা সিন্দুর দিয়ে গোটা পাঁচেক টিকা (চিনে) দেয় ; সিন্দুরের টিকার ভিতরে আতপ চাল রাখে এবং চারিদিকে বাটির জল ছিটিয়ে দেয় ; এর কাছে মোরগ-গুলি বেঁধে রাখে যেন চাল না খেতে পারে ; তারপর নিবেদন করে বলে "হে আকাশের দেবতা, তুমি মাদুরের-মত সব জুড়ে আছ চারদিক। চার পৃথিবী তুমি ব্যাপ্ত হ'য়ে আছ ; আর আমরা এই ধরিত্রীর পাঁচছয় জন তোমার নামে এই জায়গা উৎসর্গ করলাম ; দুধ কি দুধ, জল কি জল, আমাদের দেখিয়ে দেও।" তারপর যে যার ঘরে চলে আসে।

দ্বিতীয় দিন খুব ভোরে এসে আবার জায়গা দেখে। কোন মোটা মোরগের পালক ঝ'রে পড়ে থাকলে বলে, "বুড়োদের ভিতর দুএকজন মরবে" ; আর ছোট মোরগের ডানা পড়লে বলে থাকে, "ছেলেপেলেদের কেহ মারা যাবে।" আর যদি কোন মোরগের ডানা না পড়ে তবে সেটা খুব শুভ লক্ষণ. কেহই মারা যাবে না। আর যদি মোরগগুলির চারিদিকে ময়লা পড়ে থাকে তবে বলা হয়, "গরীব-গরবা সকলেই ভাল থাকবে।" আর একদিকে ময়লা পুঁজি হয়ে থাকলে বলে, "কেবল মাঁঝি বড়লোক হবে" ; দুদিকে থাকলে বলে, "মাঁঝি আর পারাণিক বড়লোক হবে ;" তিনদিকে থাকলে বলে, "আর একজন রায়তও বড়লোক হবে।" যেদিকে পিপীলিকা চাল নিয়ে যায় সেদিক থেকে দেবতার উত্থান হবে। বাটির জল শুকিয়ে গেলে বলে, "দুএক বছর জলের টানাটানি হবে—অবৃষ্টি হবে" ; আর জল না শুকালে বলে,

"জলের টানাটানি হবে না।" যদি মোরগগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়, চাল না থাকে এবং বাটির জলও শুকিয়ে যায়, তবে তারা বলে, "এই জায়গা মারাত্মক, আমাদের মঙ্গল হবে না, এখানে গ্রাম বসাব না।" কিন্তু মোরগ, চাল ও বাটির জল ঠিকমত থাকলে এরা চারদিকে গর্ত্ত খনন করে; তিনদিকের মাটি উঠায়, এবং সেই মাটি দিয়ে গর্ত্ত পূর্ণ করে। দুদিকের মাটি ভরাট হ'য়ে কিছু বাকী থাকলে বলে, "আমাদের কিছু পুঁজিপাটা থাকবে, আর যদি কিছু বাকী না থাকে তবে বলে, "এখানে শূন্য"। তারপর মোরগগুলি ছিঁড়ে একটা মাটিতে আর একটা মাঁঝির নামে উৎসর্গ করে। এইরূপে "সারসাগুণ" ক্রিয়া শেষ হয়।

(২) বসতি

তারপর একদিন এসে প্রথমে মুখ্যার একখানা কুড়েঘর তৈরি করে; ইনি গ্রামের মাঁঝি কিংবা মুখ্যা হ'য়ে প্রথমে গাছ কাটে। আজকাল বন খুঁজে রাজাকে জানাতে হয়; কিন্তু পুরাকালে রাজা সৃষ্টি হবার পূর্ব্বে এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। তারপর মুখ্যা সকলকে নিয়ে জমি ভাগ করে; প্রত্যেকেই এক এক খানা কুঁড়ে তৈরি করে, আর গরুবাছুরের জন্য একটা খোয়াড়। তারপর বুড়োরা গ্রামে ফিরে এসে পরামর্শ করে, "কবে আমরা উঠে যাব!" দিন ঠিক করে একদিন ছেলেপিলে নিয়ে তারা নূতন গ্রামে চলে আসে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস নূতন গ্রামে আসিবার প্রশস্ত কাল। সকলে মিলে জমিজায়গা পরিষ্কার করে, এবং সেখানে যে বাঁশ পায় তাতে ঘরের 'সাজ' হয় এবং কিছু অবশিষ্ট থাকে। কাঠ ও গুছিয়ে রেখে ঘর তৈয়ার করে। মাঝে মাঝে রাস্তা খুলে এবং রাস্তার মোড়ে জাঁহের দেবীর ঠানও নির্দ্দেশ ক'রে রেখে দেয়।

(৩) মাঁঝির সাহায্যকারী

সকলে মিলে মাঁঝির কাছে আসে ; সে সকলকে মদ খেতে দেয়। তারপর বুদ্ধির তারতম্য বিচার করে গ্রামের সাহায্যের জন্য বাছনি করা হয়, এবং তাদের নামকরণ হয়, "আপনি আমাদের পারাণিক, আপনি পেয়াদা" ; বেশী লোক থাকলে জগমাঁঝি ও জগপারাণিক ও নির্ব্বাচন করা হয় ; আর যিনি ঠাকুরকে রক্ত দিতে চলে যায় তাঁকে কুত্তাম-নায়ক করা হয়। পরে সকলে হাঁড়ি পান করে ও খাওয়া দাওয়া করে ; তারপর যার যার ঘরে চলে যায়।

মাঁঝি পাঁচজনের 'মাথা'। সকলকেই তার অধীনে থেকে চলতে হয়। ইনি সবকাজেই আছেন-হাকাহাকিতে, শাসনসংরক্ষণে, জন্মসংস্কারে, বিবাহাদিতে, শিকার-বিষয়ে, পরব-পার্ব্বণে, সেবা-ভক্তিতে, রান্না-বান্নায়, হাঁড়ি-কাউরায় (মদ-টদে), পূজা পাইলে, ঝগড়া-ঝাটিতে, দুর্ভিক্ষে-অনাবৃষ্টিতে, রাজদ্বারে, মহাজনদ্বারে, দোষগুণে, চুরি-টুরিতে, আরাম-ব্যারামে, বেশ্যা-বৃত্তি-সম্পর্কে. মারপিটে, খুন-খারাবিতে, দুঃখসুখে, আপদ-বিপদে, রোগশোকে, মরণ-মৃত্যুতে, দাহাদি-কার্য্যে, শ্রাদ্ধাদিতে :—সকল টাতেই মাঁঝির দায়িত্ব।

পারাণিক—ইনি দেওয়ানের মত মাঁঝির প্রধান সাহায্যকারী। মাঁঝির অনুপস্থিতিতে পারাণিক গ্রামের সব কাজ চালায়। মাঁঝি অন্যত্র চলে গেলে এবং তার কোন পুত্র কিংবা ভাইপো না থাকলে পারাণিকই মাঁঝি হয় ; অথবা মাঁঝি নিঃসন্তান মারা গেলে, অথবা গ্রামে তার কোন ভাইপো না থাকলে পারাণিক মাঁঝির পদ পায়।

জগমাঁঝি—ইনি যুবক-যুবতীদের সর্দ্দার ; একে দেখতে হয় যেন গ্রামে কোন লজ্জার কাজ না হয় ; যদি কোন ঘটনা হয় এবং দোষী ধরা না পড়ে তবে গ্রামের পাঁচজনকে মাঁঝির গোয়ালঘরের খুঁটিতে

দড়ি দিয়ে বেঁধে মারপিট করে এবং জরিমানাও করে থাকে। কিন্তু জগমাঁঝি কোন যুবক-যুবতীর দোষ টের পেলে তাদের ধরে গ্রামের পাঁচজনের কাছে জিম্মা করে দেয়। বৈঠকে যুবক যুবতীকে রাখতে স্বীকার করলে কেবল যুবকের পিতারই জরিমানা দিতে হয়; কিন্তু যুবক রাখতে স্বীকার না পেলে জগমাঁঝি তাকে পাঁচজনের সামনে মারপিট করে, এবং বাপকেও গুরুতর জরিমানা করে। কেহ কেহ ছেলের জন্য এরূপ জরিমানা দিতে দিতে উৎসন্ন হয়ে যায়।

কার্ত্তিকমাসে 'সহরায়' পরবের সময় (Harvest festival) সাঁওতাল যুবক-যুবতী জগমাঁঝির ঘরে এসে পাঁচদিন থাকে; সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে থাকে; যদি কিছু হয় তবে সেজন্য জগমাঁঝি দায়ী থাকে।

জন্মসংস্কারে, ছাতিয়ার কালে, বিবাহসম্পর্কে যত কাজ সবটাতে জগমাঁঝি অগ্রগণ্য। কোন পর্ব্বত দেখতে হ'লে ইনি সকলের চালক হন। গ্রামের সকলের চেয়ে জগমাঁঝি বেশী হাঁড়ি পায়। পুরাকালে জগমাঁঝি গ্রামের যুবক-যুবতীদের বেশ কড়া শাসনে রাখত, কিন্তু আজকাল অনেকটা 'ঢিল-সিল' হয়েছে। গ্রামের যুবতীরা বেশী করে মদ বিতরণ করে গ্রামের লোককে যাদু করে, যেন জগমাঁঝিকে জানাইলে ও প্রকাশ না হয়, অথবা জানলেও যেন শাস্তি না হয়। যুবকেরা দোষ করলে জগমাঁঝির সঙ্গে বন্ধুতা করে এবং নিজেদের যত দোষ খুলে বলে; তখন জগমাঁঝি এদের বলে থাকে, "বুঝেসুঝে চলহে, এর পর খোরাক-পোষাক দিতে হ'বে, না হয় মার খাবে।"

জগ-পারাণিক—ইনি জগমাঁঝির সহকারী; জগমাঁঝির অনুপস্থিতিতে জগ-পারাণিক তার কাজ চালায়।

গডেত (কোতোয়াল)—এ মাঁঝির হুকুমে গ্রামের সকলকে বৈঠকে ডেকে আনে; পূজা, পার্ব্বণে গ্রামে মুরগী সংগ্রহ করে এবং

মুটেমজুর এনে তার তত্ত্বাবধান করে। গডেতকে বড়মাঁঝিও বলা হয়; যেহেতু গ্রামের সকলের উপরে পুলিশের মত তার হুকুম চলে। প্রাচীনেরা কথায় বলে থাকে, "প্রধান পর্ব্বতদেবতা ঠাকুরের পেয়াদা ছিলেন।" গডেত খুব সাহসী, ও লোভী হ'লে অতি লোভী হ'য়ে পড়ে; সময়ে সময়ে মাঁঝিগিরি কেড়ে নিয়ে "পরগণা" হয়ে পড়ে; তখন সে ন্যায়বিচারের ধার ধারে না, ঘুষ খেয়ে বিচার করে। গ্রামের পারাণিক মাঁঝি হ'লে গডেত পারাণিকের কাজ পায়।

নায়ক (পুরোহিত)—নায়কের একমাত্র কাজ পাঁচজনের পুজাপার্ব্বণ করা অর্থাৎ পুরোহিতগিরি।

কুডাম-নায়ক—ইনি যতবার ঠাকুরের পূজা করে ততবার 'পরগণা' কিংবা 'সীমাদেবতার' উদ্দেশ্যে মানুষের রক্ত উৎসর্গ করেন। জাঁহের দেবীর নামে বছর বছর শূকর বলি দেওয়া হয়; এবং সে সময় সীমোদেবতার নামে মনুষ্যরক্তও উৎসর্গ করা হয়। শিকারের সময়ও এরূপ গ্রামে পূজা দেওয়া হয়, সকলের মঙ্গলের জন্য, যেন ভালয় ভালয় সকলে ঘরে ফিরে আসতে পারে। তখন এরূপ মন্ত্র পড়া হয়;—"পরগণা ঠাকুর, তোমাকে প্রণাম; শিকার উপলক্ষে তোমাকে এই মনুষ্য-রক্ত উৎসর্গ করলাম, দেখ যেন এখানে সেখানে চাকরবাকর, কুকুর-বিড়াল প্রভৃতি সকলে রক্ষা পায়; আর কাটাসাটা সব ঢেকে রাখ; ভাঙ্গা কুলো ও তুলা পিঠে নিয়ে চলেছি; ঠাকুর প্রসন্ন হও।"

(৪) জরিপ-বিষয়ক—জমি-মাপ

নূতন গ্রামে এসে সব ঠিকঠাক হ'লে একদিন সকলে মিলে জমিজমা ভাগ করে। জমি "রেক" (মাপ) করা হয়—এক "রেক" এক লাঙ্গলের জন্য। এই সব জমির সাবেকমত খাজানা ধার্য্য করা

হয়; আর সেই সময়ে মাঁঝি, পারাণিক, জগমাঁঝি, জগ-পারাণিক, গভেত (পাইক), নায়ক, কুডাম-নায়ক এরা সকলে নিষ্কর জমি পায়। মাঁঝি চারভাগ, পারাণিক তিনভাগ, জগমাঁঝি দুভাগ, আর সকলে এক এক ভাগ পেয়ে থাকে। এরা এসব জমি বিনা খাজনায় ভোগ করে। পুরাকালে মাঁঝিরা কেবল আধরেক পরিমাণ জমি নিত; আজকাল অনেক অনেক মাঁঝি বেশী বেশী জমি ভোগ করে।

নূতন গ্রামে এসে কেহ কেহ বাড়ীর নিকট সাজনা ও অশ্বত্থ গাছ রোপণ করে; সাজনাগাছের ডাটা খায় আর অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে। কথায় বলে, অশ্বত্থগাছ পরলোকেরও কাজ করে। চাষাবাদের জন্য অন্যান্য লোকও নূতন গ্রামে এসে বাস করে। প্রাচীনেরা এদের কিছু কিছু জমি, ক্ষেত, ও গাড়া ভাগ করে দেয়। আর মাঁঝি চাষের জন্য পতিত জমি দেখিয়ে দেয়। এরূপে গ্রামে লোক জমে, কাজকাম করে, খায় দায়, হাঁড়িপান করে; নাচগান করে, এবং নানারকম আমোদপ্রমোদে দিন কাটায়।

(৫) ধনী ও নির্ধন ("গুণী ও গরীব")

এক গ্রামে সকলেরই সমানভাবে ভাল অবস্থায় চলে না; কেহ কেহ গরুবাছুর ও রাখাল রাখে, কুলীমজুব খাটায়, নিজেরাও বেশ খাটেপিটে, বুদ্ধিশুদ্ধিও বেশ রাখে, আবার কৃপণও হয়; এরূপ লোকেরাই ধনী হ'য়ে থাকে। আবার কেহ কেহ প্রথম থেকেই গরুবাছুর রাখে না, একেলা একেলা কাটায়, রোগ-শোকে ভোগে। তারা নির্ব্বোধ, বোকা ও কুঁড়ে; আর তাদের মেয়েরা সকলকে গালি-গালাজ করে বেড়ায়; আবার নিজেরা নিজেরা মদ খেয়ে সব নষ্ট করে, এবং নানারকম দোষের জন্য জরিমানা দিয়ে থাকে; এরূপ

লোক কি করে ধনী হ'তে পারে? অনেকে বাপের দেনা সমান সমান বেটে নেয়, তবুও দাঁড়াতে পারে না, দেনার ভিতরে ডুবে থাকে। মহাজনেরা অত্যধিক সুদ আদায় করে, এবং অধর্ম্ম ক'রে ভুল হিসাব রাখে। একবার সাউ-মহাজনদের হাতে পড়্‌লে তিনচার পুরুষের দেনা শোধ হয় না। গাইবাছুর, ছাগল-ভেড়া, মহিষ, দা-কুড়াল, আর ধান চাল খামাখা জোর করে নিয়ে যায়; আর না দিলে তাদের ধরে মারপিট করে।

সাঁওতালদেশে অনেকে সামর্থ থাকতেও উচ্ছন্ন যায়, কেবল নিজেদের দোষে। যাদের হালগরু নাই তারা সহজেই চার টাকায় হালগরু ভাড়া আনতে পারে, অথবা "হাল-বুটারিয়া" (বদল-খাটনি) খেটেও চাষ করতে পারে। 'হালবুটারিয়ার' নিয়ম এই:—দুদিন একজন ধনীর জমি চাষ করে দেয় ও ভোরে খেতে পায়; পরিবর্ত্তে একদিন তার হাল নিয়ে নিজের জমি চাষ করে। যাদের অনেক ছেলেপেলে তারা বলদ ভাড়া করে চাষ করতে পারে। এর নিয়ম এই:—ধনী চাষার ঘরে একটি ছেলে চাকর লাগায়, এবং তার মাহিনাবাবদ দুটা বলদ পায়। এক রাজা ছাড়া আর কাকেও ন্যায়মত খাজনা দিতে হয় না। রেকপিছে ছ'সাত টাকা খাজনা লাগে; আর এক রেক জমিতে যে শস্য উৎপাদন হয় তা সাতভাগ হ'য়ে একভাগ রাজা নেয়, আর ছয়ভাগ চাষা নেয়। যারা বেশী খাটে তারা কিছু বেশীও পায়। একে "খার্ত্তি" বলে, এর নিয়ম এই:—কোনও নূতন গ্রামে বসতি হ'লে চার-পাঁচ বছর পরে জমির রেক মাপ হয়; তখন সকল প্রজা জমি পায় এবং রাজাকে খাজনা দেয়; প্রথমে রেকপিছে পাঁচসিকা খাজনা লাগে; পাঁচ বৎসর জমি ভোগ করলে পর, রেকপিছে বেশী খাজনাও আদায় করা হয়। নূতন জমি

না পাওয়া পর্য্যন্ত এরূপ ভাবেই চলে। নূতন কোন প্রজা এলে সাঁওতালেরা নিজেদের জমি হ'তে এক চতুর্থাংশ ভাগ করে দেয় এবং সে পরিমাণে খাজনাও ভাগ করে দেয়। তারপর নূতন ও পুরাতন রায়তেরা মিলে নূতন জমি আবাদ করে। একেই বলে "খাত্তি"। "খাত্তি" জমির জন্য খাজানা বৃদ্ধি হয় না। সাবেক খাজনাতেই চলে। কিন্তু অনেকে কুঁড়ে থাকায় "খাত্তি" খাটে না, এবং রাজা খাজনা বৃদ্ধি করলে ভার বোধ করে। খাত্তি-খাটনি চাষা কিন্তু সেরূপ মনে করে না।

কুঁড়ে লোকেরা বেশী খেটে কামকাজ করে না, চাষাবাদও মন দিয়ে করে না। এসব লোকদের কিছু পুজি থাকলে খেয়ে শেষ করে; এরা কেন উচ্ছন্ন যাবে না? এক প্রকার গরীব লোক আছে তারা কখনও উচ্ছন্ন যায় না; কেননা নিজেদের বিশেষ দরকারি কাজ থাকা সত্ত্বেও ধনীর বাড়ীতে গিয়ে ধানজমি চাষ করে; এতে তাদের কিছু রোজগারও হয় এবং তাদের উপর ধনীদের মায়াও হয়। এদের ছেলেপেলেরা রাখালের কাজ করে, কাঠ জল আনে এবং "হকে"র অতিরিক্ত মাহিনা পায়। চাষের দিনে এদের ছেলেপেলেরা বেশী করে ধান কুড়াতে পারে। যাদের হাতপা চলে না অথবা সাহায্য করবার কোন লোক থাকে না তারাই এরূপে প্রতিপালিত হয়। অনাথাদের কোন ওয়ারিশ সম্পর্ত্তি না থাকলে গ্রামের মাঁঝি কিংবা পারাণিক তাদের প্রতিপালন করে। তখন এরা বেশ সুখে থাকে যেহেতু অনাথা বলে কেহই এদের মন্দ বলতে পারে না। বড় হ'লে পর এদের বিবাহ দেওয়া হয়।

পুরাকালে ভিক্ষুক ছিল না, কিন্তু আজকাল হিন্দুদের কাছে শিখে কেহ কেহ গ্রামে হেটে হেটে ভিক্ষা করে। বিনা দরকারে

ভিক্ষা মাগ্‌লে কেহ তাদের প্রশংসা করে না; কেননা ইচ্ছা থাক্‌লে অল্লায়াসে গ্রামে কাজ ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে। খঞ্জ-খোঁড়া, অন্ধ-কাণা প্রভৃতি লোকের দুয়ারে থেকে চৌকি দেয় এবং সেখানেই ফেনভাত খেতে পায়।

অনেকের গরুবাছুর কামলা মজুর থাকে, এবং ইচ্ছা করিলেই বেশ ধনী হ'তে পারে; কিন্তু লোকের ভয়ে ধনী হয় না। ভরণপোষণের উপযোগী অর্জ্জন করে। কথায় বলে, অনেক মেয়েলোক ধনীদের হিংসা ক'রে বলে থাকে, "এরা বেশ স্বচ্ছলভাবে খায় দায়, আমাদের কিছু নাই!" এরূপে অনেকে চোখ লাগায়; ধনীলোক ব্যারামে পড়ে গরীব হয়, অথবা মারা যায়। এরকম মেয়েরা অনেক সময়ে ধনীদের ঘরে ভূত স্থাপন করে এবং তাতেও ধনীরা মারা পড়ে।

(৬) "মিলেমিশে কাজ-কর্ম্ম"

সাঁওতালেরা স্ত্রী কি পুরুষ, একসাথে মিলেমিশে কাজ করতে বিশেষ আনন্দ বোধ করে। পুরুষেরা যখন জঙ্গলে কিংবা পাহাড়ে লাঙ্গল, জোয়াল, রুয়া, খুঁটী, পাইড় প্রভৃতি কাট্‌তে যায় তখন তারা দলে দলে একসঙ্গে চলে যায়। জঙ্গলে একলা প্রবেশ করা বিশেষ ভীতিপ্রদ; বিশেষ সঙ্ঘবদ্ধ হ'লে কাজও ততটা শক্ত-বোধ হয় না। রাজা কিংবা মহাজনের কাছে যাবার সময়ও পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে; আর চাষের দিনে একসাথে একজায়গাই "খাড়াই" ("খোলা") তৈরি ক্‌রে; রাত্রে এক্‌লা কাজ করতে হয় না, এবং কাজও খুব হালকা হয়ে পড়ে। রাখালবালকেরাও তিন চারজন ক'রে একত্রে মাঠে গরু চরিয়ে থাকে; পালা করে ছাগল-ভেড়া রাখে এবং বিপদে আপদে পরস্পরকে সাহায্য করে। মেয়েরাও জল আনতে, শাক তুলতে

কাঠ আনতে হাটে বাজারে বেচাকিনি করতে যায়, যাবার সময় দলে দলে একসাথে চলে যায়।

(৭) খোস্‌-গল্প ("আজারা")

যখন কোন কাজ-কর্ম্ম না থাকে তখন সাঁওতালেরা গল্প-গুজব করে কাটায়। পুরুষ ছেলেরা চূণ, তামাক প্রভৃতি মেগে মেগে ঘুরে বেড়ায়, তামাক খায়, ভালমন্দ বিষয় নিয়ে গল্প করে। সন্ধ্যাবেলা সকলে মাঁঝির নিকট এসে সম্মিলিত হ'য়ে নানারকম কথাবার্ত্তা বলে, হাসি-ঠাট্টা করে, এবং মন "আসানের" জন্য হাজার রকম প্রাণ খুলে খোস-গল্প করে। মেয়েরা প্রায়ই আগুন চেতে গিয়ে গল্প জুড়ে দেয়; কিন্তু অধিকাংশ সময় এরা জলের ঘাটে গল্প জুড়ে দেয়। সেখানে পরস্পরের সুখদুঃখ ও অন্যান্য নানারকম কথাবার্ত্তা হয়। কিন্তু কতকগুলি মেয়ে আছে তারা বেটাছেলেদের মত পরনিন্দা ছাড়া অন্য কথা বলে না; নানারকম "চুকলি" কথা কয় এবং সময়ে সময়ে এর জন্য বেশ "কাঁউমাউ" (হাঙ্গামা) হয়।

(৮) সম্পর্ক

সাঁওতালদের ভিতরে দুরকম সম্পর্ক দেখা যায়, জন্মসম্পর্ক আর বিবাহ-সম্পর্ক। রক্তসম্পর্ক না থাকলেও গ্রামে একপ্রকার গ্রাম্যসম্পর্ক পাতান হয়। কেহ কেহ জন্মসম্পর্কের মত, আর কেহ কেহ বিবাহ-সম্পর্কের মত এসব সম্পর্ক স্থাপন করে। গ্রামের সম্পর্ক কেবল "বেওহার" (ব্যবহার) ও মানসম্ভ্রমের জন্য; সকলেই সম্পর্কমত ডাকাখুজি করে।

(৯) বেওহার ও মানসম্ভ্রম

আগে গ্রামের লোক ভোরে ঘুম থিকে উঠেই বাপ-মাকে প্রণাম করত; গ্রামে ভোরে কারও সঙ্গে দেখা হ'লেও প্রণাম করত; আর পরিবারের কারও সঙ্গে দেখা হলেও প্রণাম করত; এরাও ফিরে প্রণাম করত। পরব-পার্ব্বনের সময়ও গ্রামের ছেলেমেয়েরা মাঁঝির ও তাহার স্ত্রীর পায়ে প'ড়ে প্রণাম করত। পরিবারের মধ্যে বুড়োবুড়ীকে, ছেলে ও ছেলের বৌ, ছোট কি বড়, সকলেই দিবসে একবার চুমো খাইত। ছেলেমেয়েরা সকলেই বুড়োবুড়ীকে বিশেষ ভক্তি করত। এদের মধ্যে যারা লেখাপড়া শিখত তারাও এটা স্মরণ রাখত। বুড়ো পুরুষ কি স্ত্রীলোকের সঙ্গে এরা কখনও হাসিঠাট্টা করত না, এমন কি, তাদের সামনে চৌকিতেও বসত না। ছেলেমেয়েরা হাঁড়ি পান করত না; ছেলেরা গরুর মাংসও খেত না। মেয়েরা পুরুষের কথা খুব মানত, এবং তাদের সামনে চুলও খুলত না। গ্রামের সকলেই মাঁঝি আর পারাণিককে বিশেষ ভক্তি করত; আর এরাও পাঁচজনের কথা অমান্য করত না।

আজকাল কলিযুগ, সব তিরোহিত হয়েছে। মেয়েরা পুরুষদের সম্মান করে না; ছেলেরা বুড়ো বাপকেও মানে না; মেয়েরা মাকে বেশ করে ঠকায়, প্রণামও করে না; পশুর মত শোয়াবসা করে। ছেলেমেয়েরা খুব করে মদ খায়; বুড়োলোক সামনে এলেও উঠে দাঁড়ায় না; বাপ-মা কিংবা অন্য কোন মুরুব্বি লোক ভৎসনা করলে মুখে মুখে জবাব দেয়, অথবা রাগ করে চলে যায়; নানারকম ভাবে ফুসলিয়ে তাদের ঘরে ফেরে আনা হয়। বর্ত্তমান যুগে মেয়েরা আর ছেলেরাই রাজা হয়েছে। অবশ্য কতক কতক লোক ভালই আছে, কিন্তু অধিকাংশই খারাপ। মাঁঝিও ঘুষ নিয়ে বিচার করে,

আর পাঁচজনের কথা গ্রাহ্য করে না। বৈবাহিকেরাও আজকাল ঝগড়া বিবাদ করে থাকে, আগে এরূপ ঝগড়া-বিবাদ ছিল না, পরন্তু পরস্পরকে মান্য ক'রে চলত। প্রাচীনেরা বলত "ফুলের মত ভাত, মাছের ঝোল, আগুনের মত মদ, আর বেয়াইর মত কুটুম্ব তুমি কোথায় পাবে?"

(১০) হিত-পিরীত (স্নেহভালবাসা)

গ্রামের মধ্যে সকলেই সম্পর্কান্বিত বটে, কিন্তু তবু তাদের ভিতর সদ্ভাব থাকে না; অনেকের ভিতর মিল থাকে, ভাবও থাকে, কিন্তু ঠিক "পিরীত" কেবল দুএকজনের সঙ্গে হ'য়ে থাকে; আর আসল হৃদ্যতা (বন্ধুত্ব) কেবল দুজনের মধ্যে হয়, তাহাকে 'সতাসং' বলে। এটা কিছু স্বতন্ত্ররকমের; আপদে বিপদে দোস্তেরা পরস্পরের জন্য প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে। যাদের ভিতর এরূপ পিরীত কি ভালবাসা জন্মে তারা দুঃখসুখের কথা বলাবলি করে এবং দরকার মত পরস্পরকে সাহায্যও ক'রে থাকে। গ্রামে বুড়োদের ভিতর এরূপ "হিত-পিরীত" হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শৈশবই হিতপিরীতের প্রশস্ত কাল।

রাখাল বালকেরা মাঠে একত্র কাজ করে, সেজন্য এদের মধ্যে প্রায়ই ভালবাসা জন্মে। সঙ্গীদের ভিতর যাদের সঙ্গে মনের মিল হয় তাহাদের মধ্যেও ভালবাসা হয়; তারা সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকে, একসঙ্গে বাঁশী বাজায়, পাখী খরগোস ও ময়ুর শিকার করে, গান গায়, পর্য্যায়ক্রমে ছাগল ভেড়া রাখে, বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করে, এক পাতায় ভাত খায়, এবং পাখী মারলে ভাগ করে খায়। খরগোস শিকার করলেও ভাগ করে নেয়। শৈশব কালে 'পিরীত হ'লে বৃদ্ধবয়সেও তা কেহ ভুলে না, যাবজ্জীবন বন্ধু থেকে যায়। বাপের

সঙ্গে অন্য জায়গায় চলে গেলেও অনেকদিন পরে দেখা হ'লে খুব খুসী হয় এবং পরস্পর চুম্বন করে।

ছোট মেয়েরাও এরূপ পিরীত করে, এবং যাবজ্জীবন তা বজায় থাকে। মেয়েরা কারাম গাছের ডাল পুতে 'সই' পাতায়; দুটি মেয়ের মধ্যে খুব ভাব হ'লে "কারাম" পরবের সময় কারামডালের দুটি পাতা ছিড়ে দুজনে মাথায় পরে, আর গ্রামের পাঁচজনকে প্রণাম করে; পরে পাঁচজনে মিলে মদ খেয়ে আমোদ-প্রমোদ করে; এরা দুজন নামধরে ডাকাডাকি করে না, 'কারামকুল' বলে পরস্পরকে সম্বোধন করে। ছেলে ও মেয়ে বিবাহ না হ'লে পিরীত করে না। আগের মত হৃদ্যতা আজকাল দেখা যায় না; মানুষের হৃদয় ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে। বেশীর ভাগ লোকেই নিজের সুখের জন্য লালায়িত; অন্যপরের যাহোক গ্রাহ্য করে না।

(১১) সাট (একজোট্)

সাঁওতালেরা স্বকীয় গ্রামের মর্য্যাদাকে নিজেদের মর্য্যাদা বলে, আর গ্রামের অমর্য্যাকে নিজেদের অমর্য্যাদাকে বলে মনে করে; এজন্য অন্য কোন গ্রামের লোকের সহিত নিজের গ্রামের কারও বিবাদ লাগলে গ্রামসুদ্ধ লোক তার পক্ষে দাঁড়ায়। নিজেদের গ্রামের কোন লজ্জাজনক কথা শুনলে মাঁঝির নিকট এসে নালিশ করে। মাঁঝি তাকে ডেকে বলে, "তুমি আমাদের গ্রামের বদনাম রটিয়েছ, তার প্রমাণ দাও, অন্যথা তোমাকে রেহাই দিব না"; প্রমাণ না দিতে পারিলে তাকে জরিমানা করে দণ্ড দেওয়া হয়। যে সব গ্রামের বেশী "নামডাক" (সমৃদ্ধিপন্ন) তার লোকেরা অন্য কোন ছোট গ্রামের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে নিজেদের পাহাড়ের মত উচু মনে করে, এবং নিজের গ্রামের সম্মানের বড়াই ক'রে থাকে। একজোটে থাক্‌বার এরূপ ফল।

(১২) "বড়াই" (দর্প)

বুদ্ধিমান লোক কখনও 'বড়াই' করে না; মুর্খরাই কেবল ভেকের মত আত্মম্ভরিতায় ফু'লে থাকে; এরূপ লোককে সকলেই ঘৃণা করে। গরীব লোক হঠাৎ ধনী হ'লে অথবা কোন উচ্চপদ লাভ করলে অহঙ্কারী হ'য়ে থাকে। লোকে কথায় বলে' "মুটে-মজুর যদি মাঁঝির পরিবার হয়, আর কৃষক বালক যদি 'পরগণা' হয় তবে তাদের বড়াই বার খানা গাড়ীতেও ধরে না।" এসব দেখে আনতে হয়। পেয়াদা যদি দেশের মধ্যে দুএকবার মাঁঝির পদ প্রাপ্ত হয় তবে সে প্রায়ই ফোঁড়ার মত ফুলে উঠে, আর অনেকে ঘুষ খেয়ে শেষ করে; আর এদের স্ত্রীরাও গরীব-দুঃখীদের গালাগালি ঠাট্টা বিদ্রূপ করে থাকে। সাঁওতাল যুবতী সুন্দরী হ'লে সকলেই 'পারিজাত' পুষ্পের মত তাকে প্রশংসা করে; আর পেঁচার মত বিশ্রী হ'লে মুচকি মুচকি হেসে চলে যায়।

(১৩) ঠাট্টা বিদ্রূপ

সাঁওতালেরা ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করতে পারে না,—অত্যন্ত দুঃখিত হয় এবং বিশেষ রাগান্বিতও হয়। তারা বরং নিন্দা ভর্ৎসনা সহ্য করে, তবুও ঠাট্টাকে বড় অসোয়াস্তি মনে করে। পুরুষেরা বড় ঠাট্টা টিটকারিতে যায় না। কিন্তু মেয়েরা লোকের মনে কষ্ট দিবার জন্য খুব কড়াকড়া ("চোকা-চাকলা") কথা বলে থাকে; এরা এত বাড়াবাড়ি ক'রে লোকের ধিক্কার জন্মায়। মেয়েদের ঠাট্টায় অনেকসময়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়। আর এতে ভাই ভাই পৃথক হয় এবং স্বামী-স্ত্রীও ছাড়াছাড়ি হয়।

(১৪) রাগ

হিন্দু মুসলমানদের মত সাঁওতালেরা হঠাৎ রেগে উঠে না; কিন্তু মনে অত্যন্ত কষ্ট পেলে সময় সময় রেগে থাকে। পুরুষেরা রেগে উঠলে মারধর করে, আর মেয়েরা রাগলে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে বক্ বক্ করে। সে সময়ে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করলে "ফেউ ফেউ" করে গালাগালি করে, অথবা কেহ কিছু বললে লজ্জাবতী গাছের মত চ'টে উঠে। কি বুড়ো কি জোয়ান সকলেই এরূপ করে থাকে। পুরুষের রাগ শীঘ্র নরম হয়, কিন্তু রাগ একবার উঠলে অনেক খোসামোদ করে শান্ত করাতে হয়।

(১৫) কর্কশ কথা

কোন সাঁওতাল রেগে উঠলে রাগ সামলাইতে পারে না, সেসময়ে কেহ কিছু বলিলে তাকে "চরচট" দুকথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু মেয়েদের রাগ উঠলে ভাল কথায়ও তাদের রাগ পড়ে না। পুরুষদের কড়া কথা বাঁশের তীরের আগার মত ফিরে যায়, কিন্তু মেয়েদের কর্কশ কথাগুলি তীরের মত বিদ্ধ করে।

(১৬) সন্দেহ

আগে বেশ বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল; লোকের ধর্ম্মভয়ও বেশী ছিল। সেজন্য সাঁওতালেরা পরস্ত্রীর মুখের দিকে তাকাত না। কেহ পরস্ত্রী ভুলিয়ে বের ক'রে নিলে তার স্বামীকে মামা ব'লে সম্বোধন করে যেন সে কোন সন্দেহ না করতে পারে। কিন্তু আজকাল কড়া নিয়মও নাই; আর মামা বলাও ছেড়ে দিয়েছে; বেশ করে পরস্পরের নিন্দা চর্চ্চা করে, খাতির প্রণয়ও তেমন নাই; পুরুষ স্ত্রী

পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষে দেখে; আর পারিবারের মধ্যে সুখশান্তি নাই। আজকাল লোকে মিছামিছি সন্দেহ করে বিশেষতঃ মেয়েরা। কোন যুবক কোন বিবাহিতা কিংবা কুমারী যুবতীর পানে দৃষ্টি করলে তার পরিবারবর্গ একজোট হ'য়ে বিবাদের সৃষ্টি করে এবং কখনও কখনও সেজন্য মারামারিও হ'য়ে থাকে; মেয়েমানুষে "খিজলাই"লে (ঠাট্টা করলে) অনেক পুরুষ রাগ করে দ্বিতীয়বার ছুটকী বিয়ে করে।

(১৭) হিংসা

আদিম কাল থেকে সাঁওতালদের ভিতরে হিংসাহিংসি চলে এসেছে, আজকাল সেটা আরও বেড়ে গেছে। পুরুষেরা বিশেষ হিংসা করে না; তবে অনেক সময়ে যৌবনে যদি কোন যুবতী কোন যুবকের সঙ্গে বিবাহে অসম্মত হয়ে অন্য কোন যুবককে বিবাহ করে তবে তার হিংসার উদ্রেক হয়। মেয়েরাই বেশীর ভাগ হিংসা করে থাকে; নিজেদের হ'তে অন্যকে ধনী দেখলেই হিংসা করে; যারা সন্দেহ করে তাদেরও হিংসা করে; নিজেদের থেকে বেশী সুন্দরীদেরও হিংসা করে; যে সকল পুরুষ বিবাহ করে না তাদেরও হিংসা করে; আর হিংসার থেকে "ডান"বিদ্যা শিখে পুরুষদের খায়; পুরুষদের না খেতে পারলে তাদের যুবতী ভার্যাদেব খায়। আর 'জা-দের' ভিতর যে ঈর্ষ্যা হয় তা কুষ্ঠরোগের মত সকলকে নষ্ট করে। আজকাল অর্দ্ধেক মাইল-মোকদ্দমা হিংসায় উৎপত্তি হয়, কেননা মেয়েরা যে কেবল হিংসা করে তা নয়, মনে মনে অন্যকে শাপে, আর নিজেদের স্বামী আত্মীয় স্বজনকে কড়া কথা ব'লে আগুনের মত জ্বালায়। এজন্য সমস্ত গ্রাম ছারখার হয়।

(১৮) ক্রোধ ও শত্রুতা

সাঁওতাল যুবক বেশী ক্রোধী হয় না; রাগলে ফিস্ ফিস্ করে কিন্তু রাগ বেশীক্ষণ থাকে না। ক্রোধী লোকের রাগ বাইরে প্রকাশ পায় না; বরং মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তবুও অন্তরের রাগ দেখায় না। অধিকাংশ স্ত্রীলোক ক্রোধী, তপ্ত কড়ার মত তাদের মনে মনে ক্রোধের আগুন জ্বলে, আর শত্রুর সর্ব্বনাশ করতে পারলে অত্যন্ত আনন্দবোধ করে এবং প্রাণটাকে পাতলা মনে করে। এরা সাপের মত অন্ধকারে কাম্ড়ায়, বিষ না লাগা পর্য্যন্ত কি হবে তা বুঝা যায় না।

(১৯) কেনা-বেচা (খরিদ-বিক্রী)

পুরাকালে টাকাও ছিল না, এবং কথায় বলে, ক্রয় বিক্রয়ও ছিল না। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হয় অর্জ্জন কর্ত না হয় তৈরি কর্ত। ভাতের জন্য ধান, বজরা, জন্‌দ্রা, ইড়ি, গুল্‌গুলি, লায়ো, এর্‌বা, জান্‌হে প্রভৃতি ছিল; আর ব্যঞ্জনের জন্য অরহর, শাকপাতা, শূকর, ছাগল, খরগোস, ময়ূর, হরিণ আর পাখী প্রভৃতি ছিল। লোণা মাটি থেকে লবণ তৈয়ার কর্ত। মাটি চেঁচে তুলে এনে হাঁড়িতে গুলে জলে ছেকে নিত; জ্বাল দিয়ে ফুটাত, তার পর জল শুকালে নুন অবশিষ্ট থাকৃত। অনেক সময়ে বেশী পরিষ্কার করবার জন্য কাপড়ে ছেকে নেয়, পরে বেশ সুস্বাদু নুন হয়। শীতের দিনে সকলে নুন তৈরি করে। নানাপ্রকার বনজ ফল থেকে তেল তৈরি হত; কাপড়ও ঘরেই বোনা হত। টুডু জাতি লোহার অস্ত্র শস্ত্র (দা কুড়াল প্রভৃতি) বানাত; আর ঝুড়ি, কুলা মাটির ভাড়ও নিজেরা তৈরি কর্ত। প্রাচীনকালে সোণা ছিল কি না তা কেহ বল্‌তে পারে না, তবে প্রাচীনদেশে সোণাকে 'সমানম্' বলা হ'ত। পরে বাস্কে জাতি (বণিকজাতি) বিনিময় প্রথায় কেনাবেচার কারবার

আরম্ভ করে ; পরে টাকা পয়সার উদ্ভব হ'লে টাকা পয়সাতে কেনাবেচা আরম্ভ হয়। আদিমকালে বিনিময়প্রথা পাঁচজনের মধ্যেই প্রচলিত ছিল ; কেহ বা ছাগল দিয়ে মহিষ আন্‌ত, কেহ বা শূকর দিয়ে ছাগল আন্‌ত ইত্যাদি। আজকাল লোকগুলি "কুঁড়ে কুঁড়েনী" হয়েছে, তেলও পিষে বের করে না, নুনও তৈরি করে না, কাপড়-লতাও বুনে না, সব কিনে চালায়। এজন্য সাঁওতালেরা এখন গরীব হ'য়ে পড়েছে এবং ক্রমে ক্রমে মহাজনের ঋণেও ডুবছে।

(২০) ঋণ-ধার

প্রাচীনকালে কেহ মহাজনের নিকট ধারকর্জ্জ করত না; আর মহাজনও কেহ ছিল না। সর্ব্বপ্রথম শিখার দেশে সাউ মহাজনেরা এদের ধরে। সেখানে এদের প্রথম মহাজন নানুদুয়ারে থাকৃত। সে সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত সাঁওতালেরা তাদের হাতে পড়েছে এবং তারা শকুনের মত এদের ছিঁড়ে খেতেছে। শোধ কর্‌তে করতে সব ফুরিয়ে যায় তবুও ঋণ শেষ হয় না ; কথায় বলে, "একবার ঘরে "পাই" (মাপবার যন্ত্র) ঢুক্‌লে আর বের হয় না।" হিন্দু সাউএরা পুরান বাঘ, শুক্‌নো হাড়ও চিবিয়ে খায়,—সত্য সত্যই এদের জ্বালায় সাঁওতালেরা শিখার দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে। আগে এতটা অন্যায় ভাবে সুদ আদায় করত না ; ধান কিংবা টাকার এক চৌথ নিত; কিন্তু দিনে দিনে অন্যায় অত্যাচার বেড়ে চলেছে। তিন চার টাকা ঋণের জন্য খামাখা লাঙ্গলের জোয়াল টানাটানি করে নিয়ে আসে, আর নিষেধ করলে মারপিট করতে ছুটে আসে ; তবে এদেরও দোষ আছে ; 'বেবুজের' মত সাউদের হাতে পড়ে, আর পরিশোধ করবার নামটিও লয় না, ফলে সুদের বোঝা ভারি হয়ে উঠে; পরে মহাজন এসে "ঝাটলাট" সব নিয়ে যায়। তবে আজকাল অনেকে বজ্জাতি করে মহাজনের ন্যায্য পাওনাও ঠকাইয়া থাকে।

আমোদ-প্রমোদ

চিন্তা ভাবনা দূর করবার জন্য নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল, যেমন নাচ গান, ঢাক-ঢোল বাজান, বাঁশী বাজান, গল্পগুজব, হেঁয়ালি, শিকার, মাছধরা, আর হাঁড়িপান। হেঁয়ালি কথায়ও আমোদ হয় বটে, তবে সেটা লোকের শিক্ষার জন্য, বেশীর ভাগ কাজের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বলা হয়।

(১) নাচ-গান

সাঁওতালদের ভিতরে অনেকরকম নাচ প্রচলিত আছে, এবং তার সঙ্গে গানও আছে। নাচ-গানের সঙ্গে ঢাক-ঢোল ও বাঁশী প্রভৃতি বাজানো হয়। এদের নাচ-গানের নাম এরূপ:—'লাগ্রে', 'ডং', 'গুলাউরি', 'ডাহার', 'বাহা', 'রিন্‌জা', 'ঝিকা', 'হুমৃতি', 'টাইনি', 'গুণজার', 'সহরায়', 'লতয়' আর 'ডুঙ্গার' (১)। গান ছাড়া নাচ,—'পাকদন' নাচ, 'ডম নাচ', আর লাউরিয়া নাচ। আর নাচ ছাড়া গান—বন-সঙ্গীত, বিবাহ-সঙ্গীত, গল্প-সঙ্গীত, চাষ-সঙ্গীত, আর মৃত্যু-সঙ্গীত। শোভার জন্য পর্ব্ব-পার্ব্বণ এবং শিকারের সময় গান ছাড়াও শাক বাজান হয়।

(১) লাগ্রে—Common dance of all.
ডং—Marriage-dance.
ডাহার—Sequel to the Lagre dance.
সহরায়—Harvest festival dance.
বাহা—Flower festival dance.
ডুঙ্গার—Dance during hunt by men only.
টাইনি—Walking stick dance.
পাকদন—The sword & shield dance.

সকল গানের সঙ্গে বেহালা থাকে। ফাঁফা বাঁশ থেকে বাঁশী তৈরি হয়; এ বাঁশের নাম জু-লঙ্গা বাঁশ; মহিষের শিং কিংবা হরিণের শিং থেকে 'শাকোরা' বানান হয়; বেহালা কাঠ দ্বারা তৈরি হয়; এতে তাঁতের সুতো একটা করে দিয়ে ঘোড়ার চুল দিয়ে বাঁধে। তারপর রজনি-গাছের আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়, তাতেই সুর বেজে উঠে। লোহা দিয়ে খোল ক'রে নাগ্‌রা তৈরি করে, আর মহিষের চামড়া দিয়ে মুখ বন্ধ করে। মাটি দিয়ে ও ছাগলের চামড়া দিয়ে অনেক সময় নাগরা তৈরি হয়। লাগ্রে, গুলাউরি ও হুমতি নাচ সর্ব্বদাই হ'য়ে থাকে। 'বাহা' নাচ কেবল বাহা পরবের সময় হয়; 'সহ্‌রায়', 'মাটোয়ার' আর 'গুণজার' নাচ কার্ত্তিক মাসে সহরায়-পরবের সময় হয়; 'রিন্‌জা' আর 'ডিনসার' নাচ কারাম-পরবের সময় হয়; 'ডন' নাচ বিবাহ আর ছাতিথারের সময় হয়। 'ডাহার' নাচ যুবতী মেয়েরা গ্রীষ্মের দিনে নাচে; 'ঝিকা' নাচ 'ছাতিথারের' সময় হয়; 'ডমনাচ' বিবাহের সময়। 'পাকডন' আর লাউরিয়া নাচ সহ্‌রায়-পরবে পুরুষেরা নাচে; 'লবয়' নাচ আশ্বিনমাসে দারাই-পরবের সময় হয়; আর 'ডুনগের' নাচ শিকারের সময় হয়। চাষের গান ধান রুইবার সময় গাওয়া হয়। কিন্তু এতে নাচ নাই। হেঁয়ালি গান গরমের দিনে সন্ধ্যার সময় ব'সে গাওয়া হয় ব'সে; আর ছেলে-মেয়েরা বন-সঙ্গীত ঝোপের ভিতর গেয়ে থাকে। শ্রাদ্ধের সময় মৃত্যু-সঙ্গীত গাওয়া হয়; একে শোক-সঙ্গীতও বলে।

'পাকডন', 'ডাহার' ও 'লাউড়িয়া' নাচ ছাড়া আর সকল নাচেই স্ত্রী-পুরুষ একত্র হ'য়ে নাচে। নাচের সময় মেয়েরা হাতে হাতে ধরে, আর ছেলেরা তাদের সাম্‌নে মুখোমুখী হ'য়ে নাচে। কোন কোন বালক নাগরা বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে নাচে; কেহ কেহ ঢোল কিংবা বাঁশী বাজাবার সময়ও নেচে থাকে; আবার কোন কোন ছেলে

কেবল নাচে আর মেয়েদের সঙ্গে গানও করে। ছেলেমেয়েরা একত্র নাচগান ক'রে খুব খুসী হয়; দিনের বেলা কাজকর্ম্ম করে এবং রাত্রে মিলেমিশে নাচগান করে শ্রান্তি অপনোদন করে বিমল আনন্দ উপভোগ করে। বুড়োবুড়ীরা ছেলেমেয়েদের নাচগানে কোন আপত্তি করে না, বরং দেখে দেখে চলে যায়; পরে যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ে তখন বলে, "এখন ছেড়ে দাও, নতুবা কাল কাজের সময় ঘুমিয়ে পড়্‌বে"; ছেলেমেয়েরা তখন বলে থাকে, "এখনও ছাড়্‌ব না, যে পর্য্যন্ত ক্লান্ত না হব সে পর্য্যন্ত চল্‌বে"। নাচের সময় জগমাঁঝিও থাকে না; শেষ পর্য্যন্ত কেবল ছেলেমেয়েরাই থাকে। মোরগের ডাক পর্য্যন্ত নাচে, পরে অল্প একটু ঘুম যায়। বুড়োবুড়ীরা বেশী নাচ-গান করে না; তবে সময়ে সময়ে এক ঘণ্টার জন্য করে থাকে। কিন্তু এরা ছাতিয়ার পরবে, বাহাপরবে, আর কারাম পরবের সময় নেচে থাকে; যারা 'ঝিকা' নাচ জানে তারা সেই নাচই নাচে এবং সঙ্গে সঙ্গে গান গায়।

(২) হাঁড়ি-পান

"হাঁড়ি" (পচাই মদ) সাঁওতালদের 'আসল' আমোদের জিনিষ। যখন তারা অর্দ্ধেক মাতাল হয় তখন তারা হাজার রকম কথা বলে থাকে। যেমন, রাজ-মহাজন সম্বন্ধীয়, নাচ সম্বন্ধীয়, গানসম্বন্ধীয়, ইত্যাদি, খুব হাসাহাসি করে, আমোদ প্রমোদ করে এবং বেশ 'বুত' মনে করে। তারপর মদে টং হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; তখন স্ফূর্ত্তির চূড়ান্ত হয়। বুড়ীগুলিও বেশ মদ খায়। প্রাচীনকালে বুড়ীরা বেশী মদ খেত না এবং ছেলেমেয়েরা একেবারেই খেত না। আজকাল লজ্জাসরম ছেড়ে সকলেই মদ খায়। আগে খোরাতে করে মদ খেত, বাটীতে কেহ খেত না। আজকাল বাটীকে বাটী মদ খেয়ে শেষ করে তবু

তৃপ্তি হয় না। আগে শুঁড়িরা হাঁড়ি'মদ খেত না কেবল 'লাউরিয়া'-মদ খেত। আজকাল অনেক সাঁওতাল-শুঁড়ি হাঁড়িমদ খেয়ে খেয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। পয়সা না থাক্‌লে ঘর থেকে ধান চাল নিয়ে আসে ; বাড়ীতে তখন কিছু খাবারও থাকে না ; আবার বাড়ী এসে ভাত তৈরি না পেলে পরিবারকে গালিগালাজ করে এবং উত্তম-মধ্যম মারপিটও করে। স্ত্রী বেচারী আর ভাত কোথায় পাবে ? ধান চাল না থাক্‌লে ধার করেও মদ খায় ; তারপর মাঘমাসে শুঁড়ি এসে জোরজুলুম করে ঘরের তৈজসপত্র গাড়ীতে বয়ে নিয়ে যায়। এসব লোকের পরিবারও ছেলেপেলেরা খাওয়া পরায় বিশেষ কষ্টে দিনপাত করে, জঙ্গল থেকে শাকপাতা তুলে এনে খায়। আগে লোকে চার, ছয় অথবা বড়জোর আট খোরা মদ খেত ; তাতে শক্তির বিশেষ অপচয় হত না সকলেই বেশ জোয়ান ছিল। আজকাল মদ খেতে খেতে পূর্ণবয়স্ক হ'বার পূর্ব্বেই বিয়ে করে বেটে হয়ে যায় ; এরূপ চাল চলনে কি আর শক্তি থাকে ?

(৩) "গল্প-গুজব ও হেঁয়ালি"

সাঁওতালেরা খোসগল্প ক'রে ও হেঁয়ালি কথা ব'লে অত্যন্ত আনন্দবোধ করে। সন্ধ্যাবেলা বুড়োরা এসব শিখিয়ে থাকে। গিন্নী ও বৌরা সন্ধ্যাবেলা ভাতব্যঞ্জন রান্নার কাজ করে। আর বুড়োবুড়ীতে দুজনে ছেলেদের নিয়ে গল্পগুজব ক'রে আমোদপ্রমোদ করে। যে গল্পগুজব বেশী জানে গ্রামের সব ছেলেপেলে তার কাছে এসে হাজির হয়। গ্রীষ্মের দিনে ছেলেরা উঠানে একচালার নীচে শুয়ে রাত কাটায়। এতে ছেলেদের বেশ শিক্ষা হয়। অনেকে এত গল্প জানে যে তাদের গল্প কিছুতেই ফুরায় না, খাওয়া দাওয়া নাচগান সব ভুলে যায়, কেবল

গল্পের আমোদে মোহিত হয়। ছেলেরা ও মেয়েরা উভয়েই হেঁয়ালি শিখে এবং দিনরাত সে সব নিয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। ছেলেরা বেশীর ভাগ গল্পগুজব শিখে; মেয়েরা শিখ্‌লেও বুড়ী না হওয়া পর্য্যন্ত সাহস ক'রে লোকের সাম্‌নে খোসগল্প কর্‌তে পারে না। শিয়ালসম্বন্ধেই বেশী কাহিনী প্রচলিত; রাজরাজ্‌ড়াদের সম্বন্ধেও অনেক গল্প আছে। আর হেঁয়ালি আছে হাজার-রকমের। হেঁয়ালি আরম্ভ হইবার সময় প্রশ্ন হয় "এ কি বল দেখি?" তারপর তার উত্তর হয়।

(৪) ছদ্মবেশী-বহুরূপী

সাঁওতালের ভিতর একপ্রকার আমোদ আছে, তার নাম ছদ্মবেশী অথবা বহুরূপী নাচ। কেবল রসিক পুরুষেরাই এ নাচ নাচ্‌তে পারে। ইহা দেখ্‌লে সকলেই হেসে থাকে। এইরূপ নাচে মানুষের নানারকম দোষ প্রদর্শিত হয়। যেমন দাম্পত্য-কলহ,—বরকন্যার শ্বশুরগৃহে গমন, বিধবার কান্না, পাদ প্রদর্শন, নাচ, ভাতভক্ষণ, কাজকর্ম্ম, বুড়োবুড়ী ইত্যাদি। মেয়েলোকের সাজ পরে, মেয়েদের মত কাপড় পরে মেয়েলি সুরে কথা কয়। আর লোকের হাস্‌তে হাস্‌তে পেট ফাঁটে।

(৫) মাছ-ধরা

মাছধরাও একটা আমোদবিশেষ। পুকুরে, ডোবায়, ও গাঁড়ায় মাছধরা হয়। যে গ্রামের সীমায় মাছধরবার জায়গা আছে সেই গ্রামের মাঁঝিকে খবর দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে দুপুরবেলা সকলে চারদিক ঘিরে মাছ ধরে। বাধাবিপত্তি সাম্‌নে পড়লে "ঠাকুরের" পূজা দেয়; তারপর জাল দিয়ে মাছ ধরে; অনেকে হাত দিয়েও মাছ ধরে। খুব সোরগোল হয় এবং বেশ আমোদ হয়। মাছধরা শেষ হ'লে জালপিছে ছোট ছোট মাছ "তোলানি" করা হয়, আর বড় মাছ কেটে

ভাগ করা হয়; তারপর জালপিছে বড়মাছের অর্দ্ধেক 'তোলানি' উঠায়; পরে গ্রামের সকলকেই মাছের ভাগ দেয়। তিনভাগ করা হয়; একভাগ পুকুরের কিংবা ডোবার মালিককে দেওয়া হয়; আর দুভাগ গ্রামের লোক ভাগ করে নেয়। গাঁড়ার মাছ হ'লে সীমানার মাঁঝি একভাগ পায়; আর দোসীমানায় হ'লে দুদিকের মাঁঝির সমান সমান একভাগ অর্দ্ধেক ক'রে পায়; আর অবশিষ্ট দুভাগ দুগ্রামের পাঁচজনে ভাগাভাগি করে নেয়।

(৬) শিকার

সাঁওতালদের মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমোদ শিকার। অতি প্রাচীনকাল থেকে শিকার চলে এসেছে; যতরকম আপদবিপদ হোক না কেন, সাঁওতালেরা শিকারে যেতে কখনও দ্বিধা করে না; যদি কেহ যেতে আপত্তি করে তবে তাকে লোকে মেয়েমানুষ বলে ঠাট্টা করে। প্রাচীন সাঁওতালেরা খুব সাহসী ছিল; তারা বাঘভাল্লুকের সহিত লড়াই কর্‌ত; কখনও বাঘভাল্লুকেরা জিত্‌ত কখনও সাঁওতালেরা জিত্‌ত।

প্রাচীনকালে শিকারের সংবাদ পাঠাবার জন্য সজ্‌নে গাছের ডালা গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে পাঠান হ'ত। গ্রামে গ্রামে যেরূপ নায়ক কিংবা কুডাম-নায়ক থাকে তেমন প্রত্যেক শিকারে একজন ডিহ্‌রি (Superintendent of annual hunt সাম্বাৎসরিক শিকারের অধ্যক্ষ) থাকে। প্রত্যেক দেশের জন্য একজন 'ডিহ্‌রি' নিযুক্ত হয়; ইনিই সমস্ত গ্রামে গ্রামে ডাল পাঠিয়ে শিকারের সংবাদ জানান; তখন দেশের লোকে জিজ্ঞাসা করে, "কিসের খবর, বাবা?" তারপর বনের নাম করা হয় এবং বলা হয় যে অমুক বনে,

দেশময় শিকার

অমুক দিন, অমুক জায়গায় এসে সকলে বৈঠক কর্‌বে। বিশ্রামের জায়গাও ঠিক করা হয়। গৃহে ফিরে এলে সকলে জল্পনা করে, "ওহে অমুক দিন অমুক জঙ্গলে অথবা পাহাড়ে শিকারে যেতে হবে।" তারপর গ্রামের সকলে মিলে অস্ত্রশস্ত্র একত্র করে, তীরধনুক জুড়ে, খাঁড়া ধাঁর দেয়, লাঠিতে "বল্লম" জুড়ে, আর তরবারি ঘসে ঘসে "জ্বল জ্বল" করে নেয়। মেয়েরা মৌলফল দিয়ে খাবার জিনিষ তৈরি করে এবং ধান ভেনে চাল ক'রে দেয়। মাঁঝি পাঁচ পাই চাল এবং একপাতা মৌল দেয়; পাঁচজনে মিলে তাই খায়; গরীব-গরবা না থাক্‌লে এতেই চলে যায়। নায়ক শিকারের নামে পাঁচটা মুরগী উৎসর্গ করে।

নির্দ্ধারিত দিনে গ্রামের দু একজন অতি প্রত্যুষে সমতল ভূমিতে এসে সকলকে ডেকে একত্রিত করে। তারা ঢাক-ঢোল, নাগ্‌রা, শাকোয়া প্রভৃতি নিয়ে আসে। যে পর্য্যন্ত গ্রামের সকলে উপস্থিত না হয় সে পর্য্যন্ত "ডুবু ডুবু" করে নাগ্‌রা পিটান হয়, "শরং শরং" করে বাঁশী বাজান হয়, "তুতু তুতু" করে শাকোয়া বাজান হয়। আর বেশ মিষ্টি স্বরে বনগীত গেয়ে থাকে। তারপর সকলে একত্রিত হ'লে চীৎকার করে বলা হয় এবং সকলে সভাস্থলে চলে যায়। সেখানে সকলে দুপুর বেলা ভাত খায়। এক একজন ক'রে দেশের সব লোক সেখানে সমবেত হয়; "ডিহ্‌রি" ভোর থেকেই সেখানে উপস্থিত থাকে।

যাত্রা

দেশের লোক সব উপস্থিত হ'লে 'ডিহ্‌রি' ভালমন্দ গণ্‌বার জন্য খড়ি পাতে। যে দিকে খারাপ দেখ্‌তে পায় সে দিকের লোকদের তলব দিয়ে জিজ্ঞাসা করে "অমুকদিগের কোন্ কোন্ লোক এসেছ?" তখন একে একে সকলে গ্রামের নাম বলে; সেই গ্রামের লোকেরা তেল দিয়ে ঠাকুরের পূজা

"ডিহ্‌রি"

করে। যদি এরূপ বুঝা যায় যে কোন গ্রামের লোককে বাঘে খাবে, তবে তাদের সাবধান ক'রে বলা হয়—"খুব সাবধান হয়ে চল, নতুবা ফিরে যাও।" তারা জবাব দেয়, "না বাবা, আমরা বেশ ঠিক আছি।" তারপর "ডিহ্‌রি" যাদের বাঘে খাবে তাদের বেছে বাহির করে। উহাদের নামে এক একটা মুরগী উৎসর্গ ক'রে মন্ত্র পড়ে, "ওগো ঠাকুর, তোমায় প্রণাম ; তুমি চারদিক ব্যাপে আছ, তুমি আর্ত্তের রক্ষা কর।"

পরে 'ডিহরি' পাঁচটা মুরগী উৎসর্গ ক'রে পূজা দেয়,—একটা মুরগী 'ডিহ্‌রি'-দেবতার উদ্দেশ্যে, আর চারটা বনদেবার নামে উৎসর্গিত হয়। তারপর পাটিপেতে রক্ত ও চাল মিশায় এবং সে চালও বনদেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়। তারপর মুরগীর মাংস দিয়ে সুরুয়া পোলাও রান্না হয়। যে গ্রামের মুরগী সেই গ্রামের লোকের 'সুরুয়ার' অংশ পায়। তারপর যেখানে যেখানে বিপদের সম্ভাবনা, সে সব জায়গায় মুরগী বধ করে পূজা দেওয়া হয় ; তারপর খাওয়া দাওয়া করে।

পূজা শেষ করে খাওয়া দাওয়া করে ডিহ্‌রিকে চালক করে সকলে একসঙ্গে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করে। অনেকে নাগ্‌রা না বাজায়ে আস্তে আস্তে এসে জঙ্গলের প্রান্তভাগে লুকিয়ে থাকে ; আর কেহ কেহ ধীরে ধীরে শিকার কর্‌তে কর্‌তে জঙ্গলের শেষ পর্য্যন্ত চলে যায়। দেশের লোক শ্রেণী ভাগ হ'য়ে দুইদিক দিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ ক'রে শিকার কর'তে সুরু করে ; সঙ্গে একটা বড় নাগ্‌রা রাখে। ডুবু ডুবু করে নাগরা বাজান হয়, আর শিকারীরা সাবধানে চারদিকে নজর রেখে চলে। খরগোস, ময়ূর কিংবা অন্য কোন পাখী কিংবা কোন বড় জন্তু শিকার কর্‌লে দেশের লোক মাংস কেটে ভাগ করে নেয়।

জঙ্গলে প্রবেশ

যদি কেহ কোন হরিণ শরবিদ্ধ করে তবে সে একা সেই হরিণের

পাঞ্জা অনুসরণ কর্‌তে থাকে; যে পর্য্যন্ত হরিণ না পড়ে সে পর্য্যন্ত তার অনুসরণ করে। হরিণ পড়ে গেলে সকলে তার ঘাড় ও গলা কেটে ফিরে আসে। যদি কেহ এক্‌লা কোন জন্তু বাণবিদ্ধ করে এবং সেটাকে অন্য কোন শিকারী মেরে ফেলে তবে শেষোক্ত শিকারী ঘাড়ের অর্দ্ধেকটা পায়, আর প্রথমোক্ত শিকারী মাংস পায়। দেশের লোকেও মাংসের ভাগ পেয়ে থাকে।

বাঘ কিংবা ভাল্লুক মানুষ দেখ্‌বামাত্র গর্জ্জন করে ওঠে। কাকেও বাঘে কামড়ালে তার নিকটস্থ লোক তিনবার ভেরী বাজায়ে সকলকে সংবাদ দেয়; পরে দেশের লোক দক্ষিণ দিকে নজর রাখে ও বলে "এদিকে যাওয়া নিষেধ"। আহত লোকটার ক্ষতে ঔষধ লাগান হয় এবং পরে সকলে মিলে শিকারে বাহির হয়। সময় সময় ভল্লুক পেলে তীর না ছুড়ে লাঠি-ঠেঙ্গা দিয়ে তাকে নিপাত করে; কখনও ভল্লুক মরে যায়, কখনও ছুটে ছুটে জনতার মধ্যে প্রবেশ করে দৌড়িয়ে যায়। অনেক সময় ভল্লুক মার্‌তে লাঠি ভেঙ্গে যায়। বাঘে কোন লোককে ধর্‌লে তার আত্মীয়-স্বজন প্রাণপণে তার জন্য লড়াই করে। হয় লোকটাকে ছাড়িয়ে আনে অথবা তার জন্য সকলে প্রাণবিসর্জ্জন দেয়। আজকাল লোক ভীরু হয়েছে, বাঘের ডাক শুন্‌বামাত্র দৌড়িয়ে পালায়।

সন্ধ্যাবেলা সকলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে। সকলে সমবেত হয়ে নিজ নিজ গ্রামের লোক মিলে মৌলের লাড্ডু সংগ্রহ ক'রে একত্র করে, এবং সকলে ভাগ করে খায়। এ বিষয়ে একটা গল্প আছে। কথায় বলে, পুরাকালে একটি গরীবলোক অন্য কিছু খাবার না পেয়ে একটা ডুমুরের লাড্ডু সঙ্গে এনেছিল। বিশ্রাম স্থলে সকলে তা দেখে ওকে বলেছিল, "কি এনেছ! এবার যা এনেছ তাই খাও।" বেচারা ঐ খেয়েই সেদিন রইল।

বিশ্রাম ও নিদ্রা

দ্বিতীয় দিনে সে একটা নীল গাই (হরিণ) তীর দিয়ে শিকার করে; গ্রামের নামে ডাক্ না ছেড়ে সে ডুমুরের নামে ডাক ছাড়্‌ল; হরিণ পড়ে গেল। গ্রামের লোক এসে বল্‌ল, "এ আমাদের হরিণ, অমুকে মেরেছে।" দেশের লোক গরীব লোকটাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "তুমি এরকম ডাক কেন দিলে?" তখন সে অত্যন্ত দুঃখ করে দেশের লোকদের বল্‌লে, "গতকল্য সন্ধ্যাবেলা লাড্ডু ভাগ করে খেয়েছে, আমাকে দেয় নাই।" এ কথা শুনে দেশের লোক উহাদিগকে বিশেষ ভর্ৎসনা কর্‌ল এবং তাদিগকে তার গোলাম কর্‌লে। তারপর দেশের লোককে জরিমানা দিয়ে নিস্তার পেল। সেদিন থেকে সাঁওতালেরা আর এরূপ করে না।

লাড্ডু খেয়ে ভাত তরকারী খায়। ডেরার আলোতে সমস্ত বন আলোকিত হয়। এত লোক সমাগম হয়—কেহ রান্না করে ভাত খায়, কেহ বা খরগোস কিংবা ময়ূরের মাংস পুড়ে ঝোল রান্না করে খায়। হরিণের মাংস 'আনাম' থাকে। সান্ধ্য ভোজন শেষ হ'লে ডিহ্‌রি সকলকে বৈঠকে ডাকায়। প্রত্যেক গ্রামের পাঁচ ছয়জন করে বৈঠকে হাজির হয়; কেহ বাঁশী বাজায়, কেহ বনগীত গায়, আর কেহ নেচে গেয়ে বেশ স্ফূর্ত্তি করে, কেহ বা ঘুমিয়ে পড়ে। ডিহ্‌রির গ্রামের ছোকরারা আড্ডামহলে বাড়ী বাড়ী ঘুরে প্রত্যেক গৃহস্থের কাছ থেকে একবাটি করে চাল আদায় করে; এরা নানারকম হাসিঠাট্টা করে বেড়ায় এবং সকলে হেসে কুটপাট হয়।

শিকার-বৈঠক

ডিহ্‌রি শিকার বৈঠকে মাঝি এবং দেশের সমস্ত লোক তার রায়ত। যেখানে বৈঠক সেখানে এসে সকলে সম্মিলিত হয়ে চন্দ্রমণ্ডলের মত চারিদিক ঘিরে বসে। দেশের যারা প্রধান তারাও সেখানে বসে। পরে ডিহ্‌রি সকলকে জিজ্ঞাসা করে, "ওহে দেশবাসী বন্ধুগণ, তোমাদের

মধ্যে কোন দুঃখ-সুখ ঝগড়াবিবাদ থাকলে বল? তোমরা সকলে কুশলে আছ ত?" দেশবাসী সকলে তখন উত্তর করে, "আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমাদের সকলের মঙ্গল।" ডিহ্‌রি বলে "ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে তোমাদের সকলের মঙ্গল হোক!"

তারপর ডিহ্‌রির নিকট সকলে একে একে নালিশ উপস্থিত করে। একজন বলে "অমুক গ্রামের সাথে আমাদের খরগোস নিয়ে বিবাদ হয়েছে।" ডিহ্‌রি জিজ্ঞাসা করে, "কি রকম?" সে বলে আমি লাঠি দিয়ে মেরেছিলাম।" আর একজনে বলে "আমার কুকুরে তাড়া করে ধরেছিল।" ডিহ্‌রি দুজনকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা তোমাদের সাক্ষী-প্রমাণ আছে?" এরা জবাব দেয়, "হাঁ, অমুক অমুক গ্রামে আমাদের সাক্ষী আছে।" তারপর ডিহরি সাক্ষ্য নেয়; দুপক্ষের লোকদিগকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে। পরে বিচারে প্রমাণ যার হয় সেই পায়। দেশের লোক বিচারে ডিহ্‌রির সাহায্য করে, কিন্তু হুকুমটা ডিহরি দেয়। যদি সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে অথবা যদি সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তবে ডিহ্‌রি পর দিবস ভোরে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুজন থেকে দুটি তীর চেয়ে নেয়। তীর দুটাতে সিন্দুর লাগিয়ে ও লোটার জল দিয়ে দাঁড় করা'য়ে বলে, "এ বাবা ব্যোমদেব, আপনার দোহাইতে আমরা বিচার করি; আমরা ঠিক পাই না; তুমি ঠাকুরবাবা আকাশ জুড়ে আছ, আমরা মর্ত্ত্যে বসে বিচার করি। আমাদের এর বিচার না হলে দেশবাসী সকলেই ক্ষুণ্ণ হবে; এ দুজনের ভিতর কে ঠিক বল্‌ছে আমাদের বলে দেও।" পরে ডিহ্‌রি আর দেশের লোক সে দুজনকে বলে, "এখন তোমরা সূর্য্যদেবকে প্রণাম করে তীর দুটি উঠাও; আমাদের কোন দায়িত্ব নাই; একটা একটা করে উঠাও, আমাদের ভয় ক'রো না, কিন্তু ঠাকুরকে ভয় কর।" পরে যে তীর

উঠায় সে উত্তরে বলে থাকে, "শুন ঠাকুর, আমি যদি 'বেধর্ম্ম' করে থাকি তবে যেন শিকারে এ বনের বাঘ আমাকে খেয়ে ফেলে; আর বেধর্ম্ম না করে থাক্‌লে আমি যেন মঙ্গলমত বাড়ী ফিরে যেতে পারি।" দ্বিতীয় ব্যক্তিও সাহস থাক্‌লে এরূপ করে থাকে, অন্যথা হটে যায়। তারপর ডিহ্‌রি লোটার জল তীরের আগায় ঢেলে দেয়; ঢেলে করযোড় করে বলে, "ওগো ঠাকুর, তুমি এদের দুজনের ভালমন্দ বিচার কর।" তারপর শিকারের মধ্যে একদিন এরূপ শপথকারী দুজনে একজায়গায় আছে এমন সময় হঠাৎ মধ্যজঙ্গল থেকে একটা বাঘ গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে এসে হাজির হ'ল; আর যে ধর্ম্মমত বলেছিল তার সাম্‌নে এসে পেছন পায়ে দাঁড়ায়ে অভিবাদন করে; তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে বেধর্ম্মীকে ধরে শেষ করে। এরূপ দৃষ্টান্ত নাকি অনেক দেখা গিয়েছে। যদি বাঘের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়, তবে অন্য কোন জানোয়ারের হাতে মারা যায়।

ডিহ্‌রি শিকার বৈঠকে ব'সে, এরূপ শিকার সম্বন্ধীয়, যত বিবাদ মীমাংসা করে দেয়; সাক্ষী না পেলে পরদিন ভোরে দুজনকে ডেকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষা করা হয়। জন্তু সম্বন্ধীয় বিচার শেষ করে ডিহ্‌রি সকলকে ডেকে বলে "ওহে দেশবাসী যদি আর কোনও বিবাদ থাকে তবে বল।" তখন একে একে নিজেদের দুঃখের কথা উত্থাপন করে। কেহ বলে "গ্রামের মাঝিও পাঁচজনা আমাকে খামাকা জরিমানা করেছে"; অথবা "পরগণা ও মাঁঝি মিলে আমার জমি কেড়ে নিয়েছে"; অথবা "জামাই-বৌ নিয়ে অন্যায় বিচার করেছে"; অথবা "আমাকে মিছামিছি 'ডান' বলে"; অথবা "বিনা কারণে খামাকা আমাকে সমাজে বন্ধ করেছে"; অথবা "গ্রামের সকলে আমাকে দেখ্‌লে দুয়ার বন্ধ করে"; ইত্যাদি হাজার রকমের নালিশ হয়। এ কারণে শিকার-বৈঠক

এদের "হাইকোর্ট"। সেখানে মাঁঝি, পরগণা অথবা দেশমাঁঝি; কেহই আমল পায় না; দেশের লোক ছোট বড় সকলকেই বিচার করে; আর এই সকল প্রধানেরা ঘুষ খেয়ে অথবা লোভে পড়ে অবিচার ক'রে থাক্‌লে তার প্রতিবিধান হয়। অনেক ঘুষখোর লোক ভয়ে কিংবা লজ্জায় সেখানে উপস্থিত হয় না। সে যদি হাজির না থাকে তবে অন্য দিন ডেকে তাকে হাজির করা হয়; আর যদি সে না মানে তবে দেশের লোক তার বাড়ীতে ছুটে এসে তার অন্যায় বিচারের প্রমাণ পেলে তাকে জরিমানা করে। শিকার-বৈঠকে খুব ন্যায্য বিচার হয়; কিছুতেই অবিচার হ'তে পারে না। গ্রামে মাঁঝি কিংবা পরগণা অনেক সময়ে গালিগালাজ ক'রে লোককে ধমকায়, কিন্তু এসব পোড়া জঙ্গলবিচারে কেহ কাহাকে ধমকায়ে চুপ করাতে পারে না; সকলে ভীরু কুকুরের লেজের মত ঘুরে বেড়ায়; সেজন্য এসব বিচারে গরীবের খুব "ভরসা" থাকে।

দ্বিতীয় দিন

বিচার করতে, করতে ভুঙ্গার নাচ নাচতে, নাচতে বনগীত গাইতে গাইতে, আর বাঁশী বাজাতে বাজাতে রাত ভোর হয়। পরে সকলে প্রাতরাশ বাশি ভাত কিংবা অন্য কিছু খায়। ডিহুরি অবশিষ্ট মুরগীগুলি উৎসর্গ করে; অন্য কোন জঙ্গলে শিকার শেষ করে ফিরে আসে। মধ্যাহ্নে কিংবা অপরাহ্নে শিকার শেষ করে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে; শিকার কর্‌তে কর্‌তে আপন আপন বাড়ীর দিকে চলে যায়।

পুরাকালে এককালীন পাঁচদিন পর্য্যন্ত শিকার চল্‌ত; এখন তা হয় না। আগে যেসব গ্রামের মধ্য দিয়ে শিকারীসঙ্ঘ চল্‌ত সেসব গ্রামের মেয়েরা এসে তাদের পা ধোয়াইয়া দিত; শিকারীরা তাদিগকে চম্পাফুল উপহার দিত এবং তারা প্রণাম কর্‌ত। এ ছাড়া গ্রামের লোক

খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় জল জোগাড় করত। এখন এসব নিয়ম লোপ পেয়েছে।

শিকারীরা গৃহে ফিরে এসে হাত পা ধোয় এবং পরস্পরকে প্রণাম করে বলে যে তারা যমের হাত থেকে বেঁচে এসেছে। এজন্য এরূপ বলে থাকে, "মেয়েদের বিপত্তি সন্তান প্রসবের সময়, আর পুরুষদের বিপদ শিকার স্থলে।" এ বিপদ কাটাতে পারলে এরা অনেকদিন বাঁচে। তারপর সকলে বসে ভাত খায়। পরে শিকাবলব্ধ মাংস সকলে ভাগ করে নেয়। কতক মাংস রেধে পূর্ব্ব পুরুষদের নামেও উৎসর্গ করা হয়।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

দোষ ও দণ্ড

(দণ্ডবিধি আইন)

(১) পঞ্চাতি বিচার

সাঁওতালদের মধ্যে তিনরকম পঞ্চাতি বিচার প্রচলিত:—গ্রাম্য পঞ্চাতি অথবা মাঁঝির বৈঠক, বাহির অথবা পরগণা বৈঠক, আর শিকার অথবা শিকার বৈঠক। গ্রাম্য বৈঠকে মাঁঝি মুখ্যা, বাহির বৈঠকে পরগণা মুখ্যা, আর শিকার বৈঠকে ডিহুরি মুখ্যা। মাঁঝির বৈঠকে গ্রামের পাঁচজন তাহার বিচারে সাহায্য করে; পরগণার বৈঠকে পরগণার নিম্নস্থ মাঁঝিরা এবং প্রতিবেশী পাঁচজন বিচারে সাহায্য করে। শিকার বৈঠকে দেশসুদ্ধ লোক ডিহুরির সাহায্য করে। মাঝি এক গ্রামের মাথা; পরগণা কতকগুলি গ্রামের মাথা; আর দেশের লোক

বন-বৈঠকে সমস্ত দেশের উপর কর্ত্তৃত্ব করে। এদের মধ্যে দেশমাঁঝি আছে; তারা পরগণাদের সাহায্যকারী। মাঁঝির বিচার থেকে পরগণার নিকট আপিল হয়; পরগণার বিচার হ'তে বন-বৈঠকে দেশের লোকের নিকট আপিল হয়। এদের বিচার থেকে আর আপিল নাই।

পরগণার প্রাপ্য এরূপ:—নিজের এলাকার ভিতরে প্রত্যেক গ্রাম থেকে একটাকা আর আধসের ঘি পায়, আর বৎসরান্তে ২০ গণ্ডা জন্দ্রাও পেয়ে থাকে। দেশমাঁঝির প্রাপ্য:—গ্রাম পিছে আট আনা ও একপোয়া ঘি, আর বৎসরান্তে দশ গণ্ডা জন্দ্রা। মাঁঝিরা গরগণার টাকা আদায় করলে পরগণা তাদের ভোজ দিয়ে খাওয়ায়। দেশমাঁঝিরাও এরূপ করে থাকে। কিন্তু আজকাল অনেক অনেক মাঝি পরগণার টাকা নিয়মমত চুকাইয়া দেয় না; পরগণারাও আর ভোজ দেয় না। যে দিন থেকে সাহেবেরা এদেশে রাজা হয়েছে সেদিন থেকে ইহা লোপ পেয়েছে। এদের আসার পর থেকে কি মাঁঝি কি পরগণা লোভী হয়ে পড়েছে। যে কেহ বেশী টাকা দিতে পারে সেই বিচার পায়, আর হাকিমের নিকট তার বেশী প্রতিপত্তি হয়; আর নিঃস্ব গরীবকে কেহ 'পোছেনা', খামাখা গালাগালি করে তাড়িয়ে দেয় এবং তাদের মোকদ্দমা ডিসমিস্ করে।

দেশের লোকেরা আর ধর্ম্ম মানে না; গ্রামের মাঁঝির নিকটও বলে না, পরগণার নিকট নালিশ করে না, অথবা দেশবাসীর নিকট গিয়ে কাঁদে না। বুড়োবুড়ীদের ভিতর বিবাদ লাগ্‌লে তারা লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে একছার হাকিমের কাছে গিয়ে হাজির হয়, আর সুচতুর উকিলবাবুরা বেশ করে টাকা খায়। নিজেরা হাজতও ভোগ করে আর তুষের আগুনের মত রাগে জ্বল্‌তে থাকে। পূর্ব্বপুরুষদের বিচার অবহেলা করায় এরূপ ফল হয়েছে! "বেশ,

গুরুতর অপরাধ হাকিমের নিকট নেও, কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে পূর্ব্বপুরুষেরা যেসব বিচার নিষ্পত্তি করত সেগুলি নিয়ে কেন হাকিমের নিকট যাও।”

(২) সাক্ষী-বিষয়ক

অতি পুরাতনকাল থেকে সাঁওতাল যুবক সত্যনিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ ; কখনও মিথ্যাকথা বল্‌তে জানিত না। নিজের আত্মীয়সম্পর্কেই হউক কিংবা শত্রুসম্বন্ধেই হউক এরা নিছক সত্য কথা বল্‌ত। ইংরেজদের আগমনের পর সত্যকথা বলায় দুএকজনের ফাঁসিও হয়েছে। এসব অপরাধের সাক্ষী ছিল না ; মিথ্যা কথা বললে এরা খালাস পেত। এদের বৈঠকে সাক্ষী এক একজন করে ডাকা হত না ; একবারে সব সাক্ষী সামনা সাম্‌নি বলত কিন্তু তবুও মিথ্যা বল্‌ত না। আজকাল হিন্দুদের নিকট শঠতা শিখে ওদের মত দুএক বাটি মদের জন্য নিজেদের মানও প্রাণ বিক্রী করে থাকে ; আর হাকিমেরা এদের ভাষা না জানায় সত্য-মিথ্যা ধরতে পারে না। কেবল খলপ্রকৃতি বাবুদের কথায় ভুলে যায়। এরা এখন ন্যায় বিচার পায় না। হাকিমের সোজা হলককে কেহ ভয় করে না ; প্রাচীন সাঁওতালদের শপথের মত দিব্যি দেওয়া হয় না, যেন প্রাণের ভয়ে সশঙ্কিত হয়, মিথ্যা বলাত দূরের কথা। দুএকজন হাকিম হিন্দুদের নিকট হ’তে সাঁওতালীভাষায় ছোট ছোট হলক তরজমা করে নিয়েছে, কিন্তু সেসব পড়লে এদের কেবল হাসি পায় ; কারণ যে হলক পড়ে তাকে কোন কিছুতে বাঁধে না। সে হলপ এইরূপ—“ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলবে ; মিথ্যা কথা বললে বাঘ ও অপদেবতায় খাইবে!” সাক্ষীও একথাগুলি আওড়ায় “ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলবে, মিথ্যা কথা বললে বাঘ ও অপদেবতায় খাইবে!” এতে সাক্ষী কেন ভয় পাবে?

(৩) দোষ কত প্রকার ?

গুরুতর অপরাধের মধ্যে এই সব :—নরবলি, অসতর্ক খুন, স্ত্রী-ভাগানি, জোর করে জাত নেওয়া, আর জোর করে সিন্দূর দান ; এসকলের দণ্ড ছিল প্রাণদণ্ড। নরবলি-পূজক ছেলেমেয়ে চুরি করে নিয়ে অথবা রাস্তাঘাট থিকে মানুষ ধরে নিয়ে দেবতার কাছে উৎসর্গ কর্‌ত ; ঠিক সে সময়ে ধরা পড়্‌লে বিনাবিচারে এদের প্রাণদণ্ড হত (if kidnapping), আর এদণ্ডের কোন আপিল ছিল না। শিকারের সময় যদি কেহ অসতর্কতা নিবন্ধন অন্য কাকেও শরবিদ্ধ করে মার্‌ত তবে পাঁচজনে বিচার করে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিত। তীর নিক্ষেপ করার সময় যেখানে শরবিদ্ধ লোকটি দাঁড়ান ছিল ঠিক সেই থানে অপরাধীকে দাঁড় করাত, আর যেখান থিকে অপরাধীকে তীর ছুড়েছিল, ঠিক সেখানে মৃতব্যক্তির একজন ওয়ারিশকে দাঁড় করাত। সেখান থিকে এক বাণে যদি অপরাধীর মৃত্যু হত ভাল, নচেৎ সে সেযাত্রা রক্ষা পেত। যদি কোন বাণ কোন প্রাণীকে বিদ্ধ ক'রে কারও মৃত্যু ঘটায়, তবে সেই রকম ভাবে অপরাধীকে জানোয়ার যতদূরে ছিল ততখানি দূরে রেখে তীর ছোঁড়া হত, সেই তীরে যদি তার মৃত্যু হত ভাল, নচেৎ রক্ষা পেত।

যদি কেহ স্ত্রী ভাগাইয়া নেয় তবে যেখানে তাকে পাওয়া যেত সেখানেই বন্যপশুর মত তাকে বধ কর্‌ত। আজকাল মৃত্যুব্যবস্থা নাই, মাথা বাঁচাতে দোষীকে পাঁচটাকা জরিমানা দিতে হয় মাত্র।

জোর ক'রে জাত নষ্ট কর্‌লেও সেইরূপ প্রাণদণ্ড হত ; কিন্তু আজকাল মাথা বাঁচান পাঁচটাকা লাগে। আর তা ছাড়া সামর্থ্যমত জরিমানাও দিতে হয়। অনেকে কুড়িটাকা পর্য্যন্তও জরিমানা দিয়ে থাকে। কেহ জোর করে কোন মেয়ের কপালে সিন্দুর লাগালে তার

দক্ষিণ হস্ত কেটে ফেলা হত, আর "টাকুর" সাহায্যে তার এক চোখ উপ্‌ড়িয়ে নেওয়া হত (টাকু—spinning axle of a spinning wheel), আর তাকে বেশ জরিমানাও দিতে হত। আজকাল হাত ও চোখ বাঁচাতে এদের পাঁচটাকা লাগে; মারও খায়, জরিমানাও দেয়, খামাখা খামাখা কখনও খুন হত না।

আদিকালে ডানদের "বেয়ারু" করে গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত করে দিত; আবার কখনও কখনও এদের মেরেও ফেলা হত। এখনও এদের বের করে দেওয়া হয়; কখনও মেরেও ফেলা হয়। কিন্তু ইহা ন্যায়সঙ্গত নয়; যেহেতু প্রাচীন সাঁওতালেরা এরূপ করত না। রাগের বশে কাকেও মার্‌লে সে যদি মরে যেত তবে তাকে প্রাচীনেরা খুন বলত না, এবং সেজন্য দোষীর প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা ছিল না।

আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে অথবা অন্য কোন জাতের সঙ্গে "লটঘটি" (adultery—ব্যাভিচার) ঘট্‌লে, পাপ প্রণয় জন্মালে তাদের সমাজচ্যুত করা হত। এখনও এনিয়ম প্রচলিত আছে, তবে আজকাল অনেকটা এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। অনেকে "খাতিরজমঃ" এরূপ করে থাকে। কিন্তু সমাজ তাকে কিছু বলে না।

প্রাচীনকালে সাঁওতালদের ভিতর চুরি ছিল না; কিন্তু আজকাল এরা এটা হিন্দুদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে। সেকালে একপ্রকার চুরির প্রমাণ পাওয়া যায়—ভেড়াছাগল চুরি করে খাওয়া। এগুলি হারিয়ে কোথাও গেলে গ্রামসুদ্ধ লোক ধরে মেরে খেয়ে ফেলতে; মাঁঝি দুভাগ নিত। এসব প্রমাণিত হলে প্রত্যেককে পাঁচসিকা করে জরিমানা দিতে হত। আজকাল এসবের বিচার হাকিমের পরিষ্কার এজলাসে হয়ে থাকে।

এদের মধ্যে গর্ভপাত অপরাধ ছিল না। আত্মীয়তার মধ্যে ক্বচিৎ

এরূপ হ'ত; প্রমাণিত হ'লে ডাক্তার ও প্রসূতি দুজনেরই দশটাকা করে জরিমানা হত। এখন হাকিমের নিকট এসব বিচার হয়। মিছেমিছি কারও অপবাদ করলে অপবাদ ঘুচাবার জন্যে পাঁচটাকা, পাঁচজনকে পাঁচসিকা দিতে হয়। কেবল মাতালেরাই লোকের শুধুশুদ্ধু গালাগালি ক'রে মানহানি দোষ করে। সেকালে এদের খুব মার দেওয়া হত, আর দশ টাকা করে জরিমানা করা হত। আজকাল কখনও কখনও এসব মামলা হাকিমের নিকট রুজু হয়।

যদি কেহ কারও ক্ষতি করে তবে সেজন্য তাকে তার দাম অথবা মূল্য দিতে হয় এবং জরিমানাও দিতে হয়। মারপিট করলে দুজনের দোষ হ'লে দুজনেরই জরিমানা হয়, অন্যথা একজনের। বলদ কিংবা গাই চুরি করলে অপরাধীকে ধরে তার প্রতিবিধান করা হয়; আর যদি কেহ লাঙ্গল চাষ করতে করতে অথবা মারতে মারতে মেরে ফেলত তবে তারও শোধ দিতে হয়। কেহ মিথ্যা নালিশ কিংবা মিথ্যা দাবী উত্থাপন করলে তার উল্‌টো সাজা হয়। খামাখা "চুগাল" (পরনিন্দা) করে যারা বেড়ায় তাদেরও জরিমানা করে জব্দ করা হয়। যদি কোন যুবতী মেয়ে পীঠস্থানের গাছে চরে দোষ করে, অথবা অন্য কোন পরিবারের ভিতর ঢুকে দোষ করে তবে তাকে পূজা দিতে হয়।

সীমানা ভঙ্গ নিয়ে বিবাদ হ'লে পরগণা ও মাঁঝি মিলে তার বিচার করে; আর জোর করে জমি কেড়ে নিয়ে গেলে গ্রামের মাঁঝি ও পাঁচজনে তার মীমাংসা করে; দোষীর জরিমানা হয়। এ দুরকম বিবাদ এদের মধ্যে পূর্ব্বে ছিল না; আজকাল হিন্দুদের নিকট শিক্ষার ফলে ইহা দেশময় ছেয়ে পড়েছে। আজকাল হিন্দুরা গ্রামকে গ্রাম কেড়ে নেয়, সীমানাও অতিক্রম করে। জমিও বেদখল করে চুরি করে। লোকে কথায় বলে, "হিন্দুলোক সূচের মত প্রবেশ করে আর লাঙ্গলের

ফালের মত ছিদ্র করে।” সাঁওতালেরা এখন জমি কাড়াকাড়ি নিয়ে বেশ মামলা কর্‌তে শিখেছে। এসব যেখানে হয় সেখানে আর শান্তি থাকে না। হাকিমের নিকট মিথ্যা সাক্ষীর ফলে জমিজমা এখন শেষ হয়েছে। আর হাকিমেরা এদের কথা না বুঝায় এদের বড় মুস্কিল হয়েছে। হয়ত একদিন না একদিন আবার এদেশ হ'তে এরা পালিয়ে যাবে। হিন্দুদের মধ্যে এদের বাস করতে না হলেই এদের মঙ্গল।

“ধরম ও সেওয়া”

(ধর্ম্ম ও সেবা)

(১) ঠাকুর (ঈশ্বর)

আদিকালে সাঁওতালদের দেবদেবতা কিছু ছিল না; পালিয়ে আস্‌তে আস্‌তে এসব এরা পেয়েছে। পথে সিংদুয়ারে “সিংবোঙ্গার” অর্থাৎ সূর্য্যদেবের লাগাল পেয়েছে। প্রাচীনেরা কেবল এক ঈশ্বরকেই বিশ্বাস করত। উপদেবতা পেয়ে ক্রমে ক্রমে তারা ঠাকুরকে ভুলেছে; এখন কেবল নামটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। আজকাল অনেকে নামও ভুলে গেছে. কেবল বুড়োদের কথায় ও মুরুব্বিদের কৃপায় নামটা মাঝে মাঝে স্মরণ করে। আজকাল অনেকে বলে থাকে, “সূর্য্যদেবই আমাদের ঠাকুর, কেননা সৃষ্টি ও ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেব আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়েছেন।” কিন্তু প্রাচীনেরা কিংবা তাদের গুরুরা এখনও বলে থাকে. “না, ইহা ঠিক নয়; পরমেশ্বর একজন নিশ্চয়ই আছেন; চর্ম্মচক্ষে তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি সব দেখতে পান। পৃথিবী, ব্যোম, মানব, প্রাণী,

পাখী, পিপীলিকা, সাপ, বিছা, মাছ, কাঁক্ড়া, বৃক্ষাদি, ধানচাল, বজরা, জন্ড্রা, যাবতীয় পদার্থ তিনি নিজে সৃষ্টি করেছেন, সব শাসন করছেন এবং ছোটবড় সকলকে পালন কর্‌ছেন। তিনি স্বয়ং একেবারে সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহার-কর্ত্তা। উপদেবতার কিংবা মানুষের খেয়ালে সৃষ্টিও হয় নাই, সংহারও হবে না। পরমেশ্বর সব মাপ জোফ করে সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টির শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কারও বিনাশ হতে পারে না। এখানে আমরা যেইভাবে থাকি, স্বর্গে গিয়েও আমরা সেইভাবে ঠাকুরের কাছে ভালমন্দ পাব।"

সূর্য্যদেবতা সাঁওতালদের প্রধান উপাস্যদেবতা, তাঁহার কৃপায় ভোর হয়, সন্ধ্যা হয়, রৌদ্র হয়, বৃষ্টি হয়; এজন্য তাঁর নামে ধর্ম্মের দোহাইও দেওয়া হয়। ইনি পুরুষ, চাঁদ এর স্ত্রী; আর আকাশের তারা এদের পুত্রকন্যা। প্রাচীনেরা বলাবলি করে, "এ দুজনের অনেক সন্তানসন্ততি ছিল। পুত্র সন্তান পিতার কাছে, আর মেয়েরা মার কাছে থাকে। সূর্য্যদেবের ও দিবসের তারার কিরণে পৃথিবীতে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। চাঁদ দেবী সূর্য্যদেবকে বলেন "ছেলেগুলোকে খাইতেছ, আবার মর্ত্ত্যবাসীদের পুড়িয়ে মার।" বুড়ো সূর্য্যঠাকুর আবার বলেন, "তুমি মেয়েগুলোকে মেরে ফেল; নচেৎ মানুষ 'আসান' (শান্তি) না পেলে আমি ওদের খেয়ে ফেল্‌ব।"

পরে চাঁদদেবী (মেয়ের জাত ফরফন্দী বেশ জানে) মেয়েগুলিকে সব ডোলের ভিতর লুকিয়ে রেখে বুড়োর নিকট এসে বলে, "আমি সব খেয়ে শেষ করেছি, তা'না হ'লে রৌদ্র ও বৃষ্টি হবে কেন? তুমিও ছেলেগুলিকে খেয়ে নাচ, তবেই মানুষ হেসে খেলে বাঁচবে।" এরূপে বুড়ী বুড়োকে মিথ্যা ব'লে প্রবোধ দেয়। বোকা বুড়ো মেয়েলোকের কথায় বিশ্বাস করে নিজেদের ছেলেদের খেয়ে শেষ করে। রাত্রি হ'লে

আর বেশ দেখা গেল যে মেয়েরা সব বেঁচে আছে! তখন সূর্য্যদেব চটে তরোয়ার হাতে করে বুড়ীকে তেড়ে মার্তে যায়; মেরে শেষ কর্ত কিন্তু বুড়ী তখন তার ছোট মেয়েকে দিয়ে তাঁকে শান্ত করে।

এখন পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব তেড়ে চলেছেন; ফরফন্দী সব টের পেয়ে মাস মাস কেটে ফেল্ছে; কেবল বুড়োর প্রাণ ঠাণ্ডা থাক্লে দুএকদিনের জন্য চন্দ্রমাদেবী একটু 'আসান' পান। যে দুটি তারা বুড়োকে দেওয়া হয়, তার একটির নাম প্রভাত-তারা, আর একটির নাম সন্ধ্যা তারা। আজকাল অনেকেই ভুল করে যেমন সূর্য্যদেবকে পরমেশ্বর বলে, তেমন অন্যান্য উপদেবতাকে ঠাকুর বলে উপাসনা করে। বোঙ্গা (উপদেবতা) পূজার সময় এরূপ নিবেদন করা হয়—"বাবা ঠাকুর, গোঁসাই ঠাকুর, তোমাকে প্রণাম।" উপদেবতায় বিশ্বাস থাকে পূজা কর, কিন্তু তাই বলে এঁরা ঠাকুর নয়, কেবল উপদেবতা মাত্র।

(২) উপদেবতা (বোঙ্গা)

উপদেবতার মধ্যে সূর্য্যদেব প্রধান; তাঁরপর "জমছি্ম বোঙ্গা", "মারাং বুরু" (পর্ব্বতদেব, আসল নাম 'লিটা' অথবা শয়তান), তার পর "জাহেরএরা" (আসল নাম রামশালগী অর্থাৎ পীঠস্থানের দেবতা), "মোরে" (অর্থাৎ পঞ্চদেবতা), "গোঁসাই বৌ", "পরগণা বুড়ো", "মাঁঝিবুড়ো", "গৃহদেবতা", তাঁরপর "পারিবারিক দেবতা।" এসব ছাড়াও ওঝাদের পৃথক উপদেবতা আছে। আর অনেকে ধনী হবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার ধনী উপদেবতার পূজা দেয়। সীমাবোঙ্গা, স্তুতবোঙ্গা, ঝরণাবোঙ্গা, বৃক্ষকাণ্ডমূলকদেবতা, বনদেবতা ইত্যাদি আরও অনেক উপদেবতা আছে।

পারিবারিক দেবতা নানারকমের; বংশভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা হয়; আর গৃহদেবতা তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রকমের। এক বংশের

ভিতর অনেক সময়ে মিল হয় না কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বংশের মধ্যে অনেক সময়ে বেশ মিল দেখা যায়। পারিবারিক দেবতা কিংবা গৃহদেবতার নাম বাইরে কেহ অন্যলোকের নিকট প্রকাশ করে না, এমন কি স্ত্রীলোকেরাও এবিষয়ে কাকেও বলে বেড়ায় না। বাড়ীর বুড়ো মর্‌বার সময় বড়ছেলের কাণে কাণে নাম ব'লে যায়। সাঁওতালদিগের মধ্যে গুরুস্থানীয় প্রাচীনেরা সকলেই আদি যুগ হ'তে পারিবারিক ও গৃহদেবতার নাম জানে। হাঁলদারবংশের কয়েক পারিবারিক দেবতার নাম "ধারাসোঁড়ে" অথবা "ধারাসাঁড়া", আর "কাটকম-কুদ্রা"। আর গৃহদেবতার নাম "বাসপাহার" অথবা "দেওসালি"। কিস্‌কুবংশের পারিবারিক দেবতার নাম "চম্পাদানাগড়", আর গৃহদেবতার নাম "সোঁস" ইত্যাদি। "জমাহমবোঙ্গা" পরিবার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোন পরিবারে "পানহার", কোনখানে "আনহার", কোনখানে "বযডাঙ্গে", "সেঁওখালি", "বারাংবাবা", "বাড়া-আহাংকো" ইত্যাদি।

ওঝাদের দেবতার নাম "সিংবাহনি" "মারাংবুরু" "কামরু-গুরু" "সিধা-গুরু" "গাণ্ডো-গুরু" "লভর-গুরু" "বুয়াংগুরু" "ভিতুগুরু" ইত্যাদি, আর যে গুরুর নিকট ওঝা শিক্ষা করে থাকে। ধনীবনদেবতাও ভিন্ন ভিন্ন, একজনের নাম "কালচাওরা"। কথায় বলে ধনীউপদেবতা অন্য লোক থিকে চুরি করে এনে ধনীলোককে দিয়ে থাকে। কখনও কখনও ধনীদেবতারাও ঝগড়া করে থাকে এরূপ প্রবাদ আছে। আর এদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে শক্তিমান তাঁর ধনী উপাসকেরাও অনেক সম্পত্তির মালিক হয়। এরূপ প্রবাদও আছে যে ধনী উপদেবতারদের অনেক সময়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। একদিন একধানের 'খাড়াই" (thrashing floor) থেকে এক ধনী বোঙ্গা "ভারে" করে ধান বয়ে নিতেছিল, ঠিক সেসময়ে ধনী গৃহস্থ এসে পড়ে, এবং চোর মনে করে তাঁকে লাঠী দিয়ে

তাড়া করে; ইনি উঠান পার হয়ে পালিয়ে যান। তারপর ঘরের ভিতর প্রবেশ করে, চারিদিকে পালিয়ে বেড়ায়, আর ঘরের যত হাঁড়ি পাতিল ভেঙ্গে শেষ করে। সে লোকটিও ডাকাডাকি করে উত্তম-মধ্যম গালাগালি করে, এবং বলে, "এই কি তোমাদের চোরভূত আমার বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে।" সেই সময় থেকে এই লোকটি কোথাও গেলে বোঙ্গা ভয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পালিয়ে বেড়ায়; সেজন্য ধনী গৃহস্থেরা একে বলে থাকে, "ওগো আমার বাড়ীতে আর এসো না; তোমার ভয়ে বোঙ্গা আমার সব ভেঙ্গে চুরে দেয়।"

"জমছিম" বোঙ্গা প্রথম থেকে ছিল না; সূর্য্যদেবের উৎসবের সময় এর পূজা দেওয়া হত। পূর্ব্বপুরুষদের কথায় এর পূজা হ'য়ে থাকে। একদিন উৎসবান্তে সকলে যখন ঘরের দিকে রওনা হয় তখন হঠাৎ "খাঁড়া" হারিয়ে যায়; রাস্তায় এটা ধরা পড়ে এবং একজনে খাঁড়া আন্‌তে ফিরে যায়। এই লোকটি "জমছিম" বোঙ্গাকে দেখতে পায়; ইনি ছড়ান যত ধান চাল কুড়িয়ে খায়। খেতে খেতে বোঙ্গা বলে, "এবার নাচতে নাচতে সব ভোজ নষ্ট করেছি।" তারপর লোকটাকে দেখতে পেয়ে সে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। লোকটি খাঁড়া ফিরিয়ে আনে কিন্তু বোঙ্গা দেখার কথা কাকেও বলে না। এরপর লোকটি ব্যারামে প'ড়ে মরণাপন্ন কাতর হয়, তখন ওঝারা খড়িপেতে গণে জিজ্ঞাসা করে, "কিহে বোঙ্গাটোঙ্গা দেখেছ?" তখন লোকটির সেদিনকার কথা মনে পড়ে এবং বলে, "হাঁ ঠিক, সত্যসত্যই আমি হারাণো খাঁড়া আন্‌তে গিয়ে এক বোঙ্গা দেখেছিলাম; তাঁকে বল্‌তে শুনেছি, 'এখন নাচতে নাচতে ভোজ ভেঙ্গেছি'।" এজন্য এই বোঙ্গার নাম "আহাং" রাখা হয়। ওঝারা বল্‌লে "এই বোঙ্গাকে তোমরা সকলে 'জমাছিম' বোঙ্গা বলে পূজা করবে।" সেদিন থেকে সাঁওতালেরা এর পূজা করে থাকে।

(২) সেওয়া আর পরব (পূজা পার্ব্বণ)

'**এরো ছিম**"—(A festival observed after seed-sowing has begun ; fowls are sacrificed and milk is offered to the village deities)—অর্থাৎ বাইন-পরব, বছরের প্রথম পরব। আষাঢ়মাসে বাইনের সময় চারা তৈরি করবার উদ্দেশ্যে সকলে মিলে মুরগী উৎসর্গ করে খাওয়া দাওয়া করে। প্রত্যেক পরিবারের এক একটি ক'রে মুরগী লাগে। নায়ক গ্রামের পীঠস্থানে পূজা দেয়। মারাংবুরু, জাহের-এরা, মোঁড়ে, গোঁসাই-এরা, পরগণা, আর বুড়ো মাঁঝি-এদের নামে এক একটি করে মুরগী উৎসর্গ করা হয়। চারি সীমা-দেবতার উদ্দেশ্যেও একটা মুরগী পূজা দেওয়া হয়। অবশিষ্ট মুরগীগুলি সীমার চারদিকে উৎসর্গ করা হয়। অথবা বেশী হ'লে 'জব' করে ফেলে। সকলে একসঙ্গে পূজা দেয় না। ভিন্ন ভিন্ন পূজা হয়। এরূপ মন্ত্র পড়া হয়:—"বাপু ঠাকুর, তোমাকে প্রণাম—ইত্যাদি"।

নায়কের ভোজন শেষ হ'লে গ্রামের ছেলেবুড়ো মুরগীর সুরুয়া পোলাও রান্না করে একত্রে ভোজন করে। জাহের-এরাও মোঁড়ে দেবতার মুরগী দুটি নায়কে একলা খায়। দুদিন তিনদিন ধরে ঘরে ঘরে এরূপ পূজা হয়ে থাকে। পারিবারিক বোঙ্গা, গৃহবোঙ্গা, প্রাচীনবোঙ্গা আর মারাংবুরুর নামেও পূজা দেওয়া হয়।

'**হাড়িয়ার ছিম**'—ধান রোয়া শেষ হ'লে শ্রাবণমাসে ভাল ফসলের জন্য চাষীরা দেবতার উদ্দেশ্যে মুরগী উৎসর্গ করে পূজা দেয়—একে "হাড়িয়ারছিম" পরব বলে (ছিম—মুরগী, fowl)—A festival observed after the paddy has been planted. Fowls are sacrificed to all the tribal village deities and

prayer offered for a good harvest)। এ সময় কেবল গ্রামের দেবতার নামেই পূজা হয়; মন্ত্র একপ্রকার।

"ইড়ি গুন্‌দলি নওয়া" (নূতন ইড়ি ও গুন্‌দলি—offering the first fruits of iri & gundali crops)—ভাদ্রমাসে এ পরব হয়। এ সময় নায়ক স্নান করে যেখানে উচু জমিতে প্রথম পাকা শস্য দেখে সেদিকে চলে যায়। আর একদিকে দাঁড়ায়ে যতটা পারে ততটা শস্য এনে "জাহেরে" (গ্রাম্য প্রান্তে) গোবর ছিটিয়ে "জাহের এরা" প্রভৃতি দেবতার নামে পূজা দেয়। মন্ত্র প'ড়ে দুধ ঢেলে উৎসর্গ করে। আবার মন্ত্র প'ড়ে গ্রামে ফিরে এসে মাঝির "খানে"ও সেরূপ মন্ত্র প'ড়ে পূজা দেয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা নায়ক নিয়ে আসে।

"জান্‌খাড়্‌"—(worship accompanied with sacrifice when the ripening of the low land rice is acknowledged and the first fruits offered to the deities)—অগ্রহায়ণ মাসে এ পূজা হয়। এ পূজায় একটা শূকর কিংবা ভেড়া বলি দেওয়া হয়। একে "জানখাড়্‌"-বলি বলে। কুডাম নায়ক জাহের সম্বন্ধীয় পরগণায় এনে একে বলি দেয়। পূজার সামগ্রী সকলই কুডামনায়ক জোগাড় করে। সুরুয়া, লোগা ও রান্না করবার চাল ও সে এনে থাকে। পূজা শেষে কেবল পুরুষেরা খায়; মন্ত্র পড়া হয় এবং গ্রামের নায়ক নূতন ইড়ি গুন্‌দলির মত নূতন ধান উৎসর্গ করে। গ্রামের প্রত্যেক ঘরে ঘরে এরূপ নূতন ধানের পূজা হয়।

সহ্‌রায়—সহ্‌রায় পরব (Harvest festival observed after the full harvest has been gathered.) সাঁওতালদের প্রধান পরব। পৌষমাসে ধান কাটা শেষ হলে এপরব হয়। নূতন

ফসল পেয়ে সকলেই দেবদেবতার পূজা দেয় এবং আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে সমাদর করে খাওয়ায়। ছোটবড়, রাঢ়ী-দুঃখী সকলেই এপরবে যোগদান করে।

মাঁঝি গ্রামের লোক ডেকে একত্রিত ক'রে বৈঠক করে এবং সহ্‌রায় পরবের দিন নির্দ্দিষ্ট করে। পরে মাঁঝি পাইককে আদেশ করে "যাও গটহাঁড়ি তুলো গে। আর ঘরে ঘরে বল সকলেই হাঁড়ি পাতুক। অমুক দিন অমুক সময়ে সকলে 'সহরায়' স্নান কর্‌ব।" এরপর ঘরে ঘরে হাঁড়ি রাখা হয়, আর সকলেই আপন আপন আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করে। নির্দ্ধারিত দিনে ভাই, বোন, মেয়ে, ভাগিনা, ভাগিনী, ভাইপো, ভাইঝি সকলে মিলে সমবেত হয়। স্নানের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা পাইক তিনটা মুরগী ধরে নায়কের নিকট নিয়ে আসে—দুটো সাদা আর একটা বাদামী রংয়ের। নায়ক এগুলি বেন্ধে রাখে আর নিজে সেরাত্রি খুব নিষ্ঠা নিয়মে থাকে—মাটিতে পাটি পেতে শুয়ে থাকে। পেয়াদা বাড়ী বাড়ী ঘুরে এক একটা মুরগী এবং সেই সঙ্গে এক পাই করে চাল, লবণ, ও হলুদ সংগ্রহ করে। স্নানের সময় নায়কের স্ত্রী চালের গুড়ি করে নায়ককে দেয়। প্রাতরাশের সময় নায়ক পূজা দিতে জলের ধারে চলে যায়। পাইক সকলকে ডেকে নায়কের সঙ্গে সীমানার দিকে চলে যায়। গ্রামের দুএকজন লোকও তাদের সঙ্গে যায়।

নায়ক জল থেকে স্নান করে উঠে গোবর দিয়ে উত্তর দক্ষিণ দিকে এক একটা করে চতুষ্কোণ খোঁড়া আঁকে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গ্রাম থেকে তোলা চাল রাখে; তাতে সিন্দুরের টিপ দেয়; প্রত্যেক লাইনে তিন তিনটা করে সিন্দুরের টিপ দেয়। তারপর পূর্ব্বদিগের বাদামীরংএর মুরগীটাকে জলের ছিটা দেয়, এবং এর মাথায়, ডানায়

সিন্দুর লাগায়। তারপর তোলা চালের উপর মুরগীটি চরিয়ে বেড়ায় এবং নায়ক মন্ত্র পড়ে, "ওগো, জাহেরএরা, ওগো ঠাকুর, তোমাকে প্রণাম; আজ আমরা সকলে 'সহরায়ের' নামে এখানে এসেছি; তোমরা খুসী হ'য়ে আমাদের সুখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি কর; আমাদের আজ বুড়ো, ছেলেমেয়েদের মঙ্গল হোক। পুরাকালে প্রাচীনেরা যেরূপ কাপড়চোপড়ে ধনেধান্যে সমৃদ্ধশালী ছিল, আমাদেরও সেরূপ হোক; বাবাঠাকুর তোমাকে প্রণাম। আমাদের যত কিছু আরাম ব্যারাম, পীড়া, দুঃখজ্বালা সব তোমরা নিবৃত্তি কর; আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব, চাকর-বাকর, ভাগ্না-ভাগিনী, নাতি-নাত্নী, সকলের মঙ্গল হোক; আমাদের মধ্যে যেন ঝগড়া-বিবাদ, নাশ বিনাশ, মনোমালিন্যের সৃষ্টি না হয়; আমরা যেন নেচে-গেয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকি; ওগো গোঁসাই, বাবাঠাকুর তোমাকে প্রণাম!"

তারপর বাদামা রংঙের মুরগীটিকে উৎসর্গ করা হয়। এরূপ আরও অনেক মুরগী উৎসর্গিত হয়। তারপর সুরুয়া-পোলাও রান্না করে গ্রামের সকলে ভোজন করে। তারপর "গটহাঁড়ি" (তোলামদ) সকলে পান করে। তারপর গ্রামের গুণী-গরিব সকলেই সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে—"কেমন আছেন? কারও ত অসুখ-বিসুখ নেই?" কারও অসুখ থাক্‌লে বলা হয়। গ্রামের সকলেই বলে থাকে "মাঁঝি বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা সকলেই ভাল আছি।" মাঁঝিও বলে, "ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আমাদের সকলেরই মঙ্গল হবে। এই 'সহরায়-পরবে' আমাদের বড় বোন এসে হাজির হয়েছেন; পাঁচদিন পাঁচ রাত্রি ভাই-বোন মিলে নেচে গেয়ে স্ফূর্ত্তি কর; নিয়াই-ঝগড়া করো না; 'লোভ-লালচ' করো না; লোভ-লালচ থাক্‌লে খুব হুসিয়ার হ'য়ে 'ঝান্টি-ঝিঙ্গা' তুলে ফেল্‌বে; দেখে তুল্‌বে যেন কোন কাঁটা না

থাকে ; আর যে সব ফুল গাছ সাবধানে সূতা দিয়ে তোলা হয়েছে সে সব গাছের ফুল তুলে পাপের ভাগী হয়ো না।" সকলে মিলে তখন জবাব দেয় "বার বাণ্ডিল সূতা দিয়ে আমাদের কাণ বন্ধ করব, যেন ছোট বড় কারও কথা চোখেও দেখতে না পাই, আর কাণেও শুন্‌তে না পাই।" তারপর সকলে মিলে গান ধরে ঃ—

"কো নাহি সিরিজিলা,
ব্যোম্ পির্‌থিমা হো।
কো নাহি সিরিজিলা,
গাইয়া জো ইয়োরে ;
কো নাহি সিরিজিলা।
গাইয়া জো।

ঠাকুরাহি সিরিজিলা
বোমা পির্‌থিমা হো,
ঠাকুরাহি সিরিজিলা,
গাইয়া জো ইয়োরে,
ঠাকুরাহি সিরিজিলা,
গাইয়া জো।

টিরমুচি সিরিজিলা
কানুরে গোয়ালা,
পুরুবাহি ডাহারালি
গাইয়া জো ইয়ারে
পুরুবাহি ডাহারালি
গাইয়া জো।

কাহা বাবু হারালিও
ডাণ্ডা কা বাঁশীহো,
কাহা বাবু হারালিও,
গাইয়া জো ইয়োরে।
কাহা বাবু হারালিও
গাইয়া জো।

বাটেহি হারালম
ডাণ্ডা কা বাঁশীহো।
গটেহি হারালাম
গাইয়া জো ইয়োরে।
গটেহি হারালম্
গাইয়া জো।

তারপর রাখালবালকেরা চীৎকার ক'রে বলে, "ওহে, তোমরা সকলে গাই নিয়ে এস; খাঁদ পেতে ঠিক করে নেও।" তখন যে যার গাই নিয়ে খাঁদের নিকট আসে। তখন নায়ক রাখালদের পাচন-নড়ী চেয়ে নিয়ে খাঁদের নিকট রাখে। এবং প্রত্যেকখান নড়ীতে সিন্দুর দিয়ে দেয়। তারপর গাইগুলিকে খাঁদের নিকট আনা হয়।

যে গাই সেখানে রক্ষিত ডিমে পা দেয় অথবা তার গন্ধ সুঙ্গে, সে গাইটিকে ধরে তার পা ধোয়ান হয় এবং তার শিঙ্গে তেল মেখে সিন্দুর দেওয়া হয়। এই গাইএর রাখালকে সকলে মিলে ঘাঁড়ে তুলে মাঁঝির নিকট নিয়ে আসে। রাখালবালক মাঁঝিকে নত হ'য়ে প্রণাম করে, এবং তারপর অন্যান্য বুড়োদেরও প্রণাম করে।

তারপর ঢাক বাজাতে বাজাতে সকলে ঘরে ফিরে চলে আসে।

তখন নায়ক গৃহে প্রবেশ করে সকলকে হাঁড়ি খেতে দেয়। সেখান থেকে সকলে মাঁঝির বাড়ীতে আসে; ইনিও সকলকে হাঁড়ি পান করায়। মাঁঝি জগমাঁঝি ও জগপারাণিককে বলে, "এই পরবের সময় গ্রামের ছেলেমেয়ে সব তোমাদের দুজনের জিম্বায় থাক্‌বে; পরবও তোমাদের জিম্বায়। রাস্তাঘাট শূন্য রাখ্‌লে কারও জরিমানা হবে না।" তারপর সকলে যার যার বাড়ীতে চলে যায়। নিজেদের বাড়ীতে ভাতও খায় আর হাঁড়িও পান করে।

সন্ধ্যা হয়; বুড়োবুড়ীরা ঘুমাতে যায়। আর রাখালবালকেরা গাই নিয়ে বাড়ী বাড়ী টহ্‌ল দেয়। প্রথমে মাঁঝির বাড়ীতে আসে; গোয়ালঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ঢাক বাজিয়ে গান ধরে।

গাইনী চলিল সিরিবিন্দাবন হো,
মহিষিণী চড়ায় গঙ্গাপারাজো ইয়োরে।
মহিষিণী চড়ায় গঙ্গাপারাজো,
গাইনী আসে বেল্‌ ডুবতে।
মহিষিণী আসে আঠা রাত জো ইয়ারে,
মহিষিণী আসে আধারাত জো।
কোন সিংঙে দিব তেল সিন্দুর,
কোন পিঠে দিব দুবিধান জো ইয়োরে
কোন পিঠে দিব দুবিধান জো।

এরকম গৃহে গৃহে এসে গান করে, ঢাক বাজায়, আর বেশ করে বাঁশী বাজায়, আর সারা রাস্তা লজ্জাসরম ছেড়ে চেঁচিয়ে বেড়ায়। গৃহস্থেরা এসব শুনেও শুনে না।

তারপর মেয়েরাও গাই নিয়ে ঘুরে আসে। তারাও সর্ব্বপ্রথমে মাঁঝির বাড়ীতে আসে। আতপ চাল, আতপ ধান, দূর্ব্বাঘাস, ও প্রদীপে

তেল নিয়ে যায়। সকলে মিলে মন্ত্র পড়ে এবং মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা আতপ চাল ও দুর্ব্বাঘাস গোয়ালঘর ও গাইর দিকে রেখে গান গায়।

হাতে নিলা আতপ চাল
গোছে নিলা পাকাল পান,
চলি গেল অমুকী দেবী,
গাইয়ে চুমবাইয়ে
একা চুমবাই চুমবাই লাগ্‌লে,
দুই চুমবাই বাড়ারে,
পড়ি গেলা সেরা বলদ,
একে কালে গো।
কাই বলদ কান্দ হে,
কাই বলদ খিজ হে।
দেবরে পুতা রি,
রিল মালারে সান।
ধীরে চালাও ধীরে চালাও,
বাবুরে বরদ।
কহিছে তো কামবে সিন্দুর।

গ্রামের যুবতীরাও ঘরে ঘরে এই প্রকার গান গেয়ে বেড়ায়। যাদের মহিষ আছে তারাও এরূপ ঘুরে ঘুরে গান করে বেড়ায়। এরূপে বাড়ী বাড়ী ঘুরে এসে ছেলেমেয়েরা গ্রামের রাস্তায় সমবেত হয়। সেখানে তারা গান করে, ঢাকঢোল বাজায়, বাঁশী বাজায়, এবং করতাল বাজায়ে নাচগান করে খুব আমোদপ্রমোদ করে।

অতি প্রত্যুষে মোরগের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা আর একবার গাই নিয়ে ঘুরতে যায়; পেছনে পেছনে মেয়েরাও যায়। ছেলেরা গান গায়।

কুকড়া মা ডাকি গেল,
পাওয়া মা পাটি গেল।
উঠ পুটা পাছড়া খোলায়রে,
উঠ পুটা পাছড়া খেলায়।
না বাবা উঠায়,
না বাবা জাগায়,
রাত তো পোহাল গোয়ালেরে,
রাত তো পোহাল গোয়ালে।
হাতে নিলা ছড়ি,
পায়ে নিলা খড়ম্,
চলি গেলা অমুক রায় ;
পাছড়া খোলায়।

মেয়েরা ঘুরে ঘুরে এরূপ গান গেয়ে বেড়ায়। তারপর রাখালবালকেরা গাই ছেড়ে দেয় এবং মেয়েরাও নাচ-গান শেষ করে নিজ নিজ কাজে লেগে যায়। ছেলেরা মাঁঝির উঠানে এসে "ডাণ্টা" নাচ নেচে গান করে,—

চলরে চোলিয়া পুলিয়া
মাছ ধর্তে যাব,
মাছের কাটা লাগিল,
দোলা ছানদাই যাবে গো।

কে বলে বুড়া মরল,
কে বলে বুড়া আছে,
ঝার কোলে বাশিয়া,
রাঙ্গা মাটি মাখিয়া।

বুড়া কুরমুরে গো (কোথায় গো)
বুরা কুরমুরে।

স্ত্রীলোকেরা সংসারের কাজকর্ম্ম করে; ঘরদুয়ার গোবর দিয়ে লেপ দেয়; আর বালকেরা নাচ-গান শেষ করে ঢাক-ঢোল নিয়ে বাড়ী বাড়ী "গাদোল" করে ঘুরে বেড়ায়। (গাদোল=young men and boys go about with drums and other musical instruments and pay a visit to each house in the village; some of the party go as Fakirs, some with straw monkeys, some as pedlars for the sake of amusement, They get rice and keep it with Jagamanjhi).

একবার এদিক থেকে আর একবার ওদিক থেকে বাঁশের ঝাঁটি নিয়ে গভেতের বাড়ী হাজির হ'য়ে সকলে বাইরের ফটক বন্ধ করে দেয়। গভেত এক হাঁড়ি মদ দিলে পর দরজা খুলে দেয়। পরে গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে নানারকম নাচের পুতুল তৈরি করে; সেগুলি মাঁঝির বাড়ীতে নিয়ে আসে। সেখানে পুতুল নাচায় এবং মাঁঝি তাদের চাল দান করে। এরকম সকল বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভিক্ষা মাগে। ভিক্ষা শেষ করে ভিক্ষালব্ধ সমস্ত চাল জগমাঁঝির নিকট জিম্মা দেয়। তারপর সকল ছেলেরা মিলে তীর, কুড়াল ছুরি প্রভৃতি নিয়ে স্নান করতে যায়। স্নান করে আসে।

তারপর ঘরে ঘরে মুরগী ও শূকরের মাংস দিয়ে বোঙ্গার পূজা করে। বোঙ্গাপূজা শেষ করে ভাত ঝোল রান্না করে। প্রাচীনেরা পূজার মাংস ভিন্ন ভিন্ন ক'রে রান্না করত। ভাতের সঙ্গে এই মাংস মিশিয়ে ঠাকুরকে উৎসর্গ ক'রে মন্ত্র পড়ে এবং তারপর সকলে ভোজন করে। এরূপ গান হয়:—

থোরা থোরা মুরগী শূকর
বহু বহু কুটুম,
ভাত কিম্বা ঝোল,
আমি, বাবা, না পারি বাটতে।

বুড়োবুড়ীরা হাঁড়ি পান করে বাড়ী বাড়ী গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়; ছেলেমেয়েরাও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে নাচ-গান করে।

দ্বিতীয় দিন ভোর হয়। তখন মাঁঝির বাড়ীতে সকলকে একত্রিত করবার জন্য ঢাক বাজান হয়। গ্রামের মুখ্যারা সকলে এসে হাজির হয়। মাঁঝি সকলকে জিজ্ঞাসা করে, "কেমন হে, গুণী-গরিব সব ভাল ত?" তারা উত্তর দেয় "হাঁ, মাঁঝিবাবা, আমরা সকলেই ভাল আছি, ভাল থাকতে মন্দ বলব কেন?" মাঁঝি হাঁড়ি দেয় এবং সকলেই তা পান করে। তখন মাঁঝি জিজ্ঞাসা করে, "এখন তোমরা গরু খুঁটা দিবে কিনা?" তারা বলে, "আপনি হুকুম করলেই গরু খুঁটা দিতে পারি (বাঁধতে পারি)।" তখন মাঁঝি জগমাঁঝিকে ও জগপারাণিককে ডেকে হুকুম দেয়। জগমাঁঝি ছেলেদের ডেকে বলে দেয় "সব খুঁটা গেড়ে ফেল।"

খুঁটা গাড়ার আসল জায়গা মাঝির, পারাণিকের, জগমাঁঝির, জগপারাণিকের, আর গভেতের বাড়ী। এই পাঁচজনের দুয়ারে জগমাঁঝি নিজে থেকে খুঁটা গাড়ায়। জগমাঁঝির হুকুমমতে গ্রামের ছেলেরা এই পাঁচ দুয়ারে খুঁটা পুতে এবং তার সঙ্গে বলদ বাঁধিবার জন্য দড়ি লাগায়। জগমাঁঝি এদের হাঁড়ি পান করতে দেয়; হাঁড়ি পান করে যার যার ঘরে চলে যায়।

বিকালবেলা রাখালেরা গরু নিয়ে আসে; এসে নিজেদের বাড়ীতেই রাখে। গোয়ালঘরে তেলমাখান হয়; তারপর গৃহের একজন স্ত্রীলোক—ধনী কি নির্ধন, রাখাল বালককে গোয়ালঘরের দুয়ারে স্নান করায় ও তেল মাখায়। তারপর ঘরে এনে পিঠা ও মুড়ি খেতে দেয়। ঘরে ঘরে এরূপ করা হয়।

তারপর জগমাঁঝি গ্রামের ছেলেদের বলে, "ওহে, মাঁঝির ঘর থেকে আরম্ভ করে সব গরু জাগাও, এবং তাদের গলায় ধানের গোছা দেও।"

ঘরে ঘরে গাই জাগান হয়; এবং একজন সাথে থেকে ধানের গোছা গলায় লাগিয়ে দেয়। তারপর দেশের কুটুম্বদের জন্য প্রত্যেক ঘর হ'তে এক মোড়া করে হাঁড়ি তোলা হয়। তারপর বলদ বের করে এনে খুঁটা করা হয়। সর্ব্বপ্রথমে মাঁঝির বাড়ীতে গাই বান্ধা হয়। ষাঁড়-গুলিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে উশকাইয়া দেওয়া হয়, যেন একটা আর একটাকে আক্রমণ করে। তারপর ঢাকঢোল বাজায়, বাঁশী বাজায়, এবং সমস্ত রাস্তায় রাস্তায় এরূপ খেলা দেখা হয়। তারপর সকলে এসে মাঁঝির বাড়ীতে উপস্থিত হয়। সেখানে দেশের সমস্ত লোক জমাট হয়। সকলেই আপন আপন ষাঁড় ছেড়ে দেয়।

তারপর মাঁঝির বাড়ীতে দেশের কুটুমদের জন্য খাট, মোড়া, মাচি পেতে দেওয়া হয়। তারপর মাঁঝি গ্রামের ছেলেদের বলে, "দেশের কুটুমদের হাঁড়ি দেও; দুই মোড়া করে হাঁড়ি ও তার সঙ্গে মুড়ি এবং চিড়া একমুঠা করে সকলকে দেও।" সকলকে সেরূপ দেওয়া হয়। তারপর গান হয়:—

ডুডু ডুডু শোনাইতে
আইস হো সঙ্গভাইয়া,
বইস হো সোণার পালংকে
কিছুই নাহি কর্‌লা হো,
সঙ্গভায়া মোহিতে মরি।
একর ছিলিম তামাকুর.
খাইলে হো সঙ্গভায়া.
বড়রে বেওহারে,
একর ঘটি পানি জো পিলো হো,
সঙ্গভাই বড়রে সুলাং ('শান্তি)।

দেশের লোকে উত্তর দেয়,—

বাটির বাটি মন্দা জেন ;
খাইলা জো সঙ্গভায়া ।
দোনো দোনো মালিকের ঝোরে ;
কিছুই নাহি কামকাজ করালো হো ;
সঙ্গভাইয়া মোহিতে মরি !

তারপর গ্রামের ও দেশের যুবকেরা মাঁঝির দুয়ারে ও গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ঢাল-তরোয়ার নিয়ে নেচে বেড়ায় এবং সকলেই সে নাচ দেখে থাকে। নাচ শেষ করে দেশের কুটুমরা নিজ নিজ বাড়ীতে চলে যায়। আর গ্রামের যুবকযুবতীরা একরাত্রি রাস্তায় নেচেগেয়ে বেড়ায়। ভোরবেলা মাঁঝি এক হাঁড়ি মদ এনে ছেলেদের দেয়। পারাণিকের বাড়ীতেও এইরূপ নাচগান করে এক হাঁড়ি মদ পায়। ছেলে-মেয়েরা সেই দুই হাঁড়ি মদ মাঁঝির দুয়ারে এসে ঢেলে পান করে। আর একরাত্রি নেচে নেচে ভোর করে। ভোর হ'লে জগমাঁঝি ও জগপারাণিক ছেলেদের দিয়ে খুঁটিগুলিকে উঠিয়ে ফেলে। সে সময় ছেলেরা নানারকম রং তামাসা করে বাড়ী বাড়ী হ'তে একটা করে ডিম ও চাল আদায় করে। একজন মরার মত ভান করে; আর সকলে তাকে বাড়ী বাড়ী নিয়া ঝেড়ে থাকে ; একটা একটা ডিম ও একমুষ্টি চাল পায় ; তারপর মরা হঠাৎ বেঁচে উঠে। প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী এরূপ করা হয়।

এই সব শেষ করে যুবকযুবতী, বুড়োবুড়ী সকলে মিলে বাড়ী বাড়ী ঘুরে নাচগান করে আমোদপ্রমোদ করে বেড়ায়. উঠানে প্রবেশ করে তারা এরূপ গান গেয়ে থাকে :—

যোগী তো মাঙ্গায়,
বছরে বছর,
ছণ্ডা তো মাঙ্গায়, (ছণ্ডা—ছোকরা)
আজকার দিন ওরে,
ছণ্ডা তো মাঙ্গায়,
আজকার দিন
বহুত না মাঙ্গায়ে,
থোরা না মাঙ্গায়,
মাঙ্গায় তো এক কুলা ধান,
আর এক বাটি মদ।

এই রকম ক'রে বাড়ী বাড়ী থেকে ধান, চাল, ডাল, লবণ ও মদ পেয়ে থাকে। নাচের সময় যুবকযুবতীরা পরস্পর নিন্দাবাদ ক'রে থাকে। যুবকেরা যুবতীদের হাতভাঙ্গা ব'লে গালি দেয়, আর যুবতীরা যুবকদের পা-গোদা বলে নিন্দা করে। এপ্রকার নিন্দাসূচক গানও হ'য়ে থাকে। বাড়ী বাড়ী হ'তে 'তোলা' উঠিয়ে রাত্রে জগমাঁঝির বাড়ীতে সব জিম্বা রাখে। সকলের শেষে যে বাড়ীতে গান করে তারা এক হাঁড়ি মদ, পাঁচগণ্ডা পিঠা, আর পাঁচপাইলা চিড়ামুড়ী দিয়ে থাকে। সকলেই এ হাঁড়ি পান করে, একে "শিশির হাঁড়ি" বলে। নাচগান শেষ ক'রে যুবকযুবতীরা জগমাঁঝির ঘরে এসে ঘুম যায়। পরদিন প্রত্যূষে মেয়েরা জগমাঁঝির দুয়ারে গোবরজল ছিটিয়ে দেয়, জল তুলে আনে এবং ছেলেরা ধানের গোছা এনে একত্রিত করে। জগমাঁঝি যুবকযুবতীদের প্রাতরাশ খেতে দেয়; খাওয়া দাওয়া শেষ করে যে যার ঘরে চলে যায়।

সাকরাত—পৌষমাসের শেষ দিন সংক্রান্তি (বাস্তুপূজা)। এর দুদিন পূর্ব্বে গ্রামের প্রান্তদেশে রাস্তায় সকলে মিলে ব'সে পরামর্শ করে।

"কাল আমরা সকলে মাছ ও কাঁকড়া ধরে সাকরাত পরব করব।" তারপর দিন সকলে মাছ ও কাঁকড়া ধরে। সাকরাত দিন ভোরে বাড়ী বাড়ী একটা মুরগী মারে। ঝোলভাত খেয়ে সকলে স্নান করতে চলে যায়—ভাত, মাছ, কাঁকড়া ও মাংসের ঝোল ইত্যাদি খায়। বেলা উঠ্‌লে সকলে মিলে শিকারে চলে যায়। নিকটস্থ বনে শিকার করে। শাকসব্জী স্নানের সময় তুলে নিয়ে আসে। মেয়েরা চিড়া ও পিঠা তৈরি করে নিয়ে আসে। এই সব দিয়ে পূর্ব্বপুরুষদের তর্পণ করে ও প্রধান দেবতার নামে কিছু মদ উৎসর্গ করা হয়। সকলে পিঠা ও চিড়া ভক্ষণ করে। ভোজনের পর জগমাঁঝি তীরধনুকের "চানমারির" জোগাড় করে। সে একটা কায়রা কিংবা এরণ্ডগাছ কেটে নিয়ে আসে। গ্রাম্যরাস্তার মোড়ে ময়দানে একে পুতে; তারপর সর্ব্বপ্রথম নায়ককে তীর ছুড়তে বলা হয়। যে পর্য্যন্ত তীর না লাগে সে পর্য্যন্ত সকলেই তীর নিক্ষেপ করে। যদি কেহ তীর মেরে সফলকাম হয় তবে জগমাঁঝি এসে খাঁড়া দিয়ে চানমারির খুঁটী কেটে ফেলে। আর লক্ষ্যভেদকারীকে জগমাঁঝি কাঁধে করে সকলের নিকট নিয়ে আসে। মাঁঝি হ'তে আরম্ভ করে সকলে একে প্রণাম করে।

তারপর যুবকেরা নাচগান করে আমোদ করে। তারপর সকলে বাড়ী ফিরে আসে। জগমাঁঝি চানমারির খুঁটী কেটে কোন জন্তুর মত কাঁধে করে নিয়ে আসে। মাঁঝির বাড়ীতে সকলেই প্রবেশ করে। লোকে এই চানমারির খুঁটীকে "মাঁঝি-ডুণ্ডে" বলে। মাঁঝি সকলকে চিড়া, মুড়ি ও মদ খেতে দেয়। তারপর মাঁঝি বলে, "আপনারা সকলে আমার প্রজা। সয়তানকে বিনাশ ক'রে আমাকে আপনারা বাঁচান অথবা আমাকে মেরে ফেলুন।" সেখান থিকে মদপান করে

সকলে পারাণিকের বাড়ীতে আসে। সেখানেও চিড়ামুড়ী ও মদ খায়। এখান থেকে একজোট হ'য়ে "মরজিমত" এবাড়ী সেবাড়ী ঘুরে ঘুরে মদ খায়। যুবকযুবতীরা মিলে মাঁঝির বাড়ীতে "লাগ্‌রে" নাচ নাচে। নাচ শেষ করে যার যার বাড়ী ঘুমোতে চলে যায়।

মাঘমুরগী—মাঘমাসে খড় কাট্‌বার নাম করে এই মুরগী উৎসর্গ করা হয়। বাড়ী বাড়ী মুরগী মেরে মদ সহ দেবতার নামে উৎসর্গ করে সকলে আমোদ প্রমোদ করে।

বাহা—(Flower festival) বাহা সাঁওতালদের দ্বিতীয় বড় পরব। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার ভাঙ্গাচান্দে এ পরব হয়ে থাকে। এ পরব বৎসরান্তে মাত্র একবার হয়। এই সময়ে 'সারজম' ও অন্যান্য গাছে ফুল হয় এবং মৌলগাছে ফল হয়। 'বাহা' একটা ধর্ম্ম-পরব; 'সহরায়ের' মত এতে কোন ব্যভিচার হয় না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে গ্রামের যুবকেরা স্নানের সময় জাহেরে (অর্থাৎ গ্রাম্য-দেবতার পীঠস্থানে) কতকগুলি চালা তৈরী করে; একটি জাহের দেবীর জন্য, কতকগুলি পঞ্চদেবতা ও প্রধান দেবতার জন্য, আর একটি গোঁসাই ঠাকুরের জন্য। নায়ক সব ঠাকুরের "থানে" গোবরলেপ দিয়ে স্নান করে চলে যায়। স্নান করে নায়ক ও যুবকেরা নায়কের গৃহে চলে আসে। নায়ক তাদের মদ ও ভাত খেতে দেয়। খাওয়া দাওয়ার পর সকলে মিলে শিকারে বের হয়। নায়ক কুলা, ঝুড়ি, তীর ধনুক, খাড়া, ঝাটা, ঠাকুরের বয়লা, গলার মালা, শঙ্খ, ঘণ্টা এই সকল জল থেকে ধুয়ে নিয়ে আসে। তারপর অস্ত্রশস্ত্রগুলিকে তেলমসল্লা মাখিয়ে দেয় এবং একটা নূতন মেটে হাড়িতে এবং এক বাণ্ডিল সূতায় তেল মাখান হয়। যুবকেরা যখন শিকার থেকে ফিরে আসে, তখন সন্ধ্যা হয়।

তারপর পেয়াদা তিনটি মুরগী এনে নায়ককে দেয়; এদের নায়কের মূরগী বলে। সন্ধ্যার সময় নায়কের গৃহে ঢাক বাজান হয় ও শঙ্খধ্বনি করা হয়। ইহা শুনে দেবতাদের আত্মা নেমে এসে যাঁর যাঁর থানে প্রতিষ্ঠিত হ'ন এবং গ্রামের লোকেও সব হাজির হয়। নায়ক দেবতাদের ধরবার জন্য বাইরে আসে। তিনজনের ভিতরে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একজন কেঁপে কেঁপে জাহের ঠাকুরাণী হয়ে আসেন, একজন পঞ্চদেবতা ও আর একজন প্রধান দেবতা। জাহের ঠাকুরাণী আস্তে আস্তে এসে মালা ও বালা পরিধান করে; ঝুড়িটা মাথায় নেয়, আর ঝাটাটাকে ধরে; পঞ্চদেযতা তীরধনুক ধরে; আর প্রধান দেবতা 'কাপি' (খোড়া) ঘাড়ে করে। এই রূপে সকলে জাহেরের দিকে চলে আসে; গ্রামের যুবকেরা পেছনে পেছনে অনুসরণ করে। জাহেরে উপস্থিত হ'য়ে জাহের ঠাকুরাণী আপনার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন; অন্য দুজনেও আসন গ্রহণ করেন। তারপর সকলে বাড়ী ফিরে আসে।

পরে নায়ক জোর হাত করে সকল দেবতার কাছে প্রার্থনা করে। সকলে মিলে একটা পাটিতে বসে; বসে সকলে "আমাদের মঙ্গল কর" বলে একমুষ্টি চাল উৎসর্গ করে। তারপর মন্ত্র পড়া হয়; নায়ক ঠাকুরদের জিজ্ঞাসা করে, "ওগো, বৃষ্টিজল ও আগুন জল দেখাতে পার।" তখন দেববতারা উত্তর করে, "এই মাত্র দেখতে পাবে, উত্তরদিকে চেয়ে থাক।"

তারপর নায়ক দেবতাদের সকলের পা ধোয়াইয়া দেয়। তারপর শঙ্খঘণ্টা, ঢাকঢোল বাজান হয়। নায়ক ভূত ছাড়িয়ে নেয় এবং সকলকে ভাত ও মদ খেতে দেয়। স্ত্রীপুরুষ সকলই একবাটি মদ ও ভাত খায়। গায়কেরা বেশীরভাগ পৃথক ভাত ও মদ পায়, তাদের আর বাড়ীতে খেতে হয় না। তারপর গায়কেরা নেচে নেচে গাইতে আরম্ভ করে।

এইরূপ নেচে গেয়ে রাত্রি ভোর হয়; খুব সুন্দর সুন্দর গান গাওয়া হয়। বাহার সময় লজ্জা সরমের কিছু নাই কেবল সুন্দর সুন্দর গান হয়। নায়ক স্ত্রীপুরুষ ন্যায়ধর্ম্মানুসারে সে রাত্রি মাটিতে ঘুমায়। এই প্রকারে দুতিনদিন সকলে মিলে উৎসব করে।

"আব্‌গে বোঙ্গা"—এ পূজা বছর বছর হ'ত, কখনও অগ্রহায়ণ মাসে কখনও আষাঢ় মাসে। এখন আর এ পূজা হয় না। "আব্‌গে বোঙ্গা" পূজায় সাঁওতালেরা কখনও মোরগ, কখনও শূকর, আর কখনও ভেড়া উৎসর্গ করত। "মারাং বুরু" সকলের দেবতা কিন্তু 'আব্‌গে বোঙ্গা' প্রত্যেকের নিজস্ব। জ্বর জ্বালায়, দুঃখ-দুর্দ্দিনে গৃহস্থমাত্রেই এ দেবতার পূজা দিয়ে থাকে। লোকে কথায় বলে "ডাইনি মাগী 'আবগে বোঙ্গাকে' হাত করতে পারলে পরিবারের লোক বাঁচান কষ্ট হয়; লোক মরে যায়।" সেজন্যে কায়কষ্টে সকলেই এদেবতার পূজা দিয়ে সন্তুষ্ট করে। বিপদের সময় এ দেবতার সম্মান করলে লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেঁচে যায়। এ পূজার সময় ভাইবোন ও নিকট আত্মীয়সম্পর্ক স্বজনকে নিয়ে সকলে খাওয়া দাওয়া করে। এতে মেয়েদের নিমন্ত্রণ হয় না। এপূজা মাঠে হয়, মন্ত্রাদি অন্যান্য পূজার মত।

সীমাবোঙ্গা—এর পূজাও বছর বছর হয়ে থাকে। এবড় শক্ত দেবতা। পূজায় কোন ত্রুটি হ'লে মারা পড়ে; মুহূর্ত্তের মধ্যে সাপ, বাঘ জন্মায়, রোগ দেখা দেয়; এজন্য সাঁওতালেরা বিশেষ ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি এই দেবতার সেবা করে। রোপণের সময় আর কর্ত্তনের সময় বছরে দুবার করে এদেবতার নামে মুরগী উৎসর্গ করা হয়। এই পূজায় কোনরকম খাঙ্গ কিংবা সিন্দুরের প্রয়োজন হয় না। বিশেষ কোন ন্যায়াচারও নাই। মন্ত্রেও মাত্র দুএকটি কথাবলে থাকে,

"ওগো, সীমা দেবতা, আমাদের ফসল ভাল হোক।" স্ত্রীলোক ছাড়া, সকলেই খাওয়া দাওয়া করে। কথায় বলে. পরিবারের সকলেই নিমন্ত্রণ খেলে, কিংবা বাড়ী থেকে বের হলে সীমাবোঙ্গা ঘরে ঢুকে ছেলেপেলেদের কবর তৈরি করে।

আজকালও বৎসর বৎসর আসল পরব ও বোঙ্গার পূজা ঘরে ঘরে হয়। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে "সাহারমুণ্ডা" নামক পরবে পিঠা পায়েস করে খায়, কিন্তু কোন পূজা নাই।

সাঁওতালেরা দিনে দিনে হিন্দুদের কাছথেকে অনেক পরব গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে গ্রামের সকলেই একটা পরব করে থাকে, তার নাম "করম"। এই পরবে প্রস্ফুটিত কার্ম্মুক ফুল, আতপ চাল, দূর্ব্বাঘাস, ও তেলসিন্দুর দিয়ে পূজা দেওয়া হয়; আর দুহাত কাপড় দিয়ে কমলাগাছের ডাল ঢেকে দেওয়া হয়। এরা হিন্দুদের কাছ থেকে আর একটি পরব গ্রহণ করেছে; সে কেবল যারা মানত করে তারাই পূজা করে; অন্যেরা এসে দেখে কিন্তু পূজা দেয় না। এই সকল লোকে দুর্গাপূজার সময় দুর্গাপূজা, কালীপূজার সময় কালীপূজা, ও মনসাপূজার সময় মনসাপূজা করে থাকে। ছাতাপরবে ছাতাপূজা, ও পাটাপরবে মহাদেবের পূজা, আর যাত্রাপরবে বংশীঠাকুরের পূজা হয়। আজকাল এদের ভিতর ঠাকুরপূজা নিয়ে বেশ গোলমাল বেঁধেছে। সাহেবদের মাত্র একদেবতা; এক ঠাকুরকে উপাসনা করলেই সকলের মঙ্গল হয়।

উপদেবতায় বিশ্বাস

(১) ডান

'ডান' সাঁওতালদিগের এক বিশেষ জ্বালা। "ডান" থেকে গ্রামের লোক শত্রু হয়; আত্মীয়কুটুম্বের দরজা বন্ধ হয়; বাপ-ছেলে কলহ করে. ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়; বুড়োবুড়ী ঝগড়া করে, আর দেশে মরক লাগে। ডান না থাকলে এদের বেশ শান্তি ছিল। সাহেবেরা এতলোকের বিচার করে, কিন্তু কি জানি কেন ডানদের লাগাল পায় না। ডান এদের খেয়ে ফেলে, আর এরা যদি 'ডান' ধরে মারপিট করে তবে হাকিম উল্টা তাদের জেল দেয়। হাকিমদের বুঝালেও বুঝে না; এরা ডানকে বলে থাকে "আচ্ছা বেশ, আমার আঙ্গুল খেয়ে ফেল দেখি, নতুবা বিশ্বাস করবো না"—এই বলে ডানদের জেল দেয়।

এখন আর পুরুষের কথা কেহ শুনে না। মেয়েদেরই রাজ্য হয়েছে। পুরুষেরা কিছু বললে কেহ শুনে না সেজন্য তারা চুপ করে থাকে। ডানেরা রাত্রে গ্রামের রাস্তায়, বনে ও প্রান্তরে বসে থাকে। কথায় বলে এরা মাটিতে চলে না; মন্ত্রের গুণে ডালে ডালে বসে বাতাসের মত ঘুরে বেড়ায়; ঠাকুরদের আখরায় নেমে ঠাকুরদের সঙ্গে নাচে, এবং বাঘ ডেকে আনে এবং চিরুণী দিয়ে তাদের আঁচরিয়ে চুমা খায়; তারপর ঠাকুরদের কাবু করে শপথ করায় তাঁরা যেন খড়িমাটিতে না উঠে পড়ে। এরূপ করে মোরগের ডাক শুনলেই ভোরে ঘরে ফিরে যায়।

ডানেরা অনেক চেলা করে; ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে যায়। নিজেরা মরলে যেন বীজ থাকে সেজন্য সন্ধ্যায় বাতি জ্বললে রাতে বের হয়। চেলার জন্য লোকের ঘরে ঢুকে, ছোটমেয়েদের বের করে আনে, এবং তারা স্বীকার না পেলে বলে, "যদি না শিখিস

তবে মরে যাবি অথবা বাঘে খাবে।" এজন্য ভয়ে এরা কষ্টে সৃষ্টে শিখে থাকে।

অনেকে বলে থাকে যে ডান, ওঝা, ও জান এরা সকলেই কামরু গুরু থেকে শিক্ষা পেয়েছে। কথায় বলে, আদিযুগে এদের পূর্ব্বপুরুষেরা উহারই চেলা হয়েছিল। ওঝা হয়ত উনির শিষ্য ছিলেন, কিন্তু 'ডান' কিংবা জানদের কথা ঠিক বলা যায় না।

(২) "ওঝা"

একথা ঠিক যে ওঝারা কামরু গুরুর কাছ থিকে তাদের বিদ্যা শিখেছে। অতি পুরাতনকালে এঁর দেশ এবং সাঁওতালদের দেশ "লাগালাগি" ছিল, সেজন্য প্রাচীনেরা এরূপ বলে। ওঝাদের কাজ ছয় রকম—

(১) খাঁড়ি করে পাতা পেতে তেলসিন্দুর দিয়ে গণে,

(২) চাল ছিটায়,—এও একরকম গণনা,

(৩) দাঁতে কামড়িয়ে চালের গুড়ি দিয়ে ঝাড়ান,

(৪) উপদেবতাদের বের করা,

(৫) উপদেবত ছাড়ান—ভুতছাড়ান,

(৬) লোকের ঔষধপত্র দেওয়া।

ব্যারাম হ'লে ঔষধ খেয়ে না সারলে ওঝাকে দিয়ে খঁড়ি পাতা হয়। তেল ও 'সারজম' গাছের পাতা আনে; ওঝা বসে পাতায় তেল মাখিয়ে মন্ত্র পড়ে, এবং বোঙ্গা, ভূত, কি ডান বের করে। এতে সারে ত ভাল না হয়, অন্য ব্যবস্থা করা হয়।

কোন জায়গায় "দুঃখ" (বেদনা) উঠলে ঔষধ খাওয়ান হ এবং জায়গায় বেদনার স্থানে ময়দার "পোলটিস্" দেওয়া হয়। প্রথমে

একবার মন্ত্র পড়ে ঝাড়ে, তারপর মুখে দাঁতে চিবিয়ে ময়দার গুড়ি গুলি করে ক্ষতস্থানে মন্ত্র পড়তে পড়তে লাগিয়ে দেয়। এরা একপ্রকার কবিরাজবিশেষ।

(৩) জান

(জ্যোতিষ)

"জান" "ডান"-বিষয়ক ব্যারামের "হাইকোর্ট"। যাকে 'ডানে' পায় সে জানের সাহায্য নেয়। কোন ব্যারামে ঔষধে কোন ফল না হ'লে প্রথমে খঁড়ি পেতে ওঝাকে দিয়া ঝাড়াপুছি হয়; তারপর গাছের ডাল হাতে করে সকলে "জানের" নিকট চলে আসে। গ্রামশুদ্ধ লোকের ব্যামো হলে সকলে মিলে মাঁঝির বাড়ীতে সমবেত হয়; আর কোন একজনের ব্যামো হ'লে সে এসে মাঁঝির নিকট কাঁদাকাটি করে। পরে রোগীর আত্মীয় দুএকজন এবং গ্রামের পাঁচছয়জন সাক্ষী জানের কাছে চলে যায়। সেখানে নানাপ্রকার প্রক্রিয়া হয়। জান ব্যারামের কারণ বের করে বলে দেয়, এবং রোগীকে দেবতার পূজা করতে উপদেশ দেয়।

মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ

(১) মৃত্যু

পরিবারের কেহ মারা গেলে মেয়েরা খুব কান্নাকাটি করে; হায় হায় করে চীৎকার করে, বুক চাপড়ায়, কপাল ঠুকে, এবং নানাপ্রকারে মৃতব্যক্তির গুণকীর্ত্তন করে দুঃখপ্রকাশ করে। বাপ-মা মর্‌লে কিংবা

কর্ত্তাও মর্‌লে নানাসুরে তাহার গুণ কীর্ত্তন করে কেঁদে থাকে। গুণ কীর্ত্তন করতে করতে গানের সুরে শোকপ্রকাশ করে।

(২) দাহ

মৃত্যু হইলে শবদাহের ব্যবস্থা হয়। মাঁঝি, পারাণিক পরামর্শ করে পেয়াদাকে আদেশ করে, সব লোক ডেকে আন, অমুক বাড়ীতে থেকে শবদাহ করতে কাঠের যোগাড দেখ।" তারপর সকলে কুড়াল নিয়ে মৃতব্যক্তির গৃহে আসে। বাড়ীর মেয়েরা হলুদ পিষে, গুয়ামৌরি আর ধান ভাজে। পুরুষেরা একটা মুরগী ধরে. গোয়ালে আগুন লাগায় এবং চালের খড় খুলে। এসব জিনিষ একটা ভাঙ্গা কুলাতে সাজায়। তারপর যে ঘরে লোকটি মারা পড়েছে, সেই ঘরের খাটের উপরে নানাজিনিষ রেখে সাজায় ;—যেমন, কাপড়, বাটি, টাকা পয়সা, খাঁড়া, তরোয়ার, তীরধনুক, লাঠি, বাঁশী, আর যত জিনিষপত্র। সাজান শেষ হ'লে চারজন লোক ঘরে প্রবেশ করে, এবং খাটিয়ার চারমুঁটি ধরে তাকে বের করে আনে। উঠানে বের ক'রে গ্রামের রাস্তার মোড়ে দোরাস্তায় কাঁধে করে আনে। সেখানে বাড়ীর মেয়েরা তেল ও হলুদ মাখায়, আর শবের কপালে একটা সিন্দুরের টিপ্ দেয়।

তারপর মেয়েরা বাড়ী ফিরে আসে এবং পুরুষেরা শব শ্মশানে নিয়ে যায়। নিজের কোন বাঁধ থাক্‌লে সেখানেই দাহ হয়, অন্যথা গাড়ায় দাহ হয়। সেখানে বাঁশ কেটে মাচান করা হয়—উত্তর দক্ষিণ দিক্ করে। চারটা খুটি পুতে যেন কোনরকমে শব পড়ে না যায়। তারপর মৃতের ওয়ারিশ হাত পা ও চোখ ধোয়াইয়া দেয় এবং মুখেও একটু জল দেয়। তারপর যারা শব বয়ে আনে তারা তিনবার মাচানের চারিদিকে ঘুরে এবং পরে মাচানের উপর শব স্থাপন করে। শবের মাথা দক্ষিণ দিকে রাখে। তারপর তার শরীর থিকে কাপড়, মালা, ডোরা খুলে নেওয়া হয়।

গ্রামের লোক সব চারদিক ঘিরে দাঁড়ায়। যদি কোনও স্ত্রী গর্ভবতী থাকে তবে সে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। মৃতের ওয়ারিশ তার কাপড়ের সুতো দিয়ে সুড়া গাছের ডালে বেন্ধে আগুন লাগায়, এবং সেই আগুন শবের মুখে নিক্ষেপ করে। একে 'মুখাগ্নি করা' বলে। জ্ঞাতিবর্গ সকলেই এক একখানা করে কাঠ নিয়ে আসে, গ্রামের লোকেরা সেরূপ কাঠ এনে থাকে। তারপর সকলে মিলে বলে "আমরা সকলেই এক একখানা ক'রে কাঠ দিলাম, আর বিলম্ব ক'রো না, বাতাসের মত চলে যাও।" এর পর চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তখন সকলে দূরে সরে যায়; তারপর দাহকার্য্য শেষ হ'লে জল দিয়ে আগুন নিবিয়ে দেয়। ওয়ারিশ মৃতব্যক্তির একখানা হাঁড় জলে ধুয়ে, এবং হলুদজলে এবং দুধে ফেলে নিয়ে আসে। সন্ধ্যাবেলা সকলে ঘরে ফিরে আসে। সকলে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "কিছু ভেব না। ইনি ত চলে গেলেন, সুখেই গেলেন, আমাদেরও একদিন এরূপ যেতে হবে।"

(৩) শ্রাদ্ধক্রিয়া

শ্রাদ্ধ মৃতব্যক্তির শেষ ক্রিয়া। এদের জন্যই শ্রাদ্ধক্রিয়ার প্রতিষ্ঠান। হাঁড়ি এবং ভোজের যত জিনিষ এনে একত্রিত করা হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে গ্রামের সমস্ত লোক ও আত্মীয় স্বজন এসে উপস্থিত হয়, সকলে কামিয়ে স্নান করে। দেবতা ও পূর্ব্বপুরুষদের নামে ভাত উৎসর্গ ক'রে পূজা দেওয়া হয়।

বাড়ীর উঠানে সাজনা গাছের ডাল পুতে, গোবর লেপে দেয়, পাতা পেতে চাল রাখে, এবং তারপরে মন্ত্রপড়া হয়। মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হয় এবং দেবতাদের উদ্বোধন করা হয়—তার আত্মার সুখশান্তির জন্য। শ্রাদ্ধের সময় গাই, ছাগল, শূকর, মুরগী বা

কিছু উৎসর্গ করা হয়। এরূপ প্রবাদ আছে যে, সব পরলোকে মৃত ব্যক্তির নিকট চলে যায়।

পরলোক—স্বর্গ

প্রাচীনেরা বলে থাকে যে ঠাকুর আমাদের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে আয়ুঃ শেষ হলে লোক স্বর্গে চলে যায়! সেখানে আমাদের দোষগুণ বিচার হয়। যিনি পুণ্য করেন তিনি ভাল 'ঠাঁই' পান; আর যে পাপ করে সে নরকে স্থান পায়। পুণ্যবান ব্যক্তির উপরে উপদেবতা কিংবা পর্ব্বতদেবতাদের কোন প্রতিপত্তি থাকে না। এদের প্রতিপত্তি কেবল পাপী লোকের উপর।

লোকে কথায় বলে "মর্ত্তে যা যা খেতে ইচ্ছা হয়, স্বর্গে গেলেও সেইরূপ খেতে ইচ্ছা করে; কিন্তু সে সব খেতে চেয়ে খেতে পায়না এবং সে জন্য অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। মর্ত্তে যারা মাংস বেশী পছন্দ করে, তারা পরলোকে গিয়ে সর্ব্বক্ষণ মাংস মাথায় করে ব'য়ে বেড়ায়; বেশ পচে যায় তবুও খেতে পায় না। ইহলোকে যদি কেহ ঋণ পরিশোধ না করে তবে তাহা পরলোকে জমতে থাকে, এবং ঋণীর পিঠের চাম ছাড়িয়ে সেখানে নুন লাগিয়ে দেয়।

প্রাচীনদের কথা এখানে শেষ হল।

নয়া কথা (নূতন কথা)

ফেব্রুয়ারী মাসের ১৬ই তারিখে সাঁওতাল পরগণার যত পরগণা, দেশমাঁঝি, সরদার এবং অন্যান্য যত লোক নিজেদের পুত্রকন্যাদির ও বিধবাদের ওয়ারিসস্বত্ত ঠিক করবার জন্য ডুমকাতে এক বৈঠক করে; সে বৈঠকে সকলে একমত হ'য়ে নিম্নলিখিত আইন করা হয়।

পুত্র-কন্যা

(১) যদি কাহারও কেবল মেয়েসন্তান থাকে, তবে তারা বিবাহের পরে পিতার ওয়ারিশ হয়; তাহাদের স্বামীরা জমি জায়গা পায়।

পিতার ভাইআদি জ্ঞাতিবর্গ ছাগল-ভেড়াদির অর্দ্ধেক পায়। যে মুখাগ্নি করে সে একটা ছাগল পায়। ঘরজামাই থাকৃতে মেয়ে নিঃসন্তান মারা গেলে ঘরজামাই কিছু পায় না; কেবল নিজের ছাগলটি নিয়ে চলে যায়।

(২) কারও ছেলে ও মেয়ে উভয় বর্ত্তমান থাকলে, যদি ছেলেরা নিঃসন্তান মারা যায় তবে মেয়েরা ওয়ারিশ হয়; খুড়া-জ্যেঠা কিংবা জ্ঞাতিবর্গ মেয়ের জন্য ঘরজামাই আনতে পারে, অথবা মেয়ে ও জামাইকে বাপের বাড়ী এনে রাখতে পারে।

(৩) ঘরজামাই না রেখে মেয়ের বিবাহ হ'লে সে মেয়ে কখনও ওয়ারিশ হয় না।

(৪) ঘরজামাই না থাকৃলে, কিছু প্রাপ্য থাকে না।

(৫) ঘরজামাই রেখে মেয়েব সন্তান হ'লে এবং সে মেয়ে মারা গেলে মেয়ের সন্তানেরা মার ওয়ারিশ হ'য়ে সব পায়; ঘরজামাই অন্য বিবাহ না করা পর্য্যন্ত সেখানে থাকে এবং তার সন্তানেরা তার ভরণপোষণ করে। বিবাহ করলে বাড়ী থেকে চলে যায়।

বিধবা স্ত্রীলোক

মেয়েলোক বিধবা হ'লে স্বামীর ঘর থেকে মৃত্যুপর্য্যন্ত খোরাকপোষাক পেয়ে থাকে; কিন্তু আবাব সাঙ্গা বসলে তার কোন পাওনা থাকে না।

বিধবা স্ত্রীলোক সাঙ্গা না করলে স্বামীর ঘরে বাস করতে পারে; কিন্তু সে মারা গেলে কিংবা আবার বিয়ে করলে তার পূর্ব্বস্বামীর ভাইএরা অথবা তাদের ওয়ারিশেরা সব জমিজমা পেয়ে থাকে।

সমাপ্ত